Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০৬

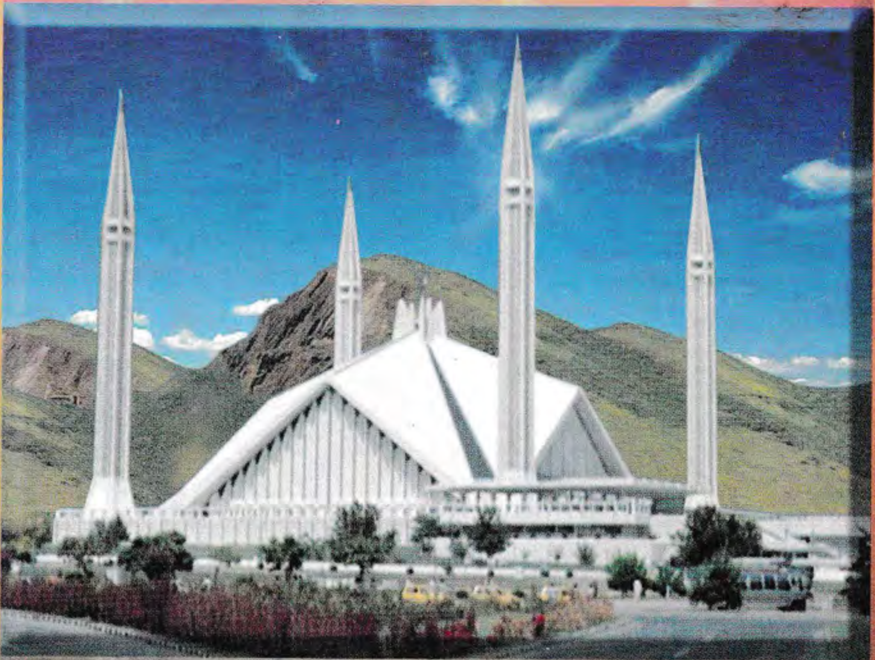

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ ৮৬১৩৬৫।
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجله"التحريك"الشهرية علمية وأدينية ودينية
جلد: ١٠ عدد: ١، رمضان وشوال ١٤٢٧هـ/أكتوبر ٢٠٠٦م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ ফায়ছাল মসজিদ, রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. ResearchArticles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741. Mobile: 0175 002380
E-mail: tahreek@librabd.net

Contents

بسم الله الرحمن

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১০ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল ১৪২৭ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক ১৪১৩ বাং
অক্টোবর ২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● ঃ হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র ঃ ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

❀ সম্পাদকীয় ০২
❀ দরসে হাদীছ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৩
❀ প্রবন্ধঃ
❑ প্রসঙ্গঃ যাকাত *-আব্দুছ ছামাদ সালাফী* ০৬
❑ ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা ঃ ছহীহ হাদীছ মতে ১২টি না ৬টি *- মুযাফফর বিন মুহসিন* ১০
❑ ইসলামী অভিবাদন সালামঃ ফযীলত ও পদ্ধতি *-আখতারুল আমান* ১৯
❑ আল-কুরআনের আলোকে দান-ছাদাক্বাঃ গুরুত্ব ও ফযীলত *-রফীক আহমাদ* ২২
❑ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে স্বল্প সাহারী ও ইফতারে খেজুর *- লিলবর আল-বারাদী* ২৮
❑ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *- আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩১
❀ চিকিৎসা জগতঃ ৩২
(১) হঠাৎ জ্ঞান হারালে করণীয়
(২) কফি পানে উপকারিতা
❀ ক্ষেত-খামারঃ ৩৩
অর্থকরী সবজি শিমের চাষ
❀ কবিতাঃ ৩৪
(১) মাহে রামাযান (২) লায়লাতুল ক্বদর
(৩) রহমতের মাস (৪) ঈদ
❀ সোনামণিদের পাতাঃ ৩৫
❀ স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
❀ মুসলিম জাহান ৪০
❀ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
❀ সংগঠন সংবাদ ৪৩
❀ মতামত ৪৮
❀ প্রশ্নোত্তর ৫০

www.ahlehadeethbd.org

চাই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পৃথিবী!

দেখতে দেখতেই নাইন-ইলেভেন -এর রহস্যজনক বিস্ফোরণের পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করল। পাঁচ বছর আগের এই দিনে অর্থাৎ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সহস্রাব্দের নযীরবিহীন বিমান হামলার মাধ্যমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছিল আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত 'টুইন টাওয়ার'। বিশাল অংকের অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি হাযার হাযার বনু আদমের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল এই ন্যক্কারজনক বিস্ফোরণে। দুনিয়া কাঁপানো এই বিস্ফোরণ অবাক করেছিল বিশ্ববাসীকে। আরো অবাক করেছিল কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই এর দায়ভার বিশ্বের একমাত্র শান্তিপ্রিয় জাতি মুসলমানদের স্কন্ধে অর্পণ করায়। তাৎক্ষণিকভাবেই টিভি চ্যানেলগুলোতে একদিকে দেখানো হচ্ছিল টুইন টাওয়ারের অবিশ্বাস্য ধ্বংসলীলা, অপরদিকে দেখানো হচ্ছিল ওসামা বিন লাদেনের ছবি। যেন সবকিছুই পরিকল্পিত। অতঃপর ওসামা বিন লাদেনকে ধরার তথাকথিত অজুহাতেই স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেয়া হয়। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে দখল করা হয় মুসলিম সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি ইরাক। সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু হয় ক্রুসেড। ফিলিস্তীন-লেবানন সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শান্তিপ্রিয় নিরীহ মুসলমানদের উপর চালানো হয় যুলুম-নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। নির্মমভাবে হত্যা করা হয় প্রায় দুই লক্ষাধিক নিরপরাধ মানুষকে। আবুগারীব ও গুয়ান্তানামো-বে বন্দী শিবিরে চলে বর্বরোচিত মুসলিম বন্দী নির্যাতন। পবিত্র ধর্ম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালানো হয় জঘন্য মিথ্যাচার। হ্যান্স ও পোপ বেনেডিক্টদের মত ব্যক্তিরা ইসলাম ও বিশ্বমানবতার একমাত্র আদর্শ পুরুষ মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করারও দুঃসাহস পায়।

কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা বড় নির্মম। ইতিহাসের সত্যকে কেউ চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। মিথ্যার অর্গল ভেঙ্গে একদিন না একদিন সত্য নিজ শক্তিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নাইন-ইলেভেনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুসলিম বিশ্বের প্রতিবাদের মুখে যুক্তরাষ্ট্র নতি স্বীকার না করলেও অবশেষে সে দেশের সচেতন নাগরিকগণই প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হ'তে থাকে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রেরই ৭৫ জন বুদ্ধিজীবী এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের নেতৃত্বে আছেন সে দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিভেন জোন্স। প্রফেসর জোন্স সম্প্রতি নিউইয়র্কের একটি পত্রিকায় এ সম্পর্কিত এক রিপোর্টে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'বিমান দু'টি যেভাবে আঘাত হানে, তাতে টুইন টাওয়ার ধসে পড়া অসম্ভব। তার মতে তেল সমৃদ্ধ মধ্যপাচ্যে মার্কিন দখলদারিত্বকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের রণোন্মাদরাই ঘটিয়েছিল এ জঘন্য ঘটনা'। উক্ত বুদ্ধিজীবিদের তরফ থেকে আরো বলা হয় যে, 'নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরী' শীর্ষক একটি প্রকল্পের অধীনে আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলার অজুহাত সৃষ্টির জন্য নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ঘটানো হয়'। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যও এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলার বৈধতা প্রমাণ করতেই যুক্তরাষ্ট্র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নাটক মঞ্চস্থ করেছে'। সেদিন টুইন টাওয়ারে কর্মরত চার হাযার ইহূদীর একযোগে অনুপস্থিতি আজও রহস্যাবৃত। ইতিপূর্বে ২০০৩ সালে ক্যারল ভ্যালেন্টাইন নামক জনৈক লেখক তার ওয়েব আর্টিকেল 'দ্যা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ডিমোলিশন এ্যাণ্ড সোকল্ড ওয়ার অন টেররিজম' -এ উল্লেখ করেন যে, 'দু'টো বিমানের ১০ হাযার গ্যালন তেল সুউচ্চ দু'টি টাওয়ারকে হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, কিন্তু পাউডার বানাতে পারে না।'

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হ'লেও যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে কোন দলীল বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। বরং নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গের বিষয়টিই দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে দিনদিন। মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্র এখন এগিয়ে চলেছে হান্টিংটন তত্ত্বের ভিত্তিতে। কেননা কমিউনিজমের পতনের পর বিশ্বের একক পরাশক্তির অধিকারী হয় যুক্তরাষ্ট্র। তাদের আর কোন প্রতিপক্ষ অবশিষ্ট থাকে না। ফলে হান্টিংটনের সূত্র অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মুসলমানদেরকে জোর করে বানানো হয় প্রতিপক্ষ। সে লক্ষ্যে চলে একের পর এক মুসলিম নিধন এবং মুসলিম ভূখণ্ড দখলের অভিযান। ফলে বাধ্য হয়ে মুসলমানরা নিজ দেশে তাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করে। এটিকে যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলা হয় এবং এই মুক্তি সংগ্রামে যারা নিয়োজিত, যারা দেশের এক খণ্ড মাটির জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদেরকে যদি সন্ত্রাসী ও জঙ্গী খেতাবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহ'লে যারা হাযার হাযার মাইল দূর থেকে এসে বিনা কারণে কোন স্বাধীন মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায় এবং লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ লোককে পাখির মত গুলী করে হত্যা করে, তাদের উপাধী কী হবে? কত জঘন্য ও ঘৃণিত হওয়া উচিত এদের উপাধী তা বলাই বাহুল্য। কথায় বলে ক্ষুদ্র ধূলিকণাকেও আঘাত করলে ধূলি লাফিয়ে ওঠে। আক্রান্ত মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পাল্টা আক্রমণ করবে, এটা কি স্বাভাবিক নয়?

বস্তুতঃ বর্তমান বিশ্বে অশান্তির জন্য বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকা ও তার অন্ধ অনুচর বৃটেনই দায়ী। এ অপ্রিয় সত্যটি বিলম্বে হ'লেও স্বীকার করছেন খোদ সে দেশেরই বুদ্ধিজীবীগণ। আমেরিকার দ্বৈত ও আগ্রাসী নীতি বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাবেরই জন্ম দিচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে সুখকর নয় এবং কল্যাণকর নয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য। সেদেশের সচেতন নাগরিকরাও এখন এই যুদ্ধবাজ নীতির তীব্র বিরোধী। মূলতঃ বিশ্বের কোন শান্তিপ্রিয় মানুষই যুদ্ধ চায় না। তারা চায় শান্তি, চায় নিরাপদ বাসস্থান। আর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে কখনও শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। শান্তির জন্য প্রয়োজন গঠনমূলক আলোচনা, প্রয়োজন সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের অবারিত সুযোগ, প্রয়োজন মানুষের মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা। অস্ত্র ও দ্বৈত নীতি নয়, আলোচনা ও সুনীতিই পারে শান্তির দ্বার উন্মোচন করতে।

পরিশেষে আমরা চাই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল এমন একটি পৃথিবী, যেখানে মানুষ নিরাপদে বসবাস করবে। অযাচিত যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে প্রাণ দিতে হবে না নিরপরাধ বনু আদমকে। অনাহারে-অর্ধাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না ধুঁকে ধুঁকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতিসুন্দর বসবাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে সর্বত্র, সর্বাবস্থায়। যেখানে আর কোন মৃত্যুপুরীর আবির্ভাব ঘটবে না। অন্যায় খুনে রঞ্জিত হবে না পিচঢালা পথ। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে না কোন সুসজ্জিত নগরী। শরণার্থী হয়ে খোলা আকাশের নীচে এক চিলতে রুটির জন্য চেয়ে থাকতে হবে না দিনের পর দিন। পারবে কি বিশ্বনেতৃবৃন্দ এমন একটি পৃথিবী উপহার দিতে? পৃথিবীবাসী শতাব্দীর পর শতাব্দী কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণে রাখবে তাদের। অতএব আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। চাই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল একটি পৃথিবী। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

মায়ের গর্ভে মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، فَوَالَّذِىْ لاَإِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِحَتَّى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا-

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন- আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সত্যায়িত- 'তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (এই নিয়মে হয়ে থাকে যে,) তার মায়ের গর্ভে সে জমা থাকে ৪০ দিন শুক্রবিন্দু রূপে। তারপর ৪০ দিন জমাট রক্তপিণ্ড রূপে। তারপর ৪০ দিন মাংসপিণ্ড রূপে। এ সময় আল্লাহ ৪টি বিষয় নিয়ে একজন ফেরেশতাকে তার নিকটে পাঠান। ফেরেশতা এসে (তার কপালে) লিখে দেন তার আমল, তার মৃত্যুকাল, তার রিযিক এবং সে হতভাগ্য, না সৌভাগ্যবান। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। অতঃপর সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জান্নাতের দূরত্ব আর মাত্র এক হাত বাকী থাকে। এমন সময় তার উপরে তাক্বদীরের লিখন অগ্রবর্তী হয়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে এবং সে জাহান্নামে চলে যায়'।[১]

সারমর্মঃ মায়ের গর্ভে মানব শিশুর জন্ম বৃত্তান্ত এবং তাক্বদীরের পুনর্লিখন।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

(وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ) 'আর তিনি হ'লেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সত্যায়িত'। এ বাক্যটি প্রসঙ্গের বাইরে جملة معترضة হিসাবে আনা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর বিশ্বস্ততা বর্ণনার জন্য। তিনি সত্যবাদী বা 'আল-আমীন' হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন নবুঅত লাভের পূর্ব থেকেই এবং পরে সত্যবাদী হিসাবে সত্যায়িত হন আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে তাঁর অহী সমূহের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে।

(إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِىْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً...) 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (এই নিয়মে হয়ে থাকে যে,) তার মায়ের গর্ভে সে জমা থাকে ৪০ দিন শুক্রবিন্দু রূপে। তারপর ৪০ দিন জমাট রক্তপিণ্ড রূপে, তারপর ৪০ দিন মাংসপিণ্ড রূপে'। অত্র হাদীছে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। কুরআন-হাদীছ ও বিজ্ঞানের আলোকে যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদজগত সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ'ল সকল প্রাণীসত্তার মূল *(আম্বিয়া ৩০)*। আর জীবনের মূল একক (Unit) হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasum), যাকে বলা হয় 'আদি প্রাণসত্তা'। সেকারণ বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী একে Bomb Shell বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বণ ও হাইড্রোজেন এই চারটি প্রধান উপাদান সহ মাটির মধ্যকার মোট ২০টি অর্থাৎ সকল রাসায়নিক উপাদান। উক্ত প্রাণসত্তা স্বামীর শুক্রানুরূপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে। অতঃপর জরায়ুতে প্রবেশ করে গর্ভের সঞ্চার করে *(নাজম ৪৫-৪৬)* এবং সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে, তা নির্ধারণ করে *(ক্বিয়ামাহ ৩৭-৩৯)*। বস্তুতঃ গর্ভবতী বানাবার কোষ পুরুষ থেকে গৃহীত হয় এবং এর দ্বারা জন্মগত উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত হয়। এ কারণেই ইসলামে পিতা হ'তে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়। যদিও সে পিতৃ ও মাতৃ গুণ দু'টিই লাভ করে। স্বামীর শুক্রানু লম্ফমান বীর্যরূপে স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[২] স্বামী ও স্ত্রীর সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তানের জন্ম হয়, আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জানতে পেরেছে মাত্র গত ১৮৭৫ ও ১৯১২ সালে। অথচ ইসলাম তা দেড় হাযার বছর পূর্বেই জগতসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছে। অবশ্য তারও পূর্বে এরিষ্টটল সহ প্রাচীন সকল বিজ্ঞানীর ধারণাও অনুরূপ ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৮২ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ। এতদ্ব্যতীত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ।*

২. *ক্বিয়ামাহ ৩৭, দাহ্‌র ২; মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৮ 'গোসল' অধ্যায়।*

www.ahlehadeethbd.org

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে অতঃপর আদমের অবয়বের অংশ (পাঁজর) থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানে রয়েছে ৭টি স্তর যেমন, মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারন *(হজ্জ ৫, মুমিনূন ১২-১৪, মুমিন ৬৭, ফুরক্বান ৪৪, তারেক ৫-৭)*। পুরুষের একবার নির্গত লম্ফমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রকীট থাকে। তার মধ্যে মাত্র একটি জরায়ুতে প্রবেশ করলেই তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। যেটি স্ত্রীর ডিম্বের একই প্রকার Y বা X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয় এবং সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে আল্লাহর হুকুমে। মায়ের গর্ভাধারে পুরুষের ২৩টি ক্রোমোজম ও স্ত্রীর ২৩টি ক্রোমোজম মিলিত হয়েই সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত হয়। যা ছয় দিন পর্যন্ত বুদ্বুদ আকারে থাকে। অতঃপর জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। এই সময় তা গোলাকপার বলের (Hollow ball) মত ঝুলে থাকে। প্রায় সাতশত বছর পূর্বে বুখারীর ভাষ্য 'ফাৎহুল বারী'তে মিসরীয় বিদ্বান হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী এ তথ্য প্রকাশ করেন। অথচ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জানতে পারেনি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ইবনু হাজারের এ তথ্য পুরোপুরি সমর্থন করেছে। অতঃপর উক্ত ঝুলন্ত বলটি জরায়ুর ১৫০০০ লালাগ্রন্থির সাহায্যে জরায়ু দুগ্ধ পান করে ক্রমেই পুষ্ট হ'তে থাকে, যা চার মাসে পূর্ণাঙ্গ হয় এবং তাতে রূহ সঞ্চারিত হয় ও নড়েচড়ে ওঠে। আর তখন থেকেই সে নিজের আঙ্গুল চুষতে থাকে। যাতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের স্তন চুষতে অসুবিধা না হয়। অবশ্য বিজ্ঞান বলছে, তিন মাসের পূর্বে সন্তান ছেলে না মেয়ে চেনা যায় না। বস্তুতঃ চার মাস পরেই 'সে ভিন্নতর সৃষ্টিতে পরিণত হয়' *(মুমিনূন ১৪)*। এই সময় তার তাক্বদীর লিখে দেওয়া হয় *(আবাসা ১৮-১৯)*। অর্থাৎ তার তাক্বদীর দু'বার লিখিত হয়। প্রথমে মানব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে ছহীফাতে। অতঃপর মাতৃগর্ভে একই বিষয় দ্বিতীয়বার লিখে দেওয়া হয়। যা আলোচ্য হাদীছেই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে ভ্রূণ আকারে 'মায়ের গর্ভে তিন-তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে একের পর এক স্তরে সৃষ্টি করেন' *(যুমার ৬)*। এই তিনটি আবরণ হ'ল মায়ের পেট, রেহেম বা জরায়ু এবং জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার। আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে ও পর্যায়ক্রমে' *(নূহ ১৪)*। অথচ এই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির কথা আধুনিক বিজ্ঞান প্রথম জানতে পেরেছে ১৭৬৯ সালে বিজ্ঞানী ওল্ফ-এর মাধ্যমে। অতঃপর তা প্রমাণিত সত্য হিসাবে তাদের নিকটে প্রতিভাত হয়েছে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আমেরিকার প্রধান ভ্রূণ বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ডঃ কেইথ মূর (Keith Mor) কুরআনের এতদসংক্রান্ত আয়াত সমূহ পাঠ করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেন, "I am amazed at the scientific accuray of these statements which were made in the seventh century". 'কুরআনের এই সব বর্ণনা যা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্ণিত হয়েছে, তার বৈজ্ঞানিক সত্যতা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছি'। অতঃপর কুরআনে বর্ণিত মানবীয় ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টিকর্মের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, Western experts discovered some of these stages only in 1940 and these have been proved only in the last 15 years or so. 'পশ্চিমা বিশেষজ্ঞগণ এগুলির মাত্র কয়েকটি পর্যায় আবিষ্কার করেছে গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এবং এগুলি প্রমাণিত হয়েছে মাত্র গত ১৫ বছর পূর্বে বা তার কাছাকাছি সময়ে'।

মানুষের এই সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার নিজস্ব রূপেই দুনিয়াতে আসে। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) কাল্পনিক বিবর্তনবাদ অনুযায়ী মানুষ কখনোই বানর-হনুমানের লেজ খসা বিবর্তিত রূপ নয়। বরং এ পৃথিবীতে মানব জাতির আবির্ভাবের শুরুতে পিতা আদম (আঃ) ছিলেন একজন পূর্ণ-পরিণত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ও প্রথম নবী। তখন থেকে অদ্যাবধি পিতা-মাতার মাধ্যমে একই ধারায় মানুষের বংশবৃদ্ধির সিলসিলা জারি আছে।

এইভাবে মাতৃগর্ভে সন্তান পূর্ণবৃদ্ধি লাভের পর নবম বা দশম মাসে তাকে বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রাণু দ্বারা। অতঃপর তার সবকিছুর তাক্বদীর ঠিক করে দিয়েছেন। অতঃপর তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পথ সহজগম্য করে দিয়েছেন' *(আবাসা ১৯-২০)*। একজন বিজ্ঞানী তাই প্রশ্ন তুলেছেন, মায়ের গর্ভের অন্ধকার কক্ষে এই সুন্দর ড্রইং, ডিজাইন ও রক্ত মাংসের এমন নিখুঁত ব্যালান্স কে স্থির করল? ইজ দেয়ার এনি আর্কিটেক্ট? (আছে কি সেখানে কোন শিল্পী?) আমাদের জবাব, নিশ্চয়ই সেই মহান শিল্পী হ'লেন আল্লাহ। فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ 'নিপুনতম সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না বরকতময়' *(মুমিনূন ১৪)*।

(ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ...) 'অতঃপর আল্লাহ ৪টি বিষয় নিয়ে তার নিকটে একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতা এসে (তার কপালে) লিখে দেন তার আমল, তার মৃত্যুকাল, তার রিযিক এবং সে হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া

www.ahlehadeethbd.org

হয়'। এখানে يبعث অর্থ يرسل 'আল্লাহ পাঠিয়ে দেন'। অর্থাৎ সন্তানের দৈহিক গঠনের সকল পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর তার তাক্বদীর লিখনের জন্য একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। যদিও একজন ফেরেশতা সূচনা থেকেই রেহেমের জন্য নিয়োজিত থাকে এবং প্রতিটি স্তরেই সে বলে, হে বীর্যের রব! হে মাংসপিণ্ডের রব! পরে যখন আল্লাহ কোন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফেরেশতা বলে, হে পালনকর্তা! এটি পুরুষ হবে, কি নারী? দুর্ভাগা হবে, না সৌভাগ্যবান? তার রিযকের পরিমাণ কত? তার জীবনকালের মেয়াদ কত? .... তারপর একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয় এবং সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ আনাস হ'তে এবং মুসলিম হুযায়ফা হ'তে)। এভাবে জরায়ুর জন্য একজন সার্বক্ষণিক ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে। অধিকন্তু একজন তাক্বদীর লিখনের ফেরেশতা ও শেষে একজন রূহ সঞ্চালনের ফেরেশতার আগমন ঘটে।

এভাবে তাক্বদীর দু'বার লিখিত হয়। একবার আসমানে ছহীফাতে ও একবার মাতৃগর্ভে সন্তানের কপালে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে মরফূ সূত্রে মুসনাদে বাযযারে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একই মর্মে হাদীছ এসেছে ছহীহ মুসলিমে হুযায়ফা বিন উসায়েদ হ'তে 'তাক্বদীর' অধ্যায়ে 'মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির পদ্ধতি' অনুচ্ছেদে।

(فَوَالَّذِى لاَإِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ..) 'অতঃপর সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও তার জান্নাতের দূরত্ব আর মাত্র এক হাত বাকী থাকে ....'। অর্থাৎ ঐ নেক্কার লোকটি মৃত্যুর পূর্বে শিরক বা কুফরীতে লিপ্ত হয় বা আত্মহত্যার মত মহাপাপ করে বসে। ফলে সে জাহান্নামী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বদকার লোকটি মৃত্যুর পূর্বে খালেছ তওবা করে সৎকর্মাদি সম্পন্ন করে কিংবা কুফরী হ'তে ইসলামে ফিরে আসে, ফলে সে জান্নাতবাসী হয়।

অত্র হাদীছে তাক্বদীরের কার্যকারিতা প্রমাণ করা হয়েছে। অতএব মুমিনকে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেন কোন অবস্থায় এমন কিছু না ঘটে যায়, যাতে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন অন্যায় সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে খালেছ তওবা করতে হবে। যাতে জান্নাত নছীব হয়। আল্লাহ আমাদের তওফীক দিন- আমীন!!

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০, ফোন # ৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৭১৬১৭৬১

রচনা প্রতিযোগিতা

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করছে। প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে সার্টিফিকেটসহ যথাক্রমে নগদ ১৫,০০০/-, ১০,০০০/- ও ৭,০০০/- টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হবে।

গ্রুপ	গ্রুপ পরিচিতি	রচনার বিষয়	শব্দ সংখ্যা
১ম	দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী	ইসলামী ও অন্যান্য অর্থব্যবস্থা : তুলনামূলক পর্যালোচনা	৩০০০-৫০০০
২য়	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থী	কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৩০০০-৮০০০
৩য়	বয়স ও পেশা উন্মুক্ত	মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	৩০০০-১০০০০

নিয়মাবলী :

১. রচনা A4 সাইজের কাগজের অপর পার্শ্ব খালি রেখে এক পার্শ্বে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজকৃত হতে হবে।
২. রচনা বাংলা ভাষায় হতে হবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদসহ মূল ভাষার ব্যবহার করতে হবে এবং বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে।
৩. পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার স্বত্ব সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডে সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে বোর্ড তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করবে।
৪. প্রতিযোগী শিক্ষার্থী হলে পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা প্রতিষ্ঠান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৫. [illegible] সাথে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা (নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ও বর্তমান/যোগাযোগের ঠিকানা, তারিখসহ স্বাক্ষর) প্রদান করতে হবে।
৬. রচনার সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, "এই রচনা লেখকের নিজস্ব। রচনাটি অন্য কোনও রচনার অবিকল নকল বা হুবহু অনুবাদ নয়।"
৭. বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ও ফলাফলই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। দাখিলকৃত রচনা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট অফেরতযোগ্য। রচনার ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
৮. রচনা আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৬ ঈসায়ী তারিখের মধ্যে 'সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড, ৫৫/বি পুরানা পল্টন (১২ তলা), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০' বরাবর পৌঁছাতে হবে।

- সেক্রেটারি জেনারেল

www.ahlehadeethbd.org

প্রসঙ্গঃ যাকাত

*শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী**

যাকাত ইসলামী শরী'আতের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। তবে অন্যান্য স্তম্ভের গুরুত্বও সমান। কোনটিকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজে বহু লোক এমন আছেন, যারা কালেমা, ছালাত ও ছিয়ামের ব্যাপারে সজাগ থাকলেও যাকাতের ব্যাপারে উদাসীন। তারা যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেন না, কিংবা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন না। অনেকে এমন আছেন, যারা বুঝেন ঠিকই কিন্তু মানতে রাযী নন। আবার কেউ কেউ অলসতা করে পালন করেন না। কারণ যাই হোক যাকাত প্রদানে বিরত থাকা যে মারাত্মক অন্যায় এতে কোন সন্দেহ নেই। আলোচ্য নিবন্ধে যাকাতের গুরুত্ব, উপকারিতা এবং যাকাত না দেওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

যাকাতের গুরুত্বঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ-

'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর'। অর্থাৎ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় কর *(বাক্বারাহ ৪৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর' *(বাক্বারাহ ৮৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

'তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। আর যা কিছু ভাল আমল নিজের জন্য অগ্রে পাঠাবে বা সঞ্চয় করবে, তা আল্লাহর নিকটে পাবে। তোমরা যা আমল কর, আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ১১০)*। এছাড়া সূরা নিসা ৭৭, আম্বিয়া ৭৩, হজ্জ ৭৮, নূর ৫৩, মুজাদালাহ ১৩, মুযযাম্মিল ২০ ইত্যাদি আয়াত সমূহেও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[1]

অপরদিকে যাকাত প্রদান না করার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা খরচ করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন ঐগুলিকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তদ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (আর বলা হবে) এটা সেই মাল, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা এর স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ...-

'যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক্ব (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ পঞ্চাশ হাযার বছরের সমপরিমাণ হবে। অতঃপর

---

* ভারপ্রাপ্ত আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৩, 'ঈমান' অধ্যায়।

বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: وَلاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا أَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ. سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয়নি ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি হবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলায় বেড়ী দিয়ে থাকবে এবং সে তার মুখের দু'ধারের চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তারা কৃপণতা করল, তারা যেন ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বেড়ি আকারে তার গলায় পরানো হবে' *(আলে ইমরান ১৮০)*।[৩]

অপরদিকে আল্লাহর পথে খরচ কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَآأَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ الرَّازِقِيْنَ– 'আর তোমরা যা খরচ করবে আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন এবং তিনি উত্তম রূযীদাতা' *(সাবা ৩৯)*। হাদীছে (কুদসীত) এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْفِقْ يَا إِبْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ 'আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমিও তোমাকে দান করব'।[৪] আলোচ্য আয়াত হাদীছ সমূহে যাকাত আদায় করার লাভ এবং না করার ক্ষতি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

যাকাতের উপকারিতাঃ

(১) যাকাত ধনী-গরীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে।

(২) যাকাত আদায়ের ফলে অন্তর পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ হয় এবং কৃপণতার মত ঘৃণ্য চরিত্র থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا–

'আপনি তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করুন, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবাহ ১০৩)*।

(৩) যাকাত মানুষকে দানশীল, মহানুভব, অভাবে জর্জরিত বঞ্চিত মানবতার প্রতি দয়া পরবশ হ'তে অভ্যস্ত করে।

(৪) আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও বিনিময় লাভ করা যায়।

ধর্মীয় জীবনে উপকারিতাঃ

১। যাকাতের মাধ্যমে ইসলামের একটি রুকন পালন করা হয়। যার উপর বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত আছে।

২। বান্দাকে তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী করে এবং তার ঈমান বৃদ্ধি পায়।

৩। যাকাত আদায় করলে অজস্র নেকী পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে (যাকাতকে) বর্ধিত করেন' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَّلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ–

'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর বা তার সমপরিমাণ কিছু দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কিছু কবুল করেন না- আল্লাহ তা'আলা তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়।[৫]

৪। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। এখানে যাকাত ও নফল ছাদাক্বাহ উভয়টিকেই বুঝানো হয়েছে।

চারিত্রিক উপকারিতাঃ

১। যাকাতদাতা দানশীলদের অন্তর্ভুক্ত হন।

২। যাকাতদাতা অনিবার্যভাবে অসহায় দরিদ্রের উপর স্নেহ-মমতায় অভ্যস্ত হ'তে পারেন।

৩। মানুষের ভালবাসা অর্জন করা যায়। মন প্রশস্ত ও উদার হয় এবং গরীবদের উপকার করে মনে সান্ত্বনা বা তৃপ্তি লাভ

---

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৮৬২ 'যাকাত' অধ্যায় 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' পরিচ্ছেদ।*
৫. *বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪, 'যাকাত' অধ্যায়।*

করা যায়।

৪। যাকাত প্রদানের কারণে অর্থ লিপ্সা হ্রাস পায় ও কৃপণতা হ'তে মুক্ত হওয়া যায় এবং আত্মা পবিত্র হয়।

সামাজিক উপকারিতাঃ

১। যাকাতের মাধ্যমে গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়।

২। মুসলিম সংহতি দৃঢ় হয়।

৩। ধনীর বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ হ্রাস পায়।

৪। বরকত হাছিল হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ 'ছাদাক্বাহ সম্পদ কমায় না'।[৬]

যে সমস্ত মালে যাকাত ফরযঃ

১। জমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল। যেমন ধান, গম, যব, কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি। উক্ত শস্যাদির ন্যূনতম নিছাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক্ব, যা প্রায় ২০ মনের সমান। উক্ত ফসল যদি বৃষ্টির পানিতে এবং সহজভাবে উৎপন্ন হয় তাহ'লে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। অন্যথা সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হ'লে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে।

২। মাঠে চরে খায় অথবা খামার করে লালন-পালন করা হয় এমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির নিছাব হচ্ছে (১) উট পাঁচটি হ'লে ১টি ছাগল, ১০টিতে ২টি, ১৫টিতে ৩টি, ২০টিতে ৪টি ছাগল এবং ২৫টি হ'লে ১টি উট। (২) গরু-মহিষ ৩০টি হ'লে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর ১০০টি পর্যন্ত। (৩) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০টি হ'লে ১টি ছাগল ১০০টি পর্যন্ত।

৩। রৌপ্যের নিছাব ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা।

৪। স্বর্ণের নিছাব সাড়ে ৭ তোলা, যা প্রায় ৮৫ গ্রাম। এগুলির যাকাত প্রচলিত মুদ্রায় দিতে হবে।

এছাড়া নিজ নিজ দেশে প্রচলিত মুদ্রায় সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ টাকা হ'লে তাতে যাকাত ফরয হবে। কোন কোন আলেম সোনার নিছাব আলাদা ও টাকার নিছাব আলাদা বলে থাকেন, যা সঠিক নয়। বরং গ্রহণযোগ্য কথা হ'ল, সোনা ও টাকা মিলিয়ে নিছাব পরিমাণ অর্থ হ'লেও যাকাত ওয়াজিব হবে।
৫। ব্যবসায়রত সম্পদের নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ব্যবহৃত গহনার যাকাতঃ

জুমহূর বিদ্বানগণের মতে ব্যবহৃত গহনাতে যাকাত ওয়াজিব

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَابَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكٰوتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ-

উম্মু সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সোনার গহনা পরিধান করতাম, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ইহা (গহনা গুলি) কি গচ্ছিত সম্পদ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তা নিছাব পরিমাণ হয় এবং তার যাকাত দেয়া হয়, তাহ'লে তা কানয বা গচ্ছিত মালের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৭]

অন্য এক হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মহিলার হাতে দু'টি সোনার চুরি দেখে বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় করো? সে উত্তরে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি এটা পসন্দ কর যে, ক্বিয়ামতের দিন এর কারণে (তোমার হাতে) আগুনের চুরি পরানো হোক'? তখন ঐ মহিলা উক্ত চুরি দু'টি খুলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে দিয়ে বলল, এগুলি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য।[৮]

ব্যবহৃত আসবাব পত্র, যেমন বাড়ির ফার্নিচার, ফ্রিজ, হোন্ডা, কার, জীপ, কম্পিউটার, বাড়ী ইত্যাদিতে যাকাত ওয়াজিব নয়।

* তাছাড়া ভাড়ার জন্য বাড়ী, গাড়ী ও আসবাব পত্র এবং মিল-কারখানার উপর কোন যাকাত নেই।

* তবে বাড়ী, গাড়ী ও মিল-কারখানার আয়ের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

* কারো নিকট খরচের জন্য, যেমন গাড়ী ক্রয়, বাড়ী তৈরী করা, বিবাহের জন্য, ঋণ পরিশোধ করার জন্য বা জমি ক্রয়ের জন্য বা হজ্জের জন্য টাকা জমা থাকলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

* জমির উৎপাদিত শস্য বাদে সব ধরনের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। তবে শস্যের যাকাত ফসল কাটার সাথে সাথেই দিতে হবে। কোন কারণ বসত বছর পূর্ণ হবার কিছুদিন আগে বা পরে দিলেও কোন ক্ষতি নেই। তবে রামাযান মাসে যাকাত আদায়ে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়।

যাকাত বন্টনের খাত সমূহঃ

যে সমস্ত খাতে যাকাত বন্টন করা হবে তা সর্বমোট আট প্রকার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৬. *মুসলিম, মিশকাত, হা/১৮৮৯ 'যাকাত' অধ্যায় 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ।*

৭. *ছহীহ আবুদাউদ, হা/১৫৬৪ 'যাকাত' অধ্যায় সনদ হাসান।*
৮. *ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫৬৩ 'যাকাত' অধ্যায় সনদ হাসান।*

www.ahlehadeethbd.org

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

'ছাদাক্বাহ (যাকাত) শুধু (১) ফক্বীর (২) মিসকীন (৩) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী (৪) কোন বিধর্মীকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে (৫) দাস মুক্ত করার জন্য (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে (৭) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীকে ও (৮) মুসাফিরকে দিতে হবে। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবাহ ৬০)*।

ফক্বীর ও মিসকীনের ব্যাখ্যা নিয়ে আলেমদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। সংক্ষেপ কথা হ'ল যে, অসহায় গরীব দুঃখীদেরকেই ফক্বীর ও মিসকীন বলা হয়। যাকাতের মালে তাদের উভয়ের অংশ রয়েছে। ৮নং-এ বর্ণিত মুসাফির-এর বিষয়টি এরূপ যেমন কোন লোক কোন কাজে কোথাও গিয়েছিল, পকেটমার বা ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়ে অথবা অন্য কোন ভাবে হারিয়ে গিয়ে তার অর্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বাড়ী বা গন্তব্যস্থলে যাবার মত পাথেয় তার কাছে নেই, এমন লোককে মুসাফির বলা হয়। তার গন্তব্যে পৌছার ব্যবস্থা এই মাল থেকে করতে হবে। ঋণগ্রস্ত বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে কারো নিকট টাকা নিয়ে ব্যবসা করছিল (একে বায়'য়ে মুযারাবাহ বলা হয়) হঠাৎ করে চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারী তার মাল নিয়ে গেছে, অথবা নৌকা ডুবে বা আগুনে পুড়ে অথবা অন্য কোন ভাবে পুঁজি নষ্ট হয়ে গেছে, এমন ব্যক্তিকে ঋণগ্রস্ত বলা হয়। ঐ মহাজনের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল মাল হ'তে তাকে সাহায্য করা যাবে। কেউ বাড়ী, গাড়ী বা জমি ক্রয় বা বিয়ে-শাদী করার জন্য ঋণ করে থাকলে তা এর আওতায় পড়বে না।

৪নং এ বর্ণিত বিষয়টি হ'ল, কোন অমুসলিম যদি ইসলামের আদর্শ দেখে আকৃষ্ট হয়, তাকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য যাকাতের একটা অংশ খরচ করতে হবে। ৭নং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ বলতে মূলতঃ ঐ সেনাবাহিনী বা সরকারকে বুঝান হয়েছে, যারা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা অথবা ইসলামকে রক্ষা বা ইসলামী রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করে। এর আওতায় মক্তব, মাদরাসা তৈরী ও পরিচালনা করা, ইসলামী বই-পুস্তক ছাপানো ও বিতরণ করা, ইসলাম প্রচারের জন্য আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা (১) ফক্বীর (২) মিসকীন (৩) মু'আল্লাফাতে কুলূব (৪) ঋণগ্রস্ত (৫) ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ এই ৫টি খাত বর্তমানে পাওয়া যায়। অন্যগুলি নেই।

যাকাতুল ফিৎরঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাহে রামাযান শেষে ঈদুল ফিৎরের দিনে ঈদের ছালাতের পূর্বে 'যাকাতুল ফিৎর' আদায় করা ফরয করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমান ক্রীতদাস ও আযাদ, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের উপর যাকাতুল ফিৎর এক ছা' খেজুর অথবা যব নির্ধারণ করেছেন'।[৯]

অন্য হাদীছে খাদ্যশস্যের কথা এসেছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে 'যাকাতুল ফিৎর' খাদ্যদ্রব্য থেকে এক ছা' করে দিতাম। আর তখন আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।[১০]

এখানে উল্লেখ্য যে টাকা পয়সা বা অন্য কিছু দিয়ে ফিৎরা দিলে হবে না। কেননা সে যুগেও টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সামগ্রী ছিল, তথাপি তারা খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন।

যাকাতুল ফিৎর-এর উদ্দেশ্যঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন ছায়েমকে তার পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য যোগাবার জন্য। যে ব্যক্তি তা ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করবে সেটা আল্লাহ্‌র নিকটে গ্রহণযোগ্য যাকাত হবে, আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করবে সেটা সাধারণ ছাদাক্বার মতই ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে *(আবুদাঊদ ও ইবনু মাজাহ)*।

প্রকাশ থাকে যে, যাকাতুল ফিৎর এক ছা' দিতে হবে। আধা ছা' দেয়ার কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য না দিয়ে টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু দেয়ারও কোন দলীল নেই। এমনকি ঈদের ছালাতের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর দিতে হবে, পরে দিলে তা ফেতরা হবে না; বরং সাধারণ ছাদাক্বাহ হবে।

অতএব সর্বাধিক নেকী অর্জনের এই অনন্য মাসে প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হিসাব করে যাকাত প্রদান করা। অন্যথায় আমাদেরকে মর্মান্তিক আযাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৪/১৫১ পৃঃ, হা/১৭২৩ 'যাকাত' অধ্যায় 'ফিৎরা' অনুচ্ছেদ।*

১০. *বুখারী, হা/১৫১০ 'যাকাত' অধ্যায়।*

ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা ঃ ছহীহ হাদীছ মতে ১২টি না ৬টি?

*মুযাফফর বিন মুহসিন**

ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হ'ল 'ছালাত'। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে যেভাবে তা শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই আদায় করতে হয়[১] তাই এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর মৌলিক বক্তব্য হ'ল- صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[২] বর্তমানে রাসূল (ছাঃ)-কে সরাসরি দেখে ছালাত আদায় করার সুযোগ নেই। তাই তাঁর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ সমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই আদায় করতে হবে, অন্য কারো শিখানো নিয়মে বা জাল-যঈফ ও কোন ব্যক্তির তৈরি পদ্ধতিতে আদায় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং অন্যান্য ছালাত সহ ঈদের ছালাতও রাসূলের পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল, কথিত মাযহাবী ও ব্যক্তি গোঁড়ামী এর চরম অন্তরায়। অথচ এ সমস্ত কায়েমী স্বার্থের সাথে ইসলাম তথা কুরআন-সুন্নাহর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। কুরআন-সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত আর মাযহাব ও তার নিয়ম-নীতি মানুষের সৃষ্টি। অথচ একে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই করা হয় যত মিথ্যা কৌশল, মস্তিষ্ক ও শ্রমের অপচয়। সম্প্রতি জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে মুফতী মুজাফফর আহমদ ও মুফতী আহমাদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত এবং ফতোয়া বিভাগ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া হতে প্রচারিত 'বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও ইজমা দ্বারা ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের প্রমাণ' শিরোনামে একটি চটি পুস্তক একখানা পত্রসহ আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পুস্তিকায় ঈদের ছালাতে ছয় তাকবীর প্রমাণ করার জন্য আটটি (৮) বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সেই সাথে বার (১২) তাকবীরের সমস্ত হাদীছকে বিভিন্ন কৌশলে যঈফ প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এছাড়া তাতে মাযহাবী দম্ভোক্তিই বেশী করা হয়েছে। যেমন- 'হানাফী মাজহাবের আনুমানিক শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও মাসায়েল কুরআন-হাদীসের আলোকেই রচনা করা হয়েছে'। 'হানাফী মাজহাব অন্য মাজহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীছের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল হয়ে থাকে' ইত্যাদি। 'দ্বীনি আকুল আবেদন' শীর্ষক পত্রে আক্রমণাত্মকভাবে নোংরা ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং মাযহাবী অন্ধত্ববসে ইমাম, খত্বীব, আলেমদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, 'ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষুদ্র জ্ঞানের নামধারি মৌলভীদের অনুসারী বানানোর অপচেষ্টা সফল হতে দিবেন না। নতুবা লা-মাজহাবিয়তের ফেতনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং মুসলিম জনগণ আসল ধর্ম বাদ দিয়ে নিজ নিজ পছন্দ মত ধর্ম পালন করতে আরম্ভ করবে' ইত্যাদি। মূল কথা হ'ল আমাদের বিভিন্ন লেখনীর কারণে অসংখ্য মানুষ মাযহাবী জাল ছিন্ন করে সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্লাটফরমে জমায়েত হ'তে দেখে হিংসাপরায়ণ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে ঢেল ছোড়া হয়েছে।[৩] আমরা সকল প্রকার মাযহাবী ও ব্যক্তি মতের উর্ধ্বে এ বিষয়টিরও সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে সুধী মহলের শানে তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথের সন্ধান দাতা।

ছয় তাকবীরের দাবীর অন্তরালেঃ

ছয় তাকবীর প্রমাণ করার জন্য উক্ত পুস্তিকায় যে ৮টি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তার কোনটিই মারফূ তথা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত নয়, সবই মাত্র কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈ বিদ্বান থেকে বর্ণিত। এরপরও কোন বর্ণনাতেই ছয় তাকবীর উল্লেখ নেই; বরং সম্পূর্ণ কল্পিত ব্যাখ্যা করে ছয় তাকবীর প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর মর্মে তিনটি বর্ণনা আর বাকী পাঁচটি বর্ণনা বিভিন্ন সংখ্যা বিশিষ্ট। তাছাড়া এর কোন একটি বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য নয়। সবগুলোই যঈফ, মুনকার, মুযত্বারাব, মু'যাল প্রভৃতি দোষে অভিযুক্ত। এর অধিকাংশই ইমাম ত্বাহাবীর স্বপক্ষীয় ব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ 'শারহু মা'আনিল আছার' থেকে গৃহীত। মূলতঃ ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ বা যঈফ কোন বর্ণনা নেই। এমনকি কোন ছাহাবী থেকেও ছয় তাকবীর উল্লেখিত কোন ছহীহ বর্ণনা নেই।

১২ তাকবীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ ব্যতীত অন্যান্য সকল হাদীছ গ্রন্থে ১২ তাকবীরের পক্ষে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীছ সমূহে ঈদের ছালাতের দুই রাক'আতে অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবে যাথাক্রমে ৭ ও ৫=১২ অথবা সরাসরি ১২ তাকবীর উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীছই ছহীহ। কিছু হাদীছ যঈফ থাকলেও শাওয়াহেদ হিসাবে সেগুলোও ছহীহ ও হাসান পর্যায়ের। এছাড়া অনেক ছাহাবী থেকে

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮ 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ।
২. ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮, হা/৬৩১, 'আযান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৮৩।
৩. এ বিষয়ে আলোচনা দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক 'দিশারী' কলাম, জুলাই-নভেম্বর ২০০৪ সংখ্যা।

www.ahlehadeethbd.org

একই মর্মে বহু সংখ্যক ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। যা আমরা যথাস্থানে পূর্ণাঙ্গ দলীল সহ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। এক্ষণে ছয় তাকবীরের দাবী কতটুকু বাস্তব সম্মত তা পর্যালোচনা করতে চাই।

৬ (ছয়) তাকবীরের দাবীতে পেশকৃত বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা যাচাইঃ

(১) عن سعيد بن العاص سال أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذالك كنت أكبر فى البصرة حين كنت عليهم قال أبوعائشة وأنا حاضر عند سعيد بن العاص

(১) সাঈদ ইবনুল আছ একদা আবু মূসা আল-আশ'আরী এবং হুযায়ফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে কিভাবে তাকবীর দিতেন? তখন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বললেন, জানাযার ছালাতের তাকবীরের ন্যায় নবী করীম (ছাঃ) চার তাকবীর বলতেন। তারপর হুযায়ফা বললেন, আবু মূসা ঠিক বলেছেন। অতঃপর আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, যখন আমি বছরায় ছিলাম তখন এভাবে তাকবীর দিয়ে ছালাত আদায় করতাম। আবু আয়েশা বলেন যে, এ সময় আমি সাঈদ ইবনুল আছ-এর নিকট বসা ছিলাম'।[৪]

কল্পিত ব্যাখ্যা হ'ল- প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ চার তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ চার তাকবীর।

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ থাকায় তা নিতান্তই যঈফ। এমন বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। **প্রথমতঃ** বর্ণনাটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যা এর অন্যতম ত্রুটি। কারণ রাসূল (ছাঃ) থেকে এধরণের কোন বর্ণনা নেই; বরং এটি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বক্তব্য, যা অত্যধিক প্রসিদ্ধ। এ বর্ণনা ছাড়া এই ঘটনা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বর্ণনা ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে নয়। আবু হাতেম বলেন, ولم يتابعه أحد على رفع هذا الحديث- 'এই হাদীছকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করার বিষয়টি কেউ সমর্থন করেননি'।[৫] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

৪. আবুদাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০।
৫. মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭।

قد خولف راوى هذا الحديث فى موضعين أحدهما فى رفعه والأخر فى جواب أبى موسى والمشهور فى هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك و لم يسنده إلى النبى صلى الله عليه وسلم

'এই হাদীছের রাবী দু'টি স্থানের কারণে বিরোধপূর্ণ বা অভিযুক্ত। **এক-** এই বর্ণনাকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা। **দুই-** আবু মূসার জওয়াব দেওয়া। প্রসিদ্ধ ঘটনা হ'ল- তারা এই বিষয়টি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিকট বললে তিনি উক্ত সমাধান দেন। কিন্তু ইবনু মাস'ঊদ একে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি'।[৬] আল্লামা নীমভী হানাফীও অনুরূপ কথা বলেন।[৭] আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال وليس فى هذا حديث مرفوع صحيح فى علمى 'এই হাদীছ দলীলের যোগ্য নয়। আমার জানা মতে এমর্মে কোন ছহীহ মারফূ হাদীছ নেই'।[৮]

দ্বিতীয়তঃ এর সনদে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে। (ক) একজন আবু আয়েশা। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, أبو عائشة جليس لأبى هريرة غير معروف- 'আবু হুরায়রার সহচর আবু আয়েশা অজ্ঞাত ব্যক্তি'।[৯] ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, فيه مجهول 'অপরিচিত বলে তার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে'। ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেন, لا أعرف حاله 'আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জানি না'।[১০] ইমাম ইবনু হাযম তার বিশ্ববিখ্যাত 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন, أبو عائشة مجهول لايدرى من هو ولايعرفه أحد ولاتصح عنه رواية لأحد 'আবু আয়েশা অজ্ঞাত ব্যক্তি, সে যে কে বা কেমন তা জানা যায় না, কেউই তাকে চেনে না। তার পক্ষ থেকে কারো কোন বর্ণনা ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত হয়নি'।[১১] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, إسناده ضعيف لأن أبا عائشة المذكور غير معروف كما قال الذهبى 'হাদীছটির সনদ যঈফ। কারণ উল্লিখিত আবু আয়েশা

৬. বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮-৪০৯, হা/৬১৮৩ 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়।
৭. মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।
৮. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৭১।
৯. মীযানুল ই'তিদাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩, রাবী নং ১০৩৫১।
১০. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রাইয়াহ (রিয়ায ছাপাঃ ১৯৭৩), ২/২১৫।
১১. ইমাম ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।

www.ahlehadeethbd.org

অপরিচিত। যেমনটি যাহাবীও বলেছেন'।[১২]

এছাড়া সে যে মুনকার রাবী তার বাস্তব প্রমাণ হ'ল- আবু আয়েশা আবু হুরায়রার সহচর হওয়ার পরেও তার বিরোধী বর্ণনা করেছে। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ১২ তাকবীরের পক্ষে সর্বাধিক ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। যাকে ইমাম মালেক, বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, শায়খ আলবানীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[১৩]

(খ) আরেকজন রাবী হ'ল আব্দুর রহমান ইবনু ছাবিত ইবনু ছাওবান। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন, أحاديثه مناكير لم يكن بالقوى في الحديث 'তার হাদীছগুলো ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় মুনকার। হাদীছ বর্ণনায় সে শক্তিশালী নয়'।[১৪] ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, ضعيف وقال مرة ليس بالقوى وقال مرة ليس بثقة 'সে দুর্বল। কখনো তিনি বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। আবার কখনো বলেছেন, নির্ভরযোগ্য নয়'।[১৫] ইবনু আদী বলেন, يكتب حديثه على ضعفه 'তার হাদীছ যঈফ গণ্য করেই বর্ণনা করা হয়'।[১৬] ইবনু মাঈন বলেন, সে যঈফ।[১৭] ইমাম বায়হাক্বী সুনানুল কুবরাতে এবং আল্লামা নীমভী হানাফী তার 'মা'আরেফুস সুনান' গ্রন্থে ইবনু মাঈনের উক্তি তুলে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।[১৮] উক্ত দুইজন রাবী সম্বন্ধে এ ধরনের আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে।

চতুর্থতঃ জানাযার চার তাকবীরের উপরে ঈদের তাকবীরকে ক্বিয়াস করে ভিত্তিহীনভাবে ছয় তাকবীর প্রমাণ করা হয়েছে। অথচ তার দ্বারা কখনোই ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয় না। কারণ (১) জানাযার ছালাতে রুকূও নেই রাক'আতও নেই। পক্ষান্তরে ঈদের ছালাত দুই রাক'আত ও দুই রুকূ' বিশিষ্ট। তাহ'লে জানাযার চার তাকবীরকে কিভাবে ছয় তাকবীরে পরিণত করা যায়? তাকবীর তো মাত্র চারটি। সুতরাং ক্বিয়াস করতে হ'লে ঈদের দুই রাক'আতে দুই দুই করে চার তাকবীর ধরে নিতে হবে। তাতে ছয় তাকবীর হবে না। (২) যদি দুই রাক'আতেই চার তাকবীর করে ধরা হয় তাহ'লে এর সঙ্গে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর সম্পৃক্ত হবে না। কারণ উক্ত বর্ণনায় তা উল্লেখ নেই। এভাবেও ছয় হবে না বরং আট হবে। (৩) তাছাড়া প্রথম রাক'আতে রুকূর তাকবীর বাদ দিয়ে তাকবীরে তাহরীমা সহ চার ধরা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ কেন চার ধরা হয়? এটা কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়? এভাবে উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে ছয় তাকবীর প্রমাণ করার প্রচেষ্টা কি বৃথা নয়? ইবনু হাযম (রহঃ) তাই বলেন,

ولوصح لما كان فيه للحنفيين حجة لأنه ليس فيه مايقولون من أربع تكبيرات فى الأولى بتكبيرة الإحرام وأربع فى الثانية بتكبيرة الركوع ولا أن الأولى يكبر فيها قبل القرائة وفى الثانية بعد القرائة بل ظاهره أربع فى كلتا الركعتين فى الصلاة كلها كما فى صلاة الجنازة

'উক্ত হাদীছ যদি ছহীহও হয় তবুও সেখানে হানাফীদের জন্য কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে চার আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ চার তাকবীর মর্মে যে কথা তারা বলে থাকে তা তো জানাযার ছালাতে নেই। এছাড়া এটাও নেই যে, প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে আর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে। বরং এর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল- (তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর দুই তাকবীর ছাড়াই) ঈদের ছালাতের দুই রাক'আতেই চার চার করে তাকবীর দিতে হবে যেমন জানাযার ছালাতে দেয়া হয়'।[১৯] আল্লামা শাওকানীও অনুরূপ বলেছেন।[২০] তাছাড়া ঈদের ছালাত ও তার তাকবীরের ব্যাপারে স্বতন্ত্র অনেক ছহীহ হাদীছ থাকতে একটি পৃথক ছালাতকে ভিত্তিহীন বর্ণনার মাধ্যমে জানাযার উপর ক্বিয়াস করা স্বার্থসিদ্ধি বৈ কি? মূলকথা কোনভাবেই এর দ্বারা ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয় না।

অনুধাবনযোগ্য যে, বিভিন্ন ত্রুটিতে ভরপুর এমন বর্ণনা কিভাবে দলীলযোগ্য হ'তে পারে? অথচ নির্দিষ্ট তাকবীরের ব্যাপারে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বহু সংখ্যক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তাছাড়া এই বর্ণনাতে তো ৬ তাকবীরের কথা উল্লেখ নেই।

(২) ان القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثنى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا

---

১২. আলবানী, মিশকাত হা/১৪৪৩-এর টীকা দ্রঃ নং-৪; উল্লেখ্য, ইরওয়াউল গালীলেও তিনি এ সংক্রান্ত কোন বর্ণনা আলোচনায় আনেননি। কিন্তু আবুদাউদের তাহক্বীক্বে হাসান ছহীহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে তা সন্দেহ মুক্ত নয়।

১৩. আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭; মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১০৮-১০৯; বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৬, হা/৬১৭৯; নাছবুর রাইয়াহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮; তালখীছুল হাবীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।

১৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-১৩৮; মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।

১৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

১৬. মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।

১৭. বিস্তারিত দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।

১৮. বায়হাক্বী, ৩/৪০৯; মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

১৯. আল-মুহাল্লা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।

২০. নায়লুল আওত্বার, ৩/২৯৯।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال لاتنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه-

(২) ক্বাসেম আবু আব্দুর রহমান বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী হাদীছ শুনিয়েছেন যে, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে চার চার করে তাকবীর দিয়ে ঈদের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, ইহা জানাযার তাকবীরের ন্যায়, তোমরা ইহাকে ভুলনা। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ রেখে অন্যান্য আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।[২১]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ উক্ত বর্ণনাটি শুধু ইমাম ত্বাহাবী উল্লেখ করেছেন, অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে এটা পাওয়া যায় না। মাযহাবী প্রতিক্রিয়ায় স্বপক্ষীয়ভাবে ত্বাহাবী সহ আরো কেউ বর্ণনাটিকে হাসান বলতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং বিভিন্ন ত্রুটির কারণে তা নিতান্তই যঈফ, যা একেবারেই দলীলের অযোগ্য। এর সনদে দুইজন অভিযুক্ত রাবী আছে। (ক) ওয়াযীন বিন আত্বা নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। ইবনু সা'দ বলেন, كان ضعيفا في الحديث 'সে হাদীছ বর্ণনায় যঈফ'। ইবনু ক্বানে' বলেন, ضعيف 'সে যঈফ'।[২২] ইমাম জাওযজানী বলেন, واهى الحديث 'হাদীছ বর্ণনায় সে অত্যন্ত দুর্বল'।[২৩] এটি সে এককভাবে বর্ণনা করেছে আর কেউ বর্ণনা করেনি। ছাহেবে মির'আত তাই বলেন, واهي الحديث سيئ الحفظ وقد تفرد به- 'সে হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল, স্মৃতি শক্তিতে খুবই খারাপ। তাছাড়া সে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছে'।[২৪] ইবনু হাজার আসক্বালানীও তার সম্পর্কে স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল বলে অভিযোগ করেছেন।[২৫] অনেক ক্ষেত্রে সে যে ছহীহ হাদীছের বিপরীত বর্ণনা করেছে তা প্রমাণ করেই ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাকে মুনকার বলে চূড়ান্ত মন্তব্য করেছেন।[২৬] উল্লেখ্য, কেউ কেউ **'তার সমস্যা নেই' বলে নরম ভাষায় মন্তব্য করলেও উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এমন রাবীর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।**

(খ) ক্বাসেম ইবনু আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান শামী নামক রাবীও যঈফ। আজলী (রহঃ) বলেন, ليس بالقوى 'সে শক্তিশালী নয়'।[২৭] ইয়াকুব ইবনু শায়বাহ বলেন, منهم من يضعفه 'যাদেরকে যঈফ সাব্যস্ত করা হয় সে তাদের মধ্যে একজন'।[২৮] ইবনু হাজার (রহঃ) সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছই তাকে 'অজ্ঞাত' বলে অভিযোগ দিয়েছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ, আবু হাতেম, ইবনু মাঈন প্রভৃতি তার বর্ণিত হাদীছ সমূহকে ছহীহ হাদীছের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গিলাবী বলেন, منكر الحديث 'সে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী'। উপরোক্ত বিভিন্ন ত্রুটির কারণে ইবনু হিব্বানের উক্তি তুলে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) চূড়ান্ত মন্তব্য করে বলেন, قلت قال ابن حبان كان يروى عن الصحابة المعضلات 'আমার বক্তব্য হ'ল- ইবনু হিব্বান বলেছেন, ছাহাবীদের থেকে সে বিভ্রান্তিকর বর্ণনা করে'।[২৯]

দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণনাটিও মরফূ নয়। প্রথমোক্ত বর্ণনার ন্যায় এটিও ত্রুটিপূর্ণভাবে আব্দুর রহমান শামী থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাঈন বলেন, তার থেকে অনেকে হাদীছ বর্ণনা করলেও কেউই তা রাসূল পর্যন্ত নিয়ে যাননি (لا يعرفونها)।[৩০] কারণ পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর' এ মর্মে কোন মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। **তৃতীয়তঃ** এ ধরণের বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই বলেই হাদীছের ইমামগণের মধ্যে কেউ তা বর্ণনা করেননি অথবা তাঁদের কারো কাছেই এটি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চতুর্থতঃ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত সকল ছহীহ হাদীছের বিরোধী। অতএব ছহীহ হাদীছের বিপরীতে এমন ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এরপরও এতে ৬ তাকবীর প্রমাণিত হয়নি।

(৩) عن إبراهيم النخعى قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون فى التكبير على الجنائز لاتشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعًا- واخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسًا واخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعًا الا سمعته فاختلفوا في ذالك فكانوا علي ذالك حتى قبض أبوبكر فلما ولى عمر ورأى

২১. ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০ 'অতিরিক্ত বিষয় সমূহ' অধ্যায়, 'দুই ঈদের তাকবীর' অনুচ্ছেদ।
২২. তাহযীবুত তাহযীব, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, রাবী নং ৭৭২৯।
২৩. মীযানুল ই'তিদাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪, রাবী নং ৭৩৫২।
২৪. মির'আত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫০।
২৫. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৫৮১, রাবী নং ৭৪০৮।
২৬. তাহযীবুত তাহযীব ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

২৭. তাহযীবুত তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।
২৮. মীযানুল ই'তিদাল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩, রাবী নং ৬৮০৭।
২৯. দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।
৩০. তাহযীবুত তাহযীব ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।

www.ahlehadeethbd.org

اختلاف الناس فى ذالك شق ذالك عليه جدًا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم مارأيت ياأمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر بل أشيروا أنتم علي- فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير فى الأضحى والفطر أربع تكبيرات فاجمع أمرهم على ذالك-

(৩) ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন লোকেরা জানাযার ছালাতের তাকবীরের ব্যাপারে মতবিরোধ করছিল। (এমন হয়েছিল যে) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি যেন শুনতে পাচ্ছ কেউ বলছে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাত তাকবীর বলতে শুনেছি। কেউ বলছে, পাঁচ তাকবীর বলতে শুনেছি। কেউ বলছে, আমি চার তাকবীর বলতে শুনেছি। এভাবেই তুমি যেন তাদের মতানৈক্যের কথা শুনছ। লোকেরা এই মতভেদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু হ'ল। অতঃপর যখন ওমর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন তখন এ সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখে তিনি বড় দুঃখিত হ'লেন। তারপর তিনি কতিপয় ছাহাবীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী, তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতানৈক্য কর, তবে তোমাদের পরবর্তীগণও মতানৈক্য করবে। আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাক, তাহ'লে তোমাদের পরবর্তীগণও তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এ সম্পর্কে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কর। এভাবে ওমর (রাঃ) যেন তাদেরকে ঘুম থেকে জাগালেন। ফলে তারা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিন। তার উত্তরে তিনি বললেন, বরং তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। কেননা আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। অতঃপর তারা পরস্পর পরামর্শ করে এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করলেন যে, জানাযার তাকবীর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার তাকবীরের মত চার তাকবীরে হবে। এভাবে তাদের মাঝে ইজমা হয়ে গেল।[৩১]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ উক্ত বর্ণনাটিও কেবল ইমাম ত্বাহাবী বর্ণনা করেছেন, অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে স্থান পায়নি। এটা যে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এটি একটি কাহিনী মাত্র। একে দলীল হিসাবে পেশ করাই অন্যায়। তাছাড়া ইবরাহীম নাখঈর সাথে ওমর (রাঃ)-এর কোনদিনই সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি কিভাবে ওমর (রাঃ) সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন? ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, إنه لم يلحق أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- 'তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্য হ'তে কারোরই সাক্ষাৎ পাননি'। আবু হাতিম বলেন, لم يلحق أحدا من الصحابة إلا عائشة و لم يسمع منها وأدرك أنسا و لم يسمع منه- 'তিনি আয়েশা (রাঃ) ছাড়া ছাহাবীদের কারো সাথেই সাক্ষাৎ পাননি, তবে তাঁর থেকে তিনি কিছুই শুনেননি। এছাড়া তিনি আনাসকেও পেয়েছেন কিন্তু তার থেকেও কিছু শুনেননি'।[৩২]

অতএব এই কাহিনী নিঃসন্দেহে মিথ্যা। কথিত ইজমা প্রমাণ করার জন্যই এই মিথ্যা কাহিনী রচনা করা হয়েছে। এছাড়া পূর্বের দু'টি বর্ণনাতে বলা হয়েছে, জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর হবে। আর এই কাহিনীতে বলা হ'ল- ঈদের তাকবীরের ন্যায় জানাযার তাকবীর হবে। প্রকাশ্য বিরোধী বক্তব্য। এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হ'ল যে, তদের জানাযার তাকবীরও জঞ্জালপূর্ণ। ঈদের তাকবীরও বিতর্কিত জানাযার তাকবীরও বিতর্কিত। তাহ'লে কাকে কাকে কার উপর ক্বিয়াস করবে? একেই বলে ত্বাহাবীর বর্ণনা।

সুতরাং উক্ত বর্ণনা যেমন উদ্ভট ও বানাওয়াট তেমনি ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইজমা হওয়ার রচিত কাহিনীও ডাহা মিথ্যা। কারণ ওমর (রাঃ)-এর সময় তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত হিজাজ তথা মক্কা মদীনায় ১২ তাকবীর ছাড়া অন্য কোন প্রকার আমলের অস্তিত্ব নেই। এই জঞ্জাল তো কেবল কূফা ও বছরার সীমাবদ্ধ ছিল। এরপরও এর দ্বারা ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয়নি। রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ হাদীছ থাকতে এ সমস্ত কল্পিত কাহিনী কি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে? এজন্যই ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, فالحكاية منقطعة موقوفة لا يجوز الاحتجاج بها لا سيما- 'সুতরাং এই বিচ্ছিন্ন কাহিনী দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয হ'তে পারে না'।[৩৩]

(৪) عن عبد الله بن الحارث أنه صلى خلف ابن عباس فى العيد فكبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع ثم قام فى الثانية فقرأ ثم كبر ثلثا ثم كبر فركع-

৩১. *ত্বাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ 'জানাযার তাকবীর' অনুচ্ছেদ।*

৩২. *মির'আত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১।*

৩৩. *মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭।*

www.ahlehadeethbd.org

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) -এর পিছনে ঈদের ছালাত আদায় করেন। তখন তিনি প্রথম রাক'আতে চার তাকবীর বলার পর ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বলে রুকূ' করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে ক্বিরাআত পড়লেন এবং তিন তাকবীর বললেন, তারপর আবার তাকবীর বলে রুকূ' করলেন।[৩৪]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখানে একজন ছাহাবীর আমল বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র, যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ও বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী। এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া উক্ত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আরো কয়েক রকম বর্ণনা রয়েছে। যেমন- ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীর।[৩৫] তবে এর মধ্যে ১২ তাকবীর বা তাকবীরে তাহরীমা সহ ১৩ তাকবীরের বর্ণনাই সবচেয়ে বেশী। যেমন- বায়হাক্বীতে দু'টি আছার বর্ণিত হয়েছে দু'টিই ১২ তাকবীরের, ৯ তাকবীরের কোন বর্ণনা নেই।[৩৬] ইবনু আবী শায়বাতে ৫টি, আলোচ্য বর্ণনাটি ছাড়া বাকী ৪টিই ১২ বা ১৩ তাকবীরের পক্ষে।[৩৭] এবং ত্বাহাবীতে ৪টি এসেছে, যার দু'টি ১২ তাকবীরের পক্ষে আর দু'টি ৯ তাকবীরের পক্ষে *(ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১)*। আর ১২ বা ১৩ তাকবীরের বর্ণনাকেই মুহাদ্দিছগণ সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন (والرواية الأولى أصح عندى لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له)[৩৮] যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের সাথে সুন্দর মিল রয়েছে। তাছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার সবই ১২ বা ১৩ তাকবীরের।[৩৯] এক্ষণে ইবনু আব্বাস বর্ণিত ১২ বা ১৩ তাকবীরের হাদীছ সমূহই যে সঠিক ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

(٥) عن أنس بن مالك أنه قال تسع تكبيرات خمس فى الأولى وأربع فى الأخرة مع تكبيرة الصلوة-

(৫) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ নয় তাকবীর। প্রথমে পাঁচ আর দ্বিতীয় রাক'আতে চার।[৪০]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ এখানেও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ এটিও একজন ছাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছার মাত্র। সেই সাথে এরও ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। এর সনদে আশ'আছ অর্থাৎ ইবনু সাওর নামক ব্যক্তি যঈফ।[৪১] তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহেরও সরাসরি বিরোধী।

(٦) عن الحسن قال تسع تكبيرات خمس فى الأولى وأربع فى الأخرة مع تكبيرة الصلوة-

(৬) হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ নয় তাকবীর। প্রথমে পাঁচ আর দ্বিতীয় রাক'আতে চার।[৪২]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ এটি একজন তাবেঈ বিদ্বানের মন্তব্য মাত্র। এরও ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ছহীহ হাদীছের মুকাবেলায় এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

(٧) قال ابن حزم (عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل) قال كبر ابن عباس يوم العيد فى الركعة الأولى أربع تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع-

(৭) ইবনু হাযম বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে চার তাকবীর দিয়ে ক্বিরাআত আরম্ভ করলেন, তারপর রুকূ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর রুকূর তাকবীর ছাড়া তিনবার তাকবীর বললেন।[৪৩]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ উপরোক্ত ৪নং বর্ণনা আর এই বর্ণনা একই। সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই ইবনু হাযম-এর নামে এটি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। এটা সরলপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল। তাছাড়া ইবনু হাযম তো কোন হাদীছ বর্ণনাকারী নন।

(٨) عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود (بن يزيد) أن ابن مسعود كان يكبر فى العيدين تسعًا (تسعا)، أربعا قبل القراة ثم يكبر (كبر) فيركع (ركع) وفى الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع-

(৮) আলক্বামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনু মাস'উদ (রাঃ) দুই ঈদের ছালাতে নয় তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর, অতঃপর

৩৪. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১।*
৩৫. *দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১-১১২।*
৩৬. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮০।*
৩৭. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯ ও ৮১।*
৩৮. *ইরওয়া ৩/১১২।*
৩৯. *ত্বাবরানী কবীর, ১০/২৯৪; নায়লুল আওত্বার, ৩/২৯৮।*
৪০. *ত্বাহাবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০২।*
৪১. *আওনুল মা'বূদ, ৪/৮।*
৪২. *ত্বাহাবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০২।*
৪৩. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০; ই'লাউস সুনান (হাশিয়া) ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*

তাকবীর বলে রুকূ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথমে ক্বিরাআত পড়তেন, তারপর চার তাকবীর বলে রুকূ করতেন।[৪৪]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণঃ উক্ত বর্ণনার মতনে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। মূল গ্রন্থে এমনটি নেই, যা শুদ্ধির জন্য বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে। বর্ণনাটি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিজস্ব আমল হিসাবে তাঁর নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছারগুলো পরস্পর বিরোধী। যেমন- কখনো এসেছে জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর, যা প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কখনো এসেছে ৮ তাকবীর।[৪৫] কখনো এসেছে তিন তাকবীর, আবার কখনো এসেছে নয় তাকবীর।[৪৬] মূলতঃ বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ায় 'মুযত্বারাব' হিসাবে যঈফ। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ও বক্তব্যের পরিষ্কার বিরোধী হওয়ায় মুনকার হিসাবে যঈফ। অতএব তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ইমাম বায়হাক্বী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বর্ণনাগুলো সম্পর্কে বলেন, وهذا رأى من جهة عبد الله رضى الله عنه والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع 'এটা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। সুতরাং সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের প্রতি আমল করাই সর্বোত্তম, যার উপর মুসলমানদের আমল চালু আছে'।[৪৭]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ছাহাবী, তাবেঈ ও বিশেষ ব্যক্তি থেকে তারা আরো কতিপয় ভিত্তিহীন বর্ণনা উপস্থাপন করে থাকে। সেগুলো থেকেও সাবধান থাকতে হবে। মূলতঃ এ সমস্ত বর্ণনা থাকা আর না থাকা একই সমান (إن وجوده وعدمه سواء)।

তাদের পেশকৃত বর্ণনাগুলোর মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলের কারণঃ

চার তাকবীর ও নয় তাকবীরের আমল মূলতঃ কূফা ও বছরা কেন্দ্রীক। অন্য কোথাও চালু ছিল না। আর ঐ অঞ্চল সমূহে যে সমস্ত ছাহাবী সফর করেছেন বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নামে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সেকারণ বর্ণনাগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত ছাহাবী আদৌ রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধী আমল করতেন কি-না তার নিশ্চয়তা দিবে কে? যেমন- ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস, হুযায়ফা, আবু মূসা আল-আশ'আরী এবং আনাস (রাঃ) প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে কূফা ও বছরাতে সফর করেছেন বা গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৪৮] আর হাসান বছরী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আবু হানীফা তো সেখানকারই বাসীন্দা। বিশেষ করে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নাম দিয়ে বর্ণনা করার অন্যতম কারণ হ'ল- তিনি সেখানে কিছুদিন ক্বাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন প্রথম বর্ণনাতে বছরার আমলের কথা এসেছে। ইমাম তিরমিযী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত তাঁর মত উল্লেখ করে বলেন, وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثورى 'আর এটাই কূফাবাসীর বক্তব্য বা মত এবং সুফিয়ান ছাওরীরও একই মত'।[৪৯] মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ[৫০] ও মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক[৫১] থেকেও অনুরূপ কূফা ও বছরা কেন্দ্রীক বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম ত্বাহাবী ও তাঁর শারহু মা'আনিল আছার সম্পর্কে কিছু কথাঃ

হাদীছের ইমামগণের কেউই প্রচলিত কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না; বরং তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতেন এবং তারই ভিত্তিতে ফায়ছালা দিতেন। মূলত তাঁরা ছিলেন প্রকৃত মুজতাহিদ। কিন্তু ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন পরিচিত ফক্বীহ ও প্রকৃত সমর্থক ছিলেন। শাফেঈ মাযহাবে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি তার মামার উপর রাগান্বিত হয়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।[৫২] ফলে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শারহু মা'আনিল আছারে' তার মাযহাবী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটি তার হাদীছ বা আছার সমূহের সংকলন গ্রন্থ হ'লেও মূলতঃ তা ব্যাখ্যা গ্রন্থ। কারণ তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে মাসআলা সাব্যস্ত করেছেন এবং যেকোনভাবে নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য তিনি এমন কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যা অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কোন মুহাদ্দিছ তা গ্রহণ করেননি, বর্ণনাও করেননি। সেই সাথে অধিকাংশ মাসআলায় তিনি ক্বিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োগ করেছেন এবং ভিত্তিহীন যত্রতত্র ইজমার দাবী তুলেছেন। এ কারণে হানাফী মাযহাবের মূল গ্রন্থ বলে জনশ্রুতি থাকলেও মুহাদ্দিছগণের নিকট তা সমাদৃত হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য বলেও বিবেচিত হয়নি। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) *(৬৬১-৭২৮হিঃ)*-এর বক্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার বুঝা যায়,

৪৪. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৩, হা/৫৬৮৬; ই'লাউস সুনান ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮, হা/২১৩০।*
৪৫. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯।*
৪৬. *ত্বাহাবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১।*
৪৭. *বায়হাক্বী, ৩/৪১০, হা/৬১৮৫।*
৪৮. *দ্রঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৬৯, ৮/৩০২, ৯/৯৪; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ১/৮৩, ১৬৫, ২৮০ ও ২৮৯।*
৪৯. *তিরমিযী, পৃঃ ১১৯।*
৫০. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*
৫১. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩/২৯৪, হা/৫৬৮৭।*
৫২. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১১/১৮৬।*

www.ahlehadeethbd.org

ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم ولهذا روى في شرح معانى الآثار الأحاديث المختلفة وإنما يرجح مايرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذى راه حجة ويكون أكثره مجروحا من جهة الإسناد ولايثبت فإنه لم يكن له معرفة بالإسناد كمعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالما به-

'মুহাদ্দিছগণের সনদ বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতার ন্যায় ইমাম ত্বাহাবীর মধ্যে হাদীছের নির্ভরযোগ্যতা যাচায়ের অভ্যাস ছিল না। আর সেকারণ তিনি তার 'শারহু মা'আনিল আছারের' মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ তিনি তাতে সে সমস্ত বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যেগুলো ক্বিয়াসের সংস্পর্শে প্রাধান্যযোগ্য, যাকে তিনি দলীল মনে করেছেন। অথচ সেগুলোর অধিকাংশই সনদগত ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ক্ষত-বিক্ষত। যার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। মূলতঃ মুহাদ্দিছগণের সূক্ষ্ম জ্ঞানের ন্যায় তার সনদগত জ্ঞান ছিল না । যদিও তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনাকারী ফক্বীহ আলেম ছিলেন'।[৫৩]

অতএব সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ বুখারী-মুসলিম, কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জীন স্বার্থে কেবল ত্বাহাবীকে প্রাধান্য দেওয়া মোটেও উচিত নয়। যেমনটি ঈদের ছালাতের তাকবীরের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এছাড়া শরী'আতের কোন মাসআলা পেশ করে কুরআন ও হাদীছের সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স না দিয়ে কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রচিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা মহা অন্যায়। এটা সাধারণ জনগণের সাথে মিথ্যা প্রতারণা মাত্র। পাঠক সমাজকে অবশ্যই এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অকাট্য দলীলের আলোকে ১২ তাকবীরের প্রমাণঃ

ছয় তাকবীরের দাবী যে আসলেই ভিত্তিহীন আশা করি তা সচেতন মহলের নিকটে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়েছে। এক্ষণে তারা যে কেবল মাযহাবী যিদবশতঃ এবং কিং[illegible] হয়েই ১২ তাকবীরের ছহীহ হাদীছ সমূহকে নানাভাবে যঈফ বলার অপচেষ্টা চালিয়েছেন এবং মহা সত্যকে অস্বীকার করেছেন তা আমরা তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

(১) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة فى الأولى سبعا وفى الأخيرة خمسا سوى تكبيرة الإحرام وفى رواية سوى تكبيرة الصلاة-

(১) 'আমর ইবনু শু'আইব তার পিতা হ'তে তিনি তার দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই তিনি প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন । অন্য হাদীছে এসেছে 'ছালাতের তাকবীর' ছাড়া'।

হাদীছটি দারাকুৎনীতে পৃথক পৃথক তিনটি সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৫৪] বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরাতে দু'টি,[৫৫] আবুদাঊদে দু'টি,[৫৬] ইবনু মাজাতে একটি,[৫৭] মুসনাদে আহমাদে একটি,[৫৮] মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে একটি[৫৯] মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে আকটি,[৬০] এবং ত্বাহাবীতে একটি।[৬১] এছাড়াও ফিরইয়াবী[৬২] এবং ইবনুল জারূদের মুনতাক্বায়[৬৩] সহ ১০-এর অধিক হাদীছ গ্রন্থে ১৫টিরও বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যার সবগুলোই ছহীহ।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটি অকাট্যভাবে ছহীহ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, صححه أحمد وعلى والبخارى 'হাদীছটিকে ইমাম আহমাদ, আলী (ইবনুল মাদীনী, যিনি ইমাম বুখারীর শিক্ষক) এবং ইমাম বুখারী ছহীহ বলেছেন'।[৬৪] ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্যত্র বলেন, إِنَّهُ حديث صحيح 'নিশ্চয়ই হাদীছটি ছহীহ'। ইমাম তিরমিযী, বায়হাক্বী, নববী, শাওকানীরও একই বক্তব্য।[৬৫] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) উক্ত হাদীছটি তার 'মুসনাদে' উল্লেখ করে বলেন, وأنا أذهب إلى هذا

৫৩. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ; দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/৫১।*

৫৪. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬, হা/১৭১২, ১৭১৩ ও ১৭১৪।*
৫৫. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩-৪০৪, হা/৬১৭১ ও ৬১৭২।*
৫৬. *আবুদাঊদ, পৃঃ ১৬৩, হা/১১৫১ ও ১১৫২।*
৫৭. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/১০৬৩।*
৫৮. *মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০, হা/৬৬৮৮।*
৫৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*
৬০. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২, হা/৫৬৭৭।*
৬১. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮।*
৬২. *ফিরইয়াবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।*
৬৩. *মুনতাক্বা, পৃঃ ১১৩, হা/২৬২।*
৬৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০০, হা/৬৯১।*
৬৫. *ইমাম নববী, আল-খুলাছাহ; ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭-৯৮।*

www.ahlehadeethbd.org

'আমিও এর প্রতি আমল করি'।[৬৬] হাফেয ইরাক্বী বলেন, إِسْنَادُهُ صَالِح 'এই হাদীছের সনদ উত্তম'।[৬৭]

তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'আল-আরফুশ শাযী' প্রণেতা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, أخرجه أبوداؤد بسند قوى صححه البخارى 'ইমাম আবুদাউদ শক্তিশালী সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যাকে ইমাম বুখারী ছহীহ বলেছেন'।[৬৮] তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী গ্রন্থকার বলেন, وهو حديث مرفوع حقيقة وهو حديث صحيح صالح للاحتجاج 'এটি প্রকৃত মারফূ হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছ। দলীল গ্রহণের জন্য যথপোযুক্ত'।[৬৯] ছাহেবে মির'আত বলেন, هذا حديث صحيح أو حسن صالح للاحتجاج 'এই হাদীছটি ছহীহ অথবা হাসান, দলীলের জন্য উপযুক্ত'।[৭০]

মুসনাদে আহমাদের টীকাকার মুহাম্মাদ আহমাদ শাকের বলেন, إسناده صحيح 'হাদীছটির সনদ ছহীহ'।[৭১] বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের প্রত্যেক সনদকেই ছহীহ বলেছেন।[৭২]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফী নামক রাবী আছেন। যাকে দু'একজন কখনো দুর্বল আবার কখনো শক্তিশালী বলেছেন। আর এই অনুল্লেখযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মন্তব্যের কারণে মাযহাবী সংকীর্ণতায় এই অকাট্য ছহীহ হাদীছকে তারা যঈফ বলার দুঃসাহস করেছেন। জগতশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য মোটেও তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ উক্ত রাবীর ব্যাপারেও মুহাদ্দিছগণ বলিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى هذا الباب هو صحيح

'এ বিষয়ে আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) থেকে আব্দুর রহমান আত্ব-ত্বায়েফীর বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ'।[৭৩] ইমাম যাহাবী তাকে শক্তিশালী সাব্যস্ত করে বলেছেন, ذكره ابن حبان فى الثقات 'ইবনু হিব্বান একে শক্তিশালী রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন'। তিনি ইবনু আদীর মন্তব্য উল্লেখ্য করে বলেন, أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب وهى مستقيمة 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত ত্বায়েফীর সমস্ত হাদীছই সুদৃঢ়'।[৭৪] এছাড়াও ইমাম মুসলিম ত্বায়েফীর হাদীছকে ছহীহ মুসলিমেও স্থান দিয়েছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, له فى مسلم حديث واحد 'মুসলিমে তাঁর একটি হাদীছ রয়েছে'।[৭৫]

মূলকথা এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যে উক্ত হাদীছটিই সর্বাধিক ছহীহ। ছাহেব তুহফা বলেন, إن الظاهر أن حديث عبد الله عمر أصح شيئ فى هذا الباب 'স্পষ্ট বক্তব্য ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীছটি সর্বাধিক ছহীহ'।[৭৬]

অতএব উক্ত হাদীছটি সর্বসম্মতিক্রমে অকাট্যভাবে ছহীহ। এরপরও কেউ যদি স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর বিপরীত মন্তব্য করে তাহ'লে কুরআন-সুন্নাহর কোন নিরপেক্ষ অনুসারীর জন্য কিছুই যায় আসে না। তাই ছাহেবে মির'আত পরিষ্কার বলে দিয়েছেন,

ولم يكن حاجة إلى ذكر كلامهم ثم إلى الرد عليهم بعد ما صححه أئمة هذا الشأن الجهابذة النقاد أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى و البخارى واحتج به الأئمة المجتهدون-

'এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী সহ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের ন্যায় রিজাল শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাকে ছহীহ সাব্যস্ত করার পর বিরোধীদের বক্তব্য উল্লেখ করা এবং তা খণ্ডন করার কোনই প্রয়োজন নেই'।[৭৭]

---

৬৬. মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০, হা/৬৬৮৮।
৬৭. নায়লুল আওত্বার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।
৬৮. আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী, পৃঃ ১১৭।
৬৯. তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত ছাপাঃ ১৯৯০), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮ হা/৫৩৪-এ আলোচনা।
৭০. মির'আতুল মাফাতীহ (বেনারস ছাপাঃ ১৯৭৪), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭, হা/১৪৫০-এর ব্যাখ্যা।
৭১. মুসনাদে আহমাদ, ১০/১৬৫, হা/৬৬৮৮।
৭২. দ্রঃ ছহীহ আবুদাউদ তাহক্বীক্বঃ আলবানী, হা/১১৫১ ও ১১৫২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৬৩; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮-১০৯, হা/৬৩৯।

৭৩. বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৪ হা/৬১৭৩।
৭৪. মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২।
৭৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।
৭৬. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৬৭।
৭৭. মির'আত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলামী অভিবাদন সালামঃ ফযীলত ও পদ্ধতি

*আখতারুল আমান**

সালাম এমন একটি প্রাচীন সুন্নাত, যা আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে শুরু হয়েছে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে। এটি জান্নাতবাসীদের শুভেচ্ছা বিনিময় পদ্ধতি, নবী-রাসূলগণের সুন্নাত, মুত্তাক্বীদের স্বভাবগত গুণ এবং খাঁটি মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইদানীং একজন মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছে অথচ তাকে সালাম প্রদান করছে না। অনেকে আবার পরিচিত ব্যক্তিকেই শুধু সালাম প্রদান করে। আবার কেউ অপরিচিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সালাম পেলে আশ্চর্যান্বিত হয়। এমনকি তাদের কেউ কেউ সালাম প্রদানকারীকে মন্দ ভেবে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি আমাকে চেন'? এগুলি সবই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের পরিপন্থী। যে কারণে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। দলাদলি ও বিভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না মুমিন না হওয়া পর্যন্ত। আর তোমরা ঈমানদারও হবে না যতক্ষণ পরস্পরকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তোমাদের মধ্যে বেশী বেশী করে সালাম প্রচার ও প্রসার করবে'।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্যটি সর্বোত্তম? তদুত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি (মানুষকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকল (মুসলিম)কে সালাম প্রদান করবে'।[২]

অত্র হাদীছে মুসলমানদের মধ্যে সালাম প্রসার করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সালাম শুধু তোমার পরিচিত ও বন্ধু মহলের সাথেই খাছ বা নির্দিষ্ট নয়; বরং তা সমস্ত মুসলিমের জন্য। ছাহাবী ইবনু ওমর (রাঃ) বাজারে যাওয়ার সময় বলতেন, আমরা বাজারে যাচ্ছি সালাম প্রদানের জন্য। সুতরাং যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে তাদেরকে আমরা সালাম দিব।[৩]

মূলতঃ সালাম মুসলিম ব্যক্তির বিনয় ও অপরকে ভালবাসার দলীল স্বরূপ। হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, অহংকার, অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ইত্যাদি মন্দ গুণ থেকে তার অন্তর পরিষ্কার থাকার প্রতি এই সালাম ইঙ্গিত করে। এটি মুসলমানদের একে অপরের প্রতি ন্যায় অধিকার সমূহের অন্যতম অধিকার। এই সালামই পারস্পরিক পরিচিতি, ঐক্য-সংহতি ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি স্থাপনের ও ভালবাসা সৃষ্টি করার মাধ্যম। নেকী অর্জন ও জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ। এর প্রচার-প্রসারের মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত পুনর্জীবিতকরণ।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'পাঁচটি বস্তু একজন মুসলিম ব্যক্তির উপর অপর ভাইয়ের জন্য করা ওয়াজিব। যথাঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া (২) হাঁচি দিয়ে (আল-হামদুলিল্লাহ বললে) তার উত্তরে (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলা (৩) দাওয়াত কবুল করা (৪) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা (৫) জানাযায় উপস্থিত হওয়া (অর্থাৎ জানাযার ছালাত পড়া ও দাফনে শরীক হওয়া)।[৪]

কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মানুষ চলাচলের রাস্তায় বসা হ'তে সাবধান থাক। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ঐখানে বসে পরস্পরে আলাপ করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা যদি একান্তই বসতে চাও তাহ'লে রাস্তার হক্ব আদায় করবে। তারা বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! রাস্তার হক্ব কি? তিনি বললেন, (নিষিদ্ধ বিষয় দেখা থেকে) চক্ষু অবনমিত রাখা, (কাউকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায়ের আদেশ দেয়া ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা'।[৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, (হে পাঠক) জেনে রাখুন, সালামের চর্চা করা তথা সালাম দেওয়া সুন্নাত। তবে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। যদি সালাম প্রদানকারী একটি জামা'আত হয় তবে তাদের জন্য সালাম দেওয়া সুন্নাতে কেফায়া অর্থাৎ একজন সালাম দিলেই সকলের পক্ষ হ'তে এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ সালাম না দিলে সকলেই সুন্নাত পত্যিাগকারী বলে গণ্য হবে। আর যাকে সালাম দেয়া হ'ল সে যদি একা হয় তবে তাকেই জবাব দিতে হবে। আর যদি তারা এক জামা'আত (দল) হয়, তবে জবাব দেয়া তাদের জন্য ফরযে কেফায়া। যদি তাদের মধ্য থেকে একজন সালামের জবাব দেয় তবে গুনাহ মুক্ত হয়ে যাবে। অবশ্য উত্তম হ'ল, প্রত্যেকেই শুরুতেই সালাম দিবে এবং উপস্থিত প্রত্যেকেই সালামের জবাব দিবে।[৬]

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সঊদী আরব; দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, আল-জাহরা, কুয়েত।*

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬২৯।*
৩. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৬৪।*
৪. *মুসলিম হা/৫৬১৫।*
৫. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৪৬৪০।*
৬. *মুসলিম শরহে নববী সহ হা/৫৬১১-এর ব্যাখ্যা।*

www.ahlehadeethbd.org

সালামের পদ্ধতিঃ

সালামের সর্বনিম্ন শব্দ হ'লঃ 'আস-সালা-মু আলায়কুম' (السلام عليكم) বলা। যাকে সালাম দেয়া হচ্ছে সে একক ব্যক্তি হ'লে, তার জন্য সর্বনিম্ন শব্দ হ'ল, 'আস-সালা-মু আলায়কা' (السلام عليك) বলা। তবে এক্ষেত্রে উত্তম হ'ল, 'আস-সালা-মু আলায়কুম' বলা, যাতে এ সালাম তাকে ও তার দুই ফেরেশতাকেও শামিল করে। এর চেয়েও পূর্ণাঙ্গরূপ হ'ল, 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' (ورحمة الله) বৃদ্ধি করে বলা। অনুরূপভাবে 'ওয়া বারাকা-তুহু' (وبركاته) শব্দ বৃদ্ধি করে বলা আরো উত্তম। যদি কেউ 'সালামুন আলায়কুম' (سلام عليكم) বলে তবুও তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৭]

সালামের জবাবঃ

সালামের জবাব দেয়ার সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হ'ল, 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকা-তুহু' (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) বলা। কেউ সালামের জবাবে শুধুমাত্র 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বললেও যথেষ্ট হবে। তবে শুধু 'আলাইকুম' (عليكم) বললে তা যথেষ্ট হবে না। এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

স্তরভেদে সালামের নেকীঃ

তিনটি স্তরে সালাম বিভক্তঃ (১) সর্বোচ্চ, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম রূপ হ'ল 'আস-সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু' (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) বলা। (২) এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হ'ল- 'আস-সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলা। (৩) সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হ'ল আস-সালা-মু আলায়কুম বলা। মুসলিম ব্যক্তি সালাম অনুযায়ী সে কম বেশী ছওয়াব পাবে। হাদীছে এসেছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে আস-সালা-মু আলায়কুম বলল। তখন নবী করীম (ছাঃ) উত্তরে বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, ১০টি। এরপর অপর এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতঃ আস-সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলল। নবী করীম (ছাঃ) জবাবে বললেন, ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ, ২০টি। অতঃপর আরো একজন ব্যক্তি প্রবেশ করতঃ বলল, আস-সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু, ৩০টি।[৮] অত্র হাদীছে ১০, ২০, ৩০টি বলে নেকীর পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

সালামের কতিপয় আদবঃ

(১) পথে দু'জনের সাক্ষাৎ হ'লে সুন্নাত হ'ল আরোহী ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক ব্যক্তিকে এবং ছোট বড়কে সালাম দিবে।[৯] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আরোহী ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তিকে, চলমান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে'।[১০]

(২) সালাম দানকারী ব্যক্তির উচিত, মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তার শুভেচ্ছা বাণী যেন শুধুমাত্র সালামের মাধ্যমেই হয়। ছাবাহাল খায়ের, মারহাবা, Good morning, Good evening, Good night অথবা হ্যালো ইত্যাদি দ্বারা যেন না হয়। সালাম দিয়েই শুরু করবে। অতঃপর বৈধ স্বাগত বাণী হ'তে ইচ্ছামত যে কোন শব্দ দ্বারা স্বাগত জানাবে। তবে যেন বিধর্মীদের শাদৃশ্য না হয়।

(৩) মুসলিম ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হ'ল, সে যখন স্বীয় ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে। কারণ সালামের মাধ্যমে বরকত নাযিল হয়। যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে বলবে, 'আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালেহীন' (আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) *(ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ)*।

(৪) সালামের পুনরাবৃত্তি করা ঐ ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব, যে তার ভাই থেকে সামান্য সময়ের জন্য হ'লেও পৃথক হয়েছিল। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ স্বীয় (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি উভয়ের মধ্যে গাছ, দেওয়াল বা পাথর অন্তরায় হয় অতঃপর আবার সে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তবুও সে যেন তার ভাইকে সালাম প্রদান করে'।[১১]

(৫) পুরুষ কর্তৃক মহিলাকে সালাম দেয়া, অনুরূপভাবে মহিলা কর্তৃক পুরুষকে সালাম প্রদান করা জায়েয। সুতরাং মহিলা তার মাহরাম (বিবাহ যাদের সাথে বৈধ নয় এমন) ব্যক্তিদেরকেও সালাম দিবে এবং তাদের সালাম-এর উত্তর দেয়াও তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে পুরুষ ব্যক্তি তার মাহরাম নারীদেরকে সালাম দিবে এবং তার উপর তাদের সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। বেগানা মহিলাকেও সালাম দেওয়া যাবে এবং সে সালাম দিলে তার সালামের

৭. *মুসলিম শরহে নববী সহ হা/৫৬১১-এর ব্যাখ্যা।*

৮. *আবুদাঊদ, তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৬৪৪, হাদীছটি হাসান।*
৯. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৩৩।*
১০. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৪১৩২।*
১১. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫০।*

www.ahlehadeethbd.org

জবাব দিতে হবে। অবশ্য এ বিধান ফিৎনা থেকে নিরাপদ থাকাবস্থায় প্রযোজ্য। তাদের সাথে সালাম বিনিময়ে মুছাফাহা ও নরম ভাষায় কথাপোকথন বর্জন করতে হবে।

(৬) মানুষের মধ্যে হাত দিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে সালাম দেয়ার প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি দূরে থেকে সালাম দেয় এবং সাথে ইশারাও করে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু যাকে সালাম দেয়া হচ্ছে দূরত্বের কারণে সে তা শুনতে পায় না। এমতাবস্থায় ইশারা করা সালাম দেয়ার প্রমাণ স্বরূপ। সালামের বিকল্প নয়। এভাবে প্রত্যুত্তরও করা যায়।

(৭) উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হ'ল, সে মজলিস থেকে উঠার সময় সালাম দিবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে পৌঁছে তখন সে যেন সালাম দেয়। অতঃপর বসতে চাইলে বসবে। আর মজলিস থেকে উঠার ইচ্ছা করলেও যেন সালাম দেয়। কারণ প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা প্রাধান্য পাওয়ার হক্বদার নয়'।[১২]

(৮) সালাম দিয়ে মুছাফাহা করা (হাত মিলানো) বা মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দু'জন মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালে পরস্পরে মুছাফাহা করলে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[১৩]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে মুছাফাহা করলে তিনি (ছাঃ) স্বীয় হাত টেনে নিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজেই তার হাত টেনে না নিত। *(তিরমিযী)*।

(৯) সালামের সময় প্রফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও মৃদু হাসার প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসিটাও ছাদাক্বা'।[১৪] তিনি আরো বলেন, 'ভালো কাজের কোন কিছুকেই খাটো করে দেখ না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎকার হয়' *(মুসলিম)*।

(১০) ছোট ছেলেদের সালাম দেয়া মুস্তাহাব, যেমন নবী করীম (ছাঃ) দিতেন। এতে তাদের সামনে প্রফুল্লতা দেখানো হয়, তাদের অন্তরে বিশ্বস্ততার বীজ বপন করা হয়। তাদের অন্তরে ইসলামের শিক্ষা প্রোথিত করা হয়।

(১১) কাফেরদের প্রথমে সালাম দেয়া যাবে না। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম প্রদান করো না। আর যদি তোমরা পথিমধ্যে তাদের কারো সাক্ষাৎ পাও তবে তাকে সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য কর'।[১৫]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানরা সালাম দিলে তোমরা বলবে 'ওয়া আলায়কুম' (وعليكم) 'তোমাদের উপরেও বর্ষিত হোক'।[১৬]

অতএব হে মুসলিম ভ্রাতৃগণ! অন্তর সমূহকে পরস্পরের নিকটবর্তী করতে, আত্মাগুলিকে একত্রিত করতে, বিনিময় ও নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে নিজেদের মাঝে এই সুন্নাতটি পুনর্জীবিত করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে বেশী বেশী সালামের প্রচার-প্রসার ঘটানোর তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১২. *আবুদাঊদ, তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৬৬০*।
১৩. *আবুদাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৬৭৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ*।
১৪. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯১১, 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ*।
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫*।
১৬. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৪৬৩৮*।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহিম

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

চকপাড়া দারুল হাদীছ হাফিযিয়া সালাফিয়া মাদরাসা

পোঃ মাওনা উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ গাজীপুর।

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

বিভাগঃ হিফযুল কুরআন+আরবী+ইংলিশ মিডিয়াম

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ
- হিফযুল কুরআনের সাথে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা।
- সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাঠ দান।
- ২৪ ঘন্টা ক্যাডেট পদ্ধতিতে শিক্ষকদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।

শহরের কোলাহলমুক্ত পাকা রাস্তা সংলগ্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পাকা ভবনে বসবাস।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্বল্প খরচে বোর্ডিং এর সুব্যবস্থা।

ভর্তি ফরম বিতরণঃ ১লা নভেম্বর থেকে ২৫ই নভেম্বর পর্যন্ত।

লোকেশন/যাতায়াতঃ ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে মাওনা চৌরাস্তা নেমে গাজীপুর রোডে টেম্পু অথবা রিক্সা যোগে চকপাড়া মাদরাসা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

সভাপতি : ০১৭১-৬০৫১২৯২; সেক্রেটারী : ০১১৯০০৪০৭২৭;
শিক্ষক : ০১৭২-৮৪০৪৬৮; ০১৯৪৮০৩৭৭৬; ০১৭৪-৩৬০২৮৩।

Contents

আল-কুরআনের আলোকে দান-ছাদাক্বাঃ গুরুত্ব ও ফযীলত

*রফীক আহমাদ**

মানব জীবনের অসংখ্য মহৎ কার্যাবলীর মধ্যে দান-ছাদাক্বাহ একটি অন্যতম কাজ বা ইবাদত। পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রধানতঃ (১) ধনী ও (২) দরিদ্র এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু জন্মসূত্রে সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। তাছাড়া মহান স্রষ্টা প্রদত্ত আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই ও সমান মর্যাদার অধিকারী। তাই ধনীকে তার ধন প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একইভাবে দরিদ্রকেও তার দরিদ্রতার মোকাবেলায় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে প্রয়াসী হ'তে হবে। কেননা আল্লাহ ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সমান ভালবাসেন এবং উভয়ের প্রতিই সমান হিতাকাঙ্ক্ষী। এমতাবস্থায় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গরীবদের প্রতি যাতে পুরোপুরি সহানুভূতিশীল হয় এবং সাধ্যমত তাদেরকে দান-খয়রাত করে সেজন্য পবিত্র কুরআনে বহু আদেশ-উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন-

মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ، قُلِ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ-

'তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা অতিরিক্ত হবে তাই খরচ করবে। এমনিভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার' *(বাক্বারাহ ২১৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ط لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ط سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا-

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দিবেন' *(ত্বালাক ৭)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টি পবিত্র কুরআনে যাকাত থেকে আলাদাভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ধরনের সার্বজনীন আদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করার উপর এখানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে, যে অহি অবতীর্ণ হয় তা হ'ল,

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَاتَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ-

'লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম-অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যেকোন সৎ কাজ করনা কেন, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্র জানা রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২১৫)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলি হ'তে জানা যায় যে, মুসলমানদেরকে যখন বলা হ'ল যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ বা নিয়ম-কানূন জানতে চাই।

কি বস্তু, কি পরিমাণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করব? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে এরশাদ হ'ল, আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর না কেন, তার হকদার হচ্ছে- তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণ। কি বস্তু কি পরিমাণ ব্যয় করবে? এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, তোমরা যে সব কাজ করবে তা আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। বরং স্বীয় সামর্থানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্র নিকট তার প্রতিদান পাবে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর। তাছাড়া যাকে যে পরিমাণ সম্পদ দেয়া হয়েছে, সে সেই অনুপাতে খরচ করবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ করার আদেশ দেন না। এতে বোঝা যায় যে, নফল ছাদাক্বার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা থেকেই যথাসাধ্য ব্যয় করতে হবে। নিজের পরিবারবর্গকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হ'তে বঞ্চিত করে দান-ছাদাক্বা করার কোন বিধান নেই। উপরের আয়াতগুলিতে সুস্পষ্টভাবে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, ধনীদের জন্য যাকাত প্রদান ফরয করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ধনীদের নিজ নিজ সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক বৎসরে একবার যাকাত প্রদান করতেই হবে। আল্লাহ্র আদেশ

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কৃষ্ণচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

www.ahlehadeethbd.org

অনুযায়ী সমস্ত সম্পদ হ'তে যাকাত পৃথক করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানমত বন্টন করতে হবে। যাকাত বন্টন সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

'যাকাত হ'ল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য- এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(তওবাহ ৬০)*।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আট শ্রেণীর মানুষকে যাকাতের অর্থ সম্পদ প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ আদেশ পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। দান-খয়রাত যাকাতের ন্যায় ফরয বা বাধ্যতামূলক নয়, কেউ এ দান-খয়রাত হ'তে বিরত থাকলে বা কার্পণ্য করলে সে মুসলমানই থাকবে, কাফের হবে না। যাকাত দাতারাও তাদের প্রতি ধার্যকৃত যাকাত পরিশোধের পর, ইচ্ছা করলে তাদের অবশিষ্ট ধনসম্পদ হ'তে যথানিয়মে নফল ছাদাক্বা করতে পারে। আর যাদের উপর যাকাত ফরয নয়, অথচ সচ্ছল জীবন যাপন করে তারাও ছাদাক্বা করতে পারে। অনেক সময় অনেক অসচ্ছল ব্যক্তিও দান-খয়রাত করে থাকেন। মূলতঃ দান-খয়রাত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য খোলা মনে দান করে আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দেয় তারাই এ দলভুক্ত। যারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য কামনা করে, তারাই পরকালে বিশ্বাসী এবং আখেরাতের ভয়ে ভীত। পৃথিবীর ধন-সম্পদ এদের আকৃষ্ট করতে পারে না, এরা প্রকাশ্যে ও গোপনে অকাতরে দান-খয়রাত করে। এদের দান-খয়রাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে ছওয়াব রয়েছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ২৭৪)*।

তিনি আরো বলেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-ছাদাক্বা কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি ছাদাক্বা গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২৭১)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

'যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন' *(আলে-ইমরান ১৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা মানব সম্প্রদায়কে যে অসংখ্য হিতোপদেশ প্রেরণ করেন, দান-ছাদাক্বা তার অন্তর্ভুক্ত। উপরের আয়াতগুলিতে দিন রাত্রির যেকোন সময়ে, প্রকাশ্যে বা গোপনে দান করার প্রত্যক্ষ আদেশ পরিলক্ষিত হয়। দান-খয়রাতের মাধ্যমে দাতার কিছু গোনাহ দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দাতাকে মাফ করে দিবেন বলেও উল্লেখ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সচ্ছলতায় হোক কিংবা অভাব অনটনে হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করা আবশ্যক। কেননা অধিক সম্পদশালীর পক্ষে আনুপাতিক হারে বেশী দান করা যেমন কঠিন নয়, স্বল্প সম্পদের মালিকের পক্ষে তেমনি আনুপাতিক হারে কম ব্যয় করাও কষ্টকর নয়। এতে দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্র পথে দান করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এ সৌভাগ্য অর্জনে সেও অগ্রণী হয়। তাছাড়া এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

কিন্তু যে বস্তু দান বা ছাদাক্বা করা হবে, তা অবশ্যই ভাল হ'তে হবে। যার প্রতি দাতার মুহাব্বত থাকে। কোন অপসন্দনীয়, অপ্রিয় অপ্রয়োজন বস্তু দান করা হ'লে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মানব জাতিকে সঠিক কাজ করার জন্য সর্বদা সতর্ক করেন। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ

وَلَسْتُمْ بِأٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না। তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো! আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*।

একই প্রসঙ্গে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ-

'কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন' *(আলে ইমরান ৯২)*।

এ বিষয়ে আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২৬৫)*।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ, খাদ্য-শস্য ইত্যাদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করাকে দান-খয়রাত বা ছাদাক্বা বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা কারো ধনরত্ন বা অর্থের মুখাপেক্ষী নন। ধনীদের বিপুল ধনসম্পদ আল্লাহ্রই দান। তিনি যাকে খুশী তা দান করে থাকেন। কেউ নিজের জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা বিত্তশালী হয়েছে ধারণা করলে চরম ভুল হবে। কারণ আল্লাহ না দিলে নিজ প্রচেষ্টায় সম্পদ অর্জন করতে পারে না। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় সম্পদশালী ধনী ধীরে ধীরে দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে যায়। আবার দরিদ্র ও নিঃস্ব একইভাবে বিত্তবান বা ধনীতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর দেয়া সম্পদ হ'তে উত্তম বস্তুগুলিই দান বা ছাদাক্বা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী তারা অকাতরে দান করে আল্লাহ্র আদেশের আনুগত্য করে থাকেন। এর ফলে ধনী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক দান-খয়রাতের সূত্রপাত ঘটে।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয়কারী ব্যক্তিদের দান-ছাদাক্বা কবুল হয়। কিন্তু লোক দেখানো দাতাদের দান কবুল হয় না। কারণ তাদের দান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়, সমাজের সন্তুষ্টির জন্যই তা সাড়ম্বরে করা হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হ'ল, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন ছওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২৬৪)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا-

'আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হ'ল নিকৃষ্টতর সাথী' *(নিসা ৩৮)*।

লোক দেখানো দাতাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসন্তোষের কথা প্রকাশ করে বলেন,

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۭ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ- وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا

www.ahlehadeethbd.org

بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلاَيَأْتُوْنَ الصَّلَوٰةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَيُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ-

'আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে' *(তওবাহ ৫৩-৫৪)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় মানব জাতিকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসেন এবং তাদের নিকট হ'তে অনুরূপ ভালবাসা প্রত্যাশা করেন। এ ভালবাসার বিনিময়ে শর্ত হ'ল আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশ-নির্দেশগুলি বান্দাকে একনিষ্ঠভাবে পালন করতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ভালবাসার পথ চিরতরে উন্মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যারা লোক দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌র আদেশগুলি পালন করে বা সমাজের লোকেরা কাজগুলি করে বলে সেও করে, তাহ'লে এরূপ লোকদের ভাল কাজ গৃহীত হবে না।

সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি দুঃস্থ ব্যক্তিদেরকে দান-খয়রাত ও ছাদাক্বা করার আদেশও অনুরূপ একটি উল্লেখযোগ্য আদেশ। যারা সুনাম অর্জনের জন্য বা লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করে তাদের এ দান কবুল হয় না। কারণ এটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বা সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না। আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। তাই বান্দা যত প্রকার প্রতারণা ও চালাকিই করুক সবই তিনি বুঝেন। অনেকে দান-খয়রাত করে নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায়। এটা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই অপসন্দনীয়। মানুষ দান-খয়রাত করে আল্লাহ্‌র আদেশে ও নিজেদের মঙ্গল কামনায়, শুধু অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজনে নয়। আবার অনেক দাতা আছেন যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রচুর দান-খয়রাত করে, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে না। এরূপ লোকদের দান কখনোই কবুল হবে না। কেননা যেকোন ভাল কাজ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য বা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য হ'তে হবে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের কোন অনুদানই গৃহীত হবে না। উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা দান-খয়রাত ও ছাদাক্বা স্বচ্ছ ও পবিত্র রাখার কথা বলেছেন।

বস্তুতঃ দান-খয়রাত ও ছাদাক্বা একটি বরকতময় পূণ্যকর্ম। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রতি বিশ্ববাসীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ- اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ- قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى ط وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ-

'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। নম্র কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে দেয়া ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী, সুহিষ্ণু' *(বাক্বারাহ ২৬৩)*।

যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা, তাঁর সান্নিধ্য লাভ, তাঁর পুরস্কার ও শান্তির আশায় খালেছ হৃদয়ে দান-খয়রাত করে, তাদের দানকৃত বস্তু কোন শস্যবীজের ন্যায়। একটি শস্যদানা হ'তে যেমন একটি গাছ, সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে একশ' করে মোট সাতশ' দানার জন্ম হয় তেমনি দানকৃত বস্তুকে আল্লাহ বৃদ্ধি করেন। এটা মহান আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের একটা উদাহরণ মাত্র। দানের ঐ ফযীলত ও বরকত লাভের জন্য আমাদের দান-খয়রাত ও ছাদাক্বা হ'তে হবে স্বচ্ছ, পবিত্র, ক্রটিমুক্ত ও নিষ্কলুষ।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান-খয়রাতকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য দাতাকে তার উপকারের বা অনুগ্রহের কথা প্রচার করে বেড়াতে পবিত্র কুরআনে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে দাতার সমস্ত দান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি এ দান-খয়রাতের চেয়ে নম্র কথা বলা ও ক্ষমা প্রদর্শন করাকে উত্তম বলা হয়েছে। এজন্য প্রকৃত দান-খয়রাতে আন্তরিকতার কোন বিকল্প নেই।

দানের কতিপয় হকদার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ ج لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ-

'ছাদাক্বা ঐ সকল গরীব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে। জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা

www.ahlehadeethbd.org

তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত' *(বাক্বারাহ ২৭৩)*।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের অনেককে করেছেন বিত্তশালী। অঢেল ধন-ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের প্রাচুর্য দান করে তাদেরকে সৌভাগ্যবান করেছেন। তাদের ঐ সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। সম্বলহীন, লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল, নিঃস্ব, অসহায় আল্লাহপ্রেমিক এমন অনেক লোক আছে, যাদের কথা অনেকেই অবগত নয়। খোঁজ-খবর নিয়ে তাদেরকে দান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। এরা দারুণ কষ্টের মাঝে থাকলেও অভাবের কথা বলে বেড়ায় না বা কাকুতি-মিনতি করে যাচনাও করে না। ফলে তাদের অভাবের কথা বাহ্যতঃ তেমন বোঝা যায় না। এ আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে ঐসব লোকদেরকে খুঁজে বের করে তাদের দান করা। এতে আল্লাহ খুশি হবেন।

এ বিশ্বজগতে কোন দীন-দরিদ্র অভাবের তাড়নায় এক সন্ধ্যা অনাহারে, অর্ধাহারে থাকুক কিংবা বস্ত্রহীন, গৃহহীন অবস্থায় জীবন-যাপন করুক এটা আল্লাহ চান না। এদের সে অভাব পূরণের জন্য ধনীদের প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা অভাবগ্রস্ত, দুঃস্থ ও অনাহারীদের মাঝে বিতরণের আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এ দান-খয়রাতকে ঋণ হিসাবে গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন। জগতে ঋণ যেমন পরিশোধযোগ্য, অনুরূপ আল্লাহর পক্ষে মানুষের দান-খয়রাতও অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ-

'কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার' *(হাদীদ ১১)*।

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তাগাবুন ১৭-১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মানব জাতির সকল কর্মকাণ্ডের বিনিময় প্রদান করার ওয়াদা করেছেন। ভাল কাজের বিনিময়ে ভাল এবং মন্দ কাজের বিনিময়ে মন্দ ফল প্রদান করবেন। সমস্ত বিনিময় হবে হাশরের ময়দানে, প্রকাশ্য দরবারে। আলোচ্য দান-খয়রাত ও ছাদাক্বার বিনিময়ও দেয়া হবে একই মজলিসে। উপরের আয়াত সমূহে শুধু মানবমণ্ডলীকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দানের জন্যই দান-খয়রাতকে ঋণ বা ধার হিসাবে আখ্যায়িত করে গরীবদের মধ্যে বিতরণের জন্য আহ্বান জানান হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের মহাবিচারালয়ে তাদের এই দান-খয়রাতের লোন অবশ্যই পরিশোধ করবেন। শুধু লোন পরিশোধই নয়; বরং যে পরিমাণ দান-খয়রাত করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী দিবেন বলেও আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। ইহজগতে লাভের আশায় টাকা-পয়সা লেনদেন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইহজগতে দান-খয়রাতকে ধার হিসাবে চেয়ে, পরকালে তা প্রচুর লাভ সহ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর এই প্রতিশ্রুতি কখনই মিথ্যা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দান-খয়রাতের ফযীলত যেরূপ বর্ণনা করেছেন তেমনি কৃপণতার শাস্তিও উল্লেখ করেছেন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা কৃপণতা করবে তাদেরকে পরকালে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

কৃপণতার পরিণতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

'যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব' *(নিসা ৩৭)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ-

'যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(হাদীদ ২৪)*।

তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ- فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ১৫, ১৬)*।

যাবতীয় সৎকাজের মধ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহ্‌র বিধান সমূহের অধিকাংশই ধন-সম্পদ সম্পর্কিত আর অধিকাংশ মানুষই এই ধন-সম্পদের কারণে পাপে লিপ্ত হয়। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্য একটা মহব্বতের বস্তু। কিন্তু এ ধন-মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে কার্পণ্য করা হ'লে পরকালে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের সর্বত্রই মুক্ত হস্তে দান করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও নিজস্ব অভিসন্ধি থাকলে তা সমালোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে উপরের আয়াতগুলিতে কৃপণতা সম্পর্কে সেকাল ও একালের প্রচলিত ধারণাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আসলে কৃপণতা মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব, যা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেউ যদি এ কৃপণতায় লিপ্ত হয় এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয় বা তা করতে উৎসাহিত করে, তবে সেটা হবে আরো কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দান-খয়রাতকে সর্বদা স্মরণে রাখার জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন' *(মুনাফিকূন ১০, ১১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রূযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হ'ল প্রকৃত যালেম' *(বাক্বারাহ ২৫৪)*।

জীবদ্দশায় মানুষ ভাল ও মন্দ এই দু'ধরনের কাজ করে থাকে। অতঃপর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা অনায়াসেই বন্ধ হয়ে যায়। উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মৃত্যুর পূর্বেই সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত ও ছাদাক্বা দ্বারা পরকালীন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ আমাদেরকে যেটুকু ধন-সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে যথাসাধ্য আমাদের ব্যয় করা উচিত। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মুক্তহস্তে দান-খয়রাত করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে স্বল্প সাহারী ও ইফতারে খেজুর

*লিলবর আল-বারাদী**

ভূমিকাঃ

ছিয়াম একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত। বস্তুত বান্দার তাক্বওয়া অর্জনের জন্য ছিয়াম মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে অসীম নে'মত। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেছেন, 'ছিয়াম আমারই জন্য। আর আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব'।[১] রামাযান মাস পাপ-পঙ্কিলতা ভস্মীভূত হবার মাস। এ মাসের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র বান্দারা যদি রামাযানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করত, তাহ'লে সারা বছরই রামাযান হওয়ার আকাংখা পোষণ করত'।[২] নিম্নে কুরআন, হাদীছ ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সাহারী ও ইফতার সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

সাহারীঃ

'সাহারী' আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল, ভোর রাতের খাবার। ছুবহে ছাদেক্বের সময় ছিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহারী বলে।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা অর্জনে যেমন ছিয়ামের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি ছায়েমের ছিয়াম পালনে সাহারী ও ইফতারের গুরুত্ব রয়েছে। সাহারী না খেলে ছিয়াম পালনে যেমন বিধর্মীদের অনুসরণ করা হয়, তেমনি ছিয়াম ব্যতীত একজন মুমিনের তাক্বওয়া হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ভূলুণ্ঠিত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাহারী খাও, কারণ সাহারীতে বরকত রয়েছে'।[৩] 'ইহুদী-খৃষ্টান ও আমাদের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্যই হ'ল সাহারী'।[৪] তাছাড়া তিনি সাহারীর খাবারকে 'আল-গিযাউল মুবারক' বা 'বরকতময় প্রভাতী খাবার' বলেছেন।[৫]

সাহারী খাওয়ার সময় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাতের আযান দিলে খানা-পিনা কর, যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৬] সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে সময়ের ব্যাবধান হ'ল ৫০ আয়াত কুরআন তেলাওয়াত করার সময় পরিমাণ। অন্যত্র তিনি বলেন, 'খাদ্য বা পানপাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শুনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করার পূর্বে পাত্র রেখে না দেয়'।[৭]

সাহারীতে স্বল্প ও চর্বিযুক্ত খাবার হিতকরঃ

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ছিয়াম সাধনা শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য যেমন উপকারী, তেমনি ছায়েমের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর সাহারী খাওয়াও হিতকর। আর সাহারীতে স্বল্পাহারই স্বাস্থ্যসম্মত। স্বল্প আহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাফের সাত পাকস্থলী পূর্ণ করে খায়। আর মুমিন ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায়'।[৮]

আধুনিক বিজ্ঞান বিকাশের বহু পূর্ব থেকেই ইসলামের বিধান সাহারীতে পরিমিত আহার গ্রহণ করা। আজ প্রায় দেড় হাযার বছর পর বিজ্ঞান তার যথার্থ যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, সাহারীতে অধিক আহার গ্রহণ করলে ছায়েমের প্রস্রাবের তীব্রতা বেশী হয় এবং শরীর থেকে প্রচুর খনিজ লবণ বের হয়ে যায়। এতে করে শরীরে প্রচুর পরিমাণে পানি ও খনিজ লবণের ঘাটতি দেখা দেয় এবং স্বাস্থ্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যা ছায়েমের দেহের জন্য ক্ষতিকর। যদি সাহারীতে অধিক খাদ্য গ্রহণ করা হয়, তবে পানিশূন্যতার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই সাহারীতে অধিক আহার বিজ্ঞান সম্মত নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, সাহারীতে আঁশ জাতীয় খাদ্য (Low Digestive) পরিমাণে বেশী রাখা উচিৎ। এ খাবার দীর্ঘ আট ঘণ্টা পর্যন্ত পাকস্থলীতে থাকতে পারে। আর অধিক নরম (Hi-Digestive) খাবার পাকস্থলীতে তিন হ'তে চার ঘন্টা থাকতে পারে। তাই সাহারীতে চর্বি, শর্করার যৌগ ও আঁশ জাতীয় খাবার বেশী খাওয়া উচিত।[৯] তাছাড়া অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও বৃদ্ধি পায়। আর এই আয়তন বর্ধিত হওয়াতে শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।[১০]

বিজ্ঞান মতে, সাহারীতে আঁশ জাতীয় চর্বিযুক্ত খাবার স্বাস্থ্য সম্মত। রামাযান মাসে ছায়েমের রক্তের কোলেস্টেরল ও ইউরিক এসিডের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রামাযান ফাস্টিং রিসার্চ'-এ বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় খাবারের তালিকায় ৩০% চর্বি থাকা দরকার। কিন্তু ছিয়ামের সময় অভুক্ত থাকার কারণে রক্তের কোলেস্টেরল ও ইউরিক এসিডের আধিক্য রোধে খাবারের তালিকায় ৩৬% চর্বিযুক্ত খাবার রাখার পরামর্শ

---

* যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯, 'ছাওম' অধ্যায়।
২. ইবনু খুযায়মা, ৩/১৯১ পৃঃ।
৩. বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/১৯৮২।
৪. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩।
৫. ইবনু খুযায়মা ৩/২১৪ পৃঃ; ইবনু আবী শায়বা ৩/৯ পৃঃ।
৬. বুখারী ও মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।
৭. আবু দাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৮. মুসলিম হা/৫২১১।
৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর ২০০৪।
১০. প্রবন্ধঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা, মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪।

www.ahlehadeethbd.org

দিয়েছেন। এতে শরীরের কোলেষ্টেরল ও ইউরিক এসিড স্বাভাবিক থাকে। পাশাপাশি আমিষের বিপাকীয় প্রক্রিয়া ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। যার ফলে একজন ছায়েম কম ক্লান্তিবোধ করে। তবে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে মাছের চর্বি বেশী পরিমাণে আহারের পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকগণ।[১১]

ইফতারঃ

ইফতার আরবী শব্দ। এর অর্থ হ'ল, ছিয়াম ভঙ্গ করা। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করাই শরী'আতের নির্দেশ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে। যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-খৃষ্টানরা ইফতার দেরীতে করে'।[১২] অতএব সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে।[১৩]

ইফতারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু[১৪] ও আল-হামদুলিল্লাহ বলে শেষ[১৫] করা সুন্নাত। উল্লেখ্য, ইফতার শুরু ও শেষের প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি যঈফ[১৬] ও শেষেরটি হাসান।[১৭]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় ছিয়াম স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। অন্যদিকে ছিয়াম ভঙ্গের সময় ইফতারে তথা সুন্নাতী খাবার খেজুর খাদ্য তালিকায় রাখাও ছায়েমের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। নিম্নে খেজুরের গুরুত্ব ও গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

ইফতারে খেজুরের গুরুত্বঃ

খেজুর আল্লাহ প্রদত্ত বরকতপূর্ণ একটি নে'মত। মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমের ১৩টি সূরাতে[১৮] খেজুর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি। আর খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল হ'তে তোমরা মধ্যম ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাকো। নিশ্চয়ই এতে বোধসম্পন্ন জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(নাহল ৬৭)*।

খেজুর স্বাস্থ্যসম্মত ও শক্তিবর্ধক পুষ্টিগুণসম্পন্ন আঁশ জাতীয় খাবার। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ) খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন এবং ইফতারের খাদ্য তালিকায় খেজুর রাখার প্রতি মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ সম্পর্কে সালমান বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা এটি বরকতপূর্ণ খাবার। তবে যদি সে খেজুর না পায় তাহ'লে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ পানি হচ্ছে পবিত্র'।[১৯]

অন্যত্র আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর (খুরমা) দিয়ে ইফতার করতেন। আর যদি তাও না পেতেন তাহ'লে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন।[২০]

খেজুর অতিদ্রুত দুর্বলক্লান্ত দেহে সজীবতা ও স্নায়ুবিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ঈসা (আঃ)-এর প্রসাবের পর তাঁর মাতা মারইয়াম (আঃ) অধিক দুর্বলতা ও তীব্র ক্ষুধায় কাতর হ'লে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, 'খেজুর গাছের গোড়া ধরে তোমার নিজের দিকে ঝাঁকুনি দাও, তাহ'লে পরিপক্ক সুস্বাদু খেজুর তোমার কাছে ঝরে পড়বে' *(মারইয়াম ২৫)*।

মারইয়ামের পুষ্টির অভাব পূরণের জন্য মহান আল্লাহ সত্ত্বর খেজুর সরবরাহ করেছিলেন।[২১] সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সকালে সাতটি 'আজওয়া'[২২] খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না'।[২৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'মদীনার আজওয়া খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর ভোরে উহা (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক'।[২৪] মদীনার সাতটি আজওয়া খেজুর বীচিসহ পিষে খেলে হৃদরোগ নিরাময় হয়।[২৫]

খেজুর বলবর্ধক ও পুষ্টিকর খাবার। খেজুরের মাংসল অংশে প্রায় ৫৮% চিনি এবং ২% চর্বি, আমিষ ও খনিজ পদার্থ থাকে। প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও চাহিদায় মাত্র ৫/৬টি খেজুরে প্রায় ৩ গ্রাম আঁশ পাওয়া যায়। আঁশের প্রায় ১৪% দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত। আর মানব দেহের চাহিদা পূরণে দ্রবীভূত ও অদ্রবীভূত অতি মূল্যবান কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

---

১১. মাসিক আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০৪, পৃঃ ৪৪।
১২. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৯৯৫।
১৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।
১৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯, 'পানাহার' অধ্যায়।
১৫. মুসলিম হা/২৭৩৪ 'রিযিক, দো'আ ও তাক্বওয়া' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪২০০।
১৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮ 'ছিয়াম' অধ্যায়।
১৭. আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪, পৃঃ ১৮।
১৮. সূরাগুলি হ'ল- বাক্বারাহ ২৬৬; আন'আম ৯৯ ও ১৪১; রা'দ ৪; নাহল ১১ ও ৬৭; ইসরা ৯১; ক্বাহফ ৩২; ত্ব-হা ৭১; মুমিনূন ১৯; শু'আরা ১৪৮; ক্বাফ ১০; আর-রহমান ১১ ও ৬৮; আবাসা ২৭-৩০; মারইয়াম ২৫।

১৯. আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৯৯০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৩৮।
২০. আবু দাঊদ, তিরমিযী, সনদ জাইয়িদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৩৯; মিশকাত হা/১৯৯১।
২১. Scientific Indication's in the Holy Quran (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995), p. 316.
২২. মদীনার একটি উন্নতমানের খেজুর, যার বর্ণ কালো ও সাইজে ছোট।
২৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯০।
২৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯১।
২৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৩৯।

অদ্রবীভূত আঁশ পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্য চলাচলের গতির হার বৃদ্ধি করে। আর দ্রবীভূত আঁশ রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজের অংশ থাকলে তা সঠিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে।[২৬] বলা বাহুল্য যার ফলে ডায়াবেটিস-এর মত যিন্দামরণ ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবার মানুষের শরীরের সুগারের পরিমাণ হ্রাস পেলে দু'টি খেজুর আহারেই সুগারের ঘাটতি পূরণ হয় এবং শরীর তার প্রয়োজনীয় আহার্য লাভ করে।[২৭]

খেজুরের চিনি উপাদান অতিশয় পুষ্টিগুণের অধিকারী। খেজুরে চিনি উপাদান ৬০-৭০% ভাগ। এছাড়া খেজুরে আছে স্বল্প পরিমাণ ভিটামিন A, B, B_2 ও নিকোটিন এসিড।[২৮]

খেজুরের ভিটামিন শরীরের স্বাভাবিক গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহযোগিতা করে। হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। খেজুর মধুর শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিবর্ধক, ক্ষয় ও হৃদপিণ্ডের রোগ নিবারক; এটা বল বাড়ায় ও শুক্র বৃদ্ধি করে।[২৯] উল্লেখ্য, প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী।[৩০]

সাহারীর পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার হ'তে বিরত থাকায় শরীরের ক্যালরী একাধারে কমতে থাকে। সেজন্য ইফতারে খেজুর খাওয়াতে স্নায়ুবিক শক্তি স্বাভাবিক হয় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে লো ব্লাড প্রেসার, প্যারালাইসিস, ফ্যাসিয়াল প্যারালাইসিস ও মাথাঘোরা ইত্যাদি রোগ হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়। খাদ্যগুণ কম থাকার কারণে রক্তস্বল্প রোগীদের জন্য ইফতারের সময় আয়রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আর প্রাকৃতিক ভাবেই খেজুরের মধ্যে তা রয়েছে।[৩১]

খেজুর নাড়ি দুর্বলতাকে খুবই কার্যকর। খেজুর দন্তশূল প্রমেহ গণোরিয়া ও গণোরিয়া জনিত মূত্রনালীর প্রদাহ প্রতিষেধক। তাছাড়া ব্রংকাইটিসও উপশম করে। খেজুর রস ও শরবত উত্তম মূত্র কারক।[৩২] গ্রীষ্মকালে ছায়েম পিপাসার্ত থাকে, ইফতারের সময় ঠাণ্ডা পানি পান করলে পাকস্থলীতে গ্যাস ও তাপ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে লিভার ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি ছায়েম খেজুর খাওয়ার পর পানি পান করে, তবে বিপদ থেকে বেঁচে যায়।[৩৩]

ছিয়াম পালনের পর অভুক্ত উদরে জটিল ব্যাধি যেমন- ভিটামিন, খনিজ লবণ, রক্তশূন্যতা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, প্রোটিন, সুগার ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে। কিন্তু ইফতার খেজুর দ্বারা সম্পন্ন হ'লে উক্ত চাহিদা, যেমন- ভিটামিন এ.বি.বি$_2$, খনিজ লবণ, আয়রণ, ক্যালরী, চর্বি, সুগার, নিকোটিন এসিড ইত্যাদি ঘাটতি পূরণেও সত্ত্বর ক্লান্তিবোধ দূর হ'তে সহায়ক হবে।

শেষ কথাঃ

মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির উপর জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুই মানবকল্যাণে নিবেদিত। তিনি ভারসাম্য বজায় রেখে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন সৃষ্টিই যেমন অনর্থক নয়, তেমনি তাঁর কোন বিধানও কষ্টকর ও সাধ্যাতিত নয়। ইসলামকে নিয়ে বিজ্ঞান যত বেশী গবেষণায় ব্রত থাকবে, ততবেশী গূঢ় রহস্য বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত করতে পারবে। ইসলাম শ্বাশত, নন্দিত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই খেজুর দ্বারা ইফতার ও সাহারীতে স্বল্প আহার গ্রহণ করে সঠিক সুন্নাতকে সমুন্নত করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

২৬. *কিশোর নিউজ লেটার, ১১তম বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ২০০৪।*
২৭. *ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, ভাষান্তরঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২০ হিজরী), ৩/১২৫ পৃঃ।*
২৮. *Scientific Indication's in the Holy Quran, p. 316*
২৯. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ অক্টোবর ২০০৪।*
৩০. *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃঃ ৮৩৩।*
৩১. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৬০ পৃঃ।*
৩২. *আজকের কাগজ, ২৯ অক্টোবর ২০০৪।*
৩৩. *সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/১৬০ পৃঃ।*

নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের জন্য সুখবর

যে সমস্ত মহিলার গর্ভে সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করিয়েছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাদের হতাশার কোন কারণ নেই। এখানে নিঃসন্তান বন্ধ্যা দম্পতিদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে হতাশাগ্রস্ত অগণিত নিঃসন্তান দম্পতি কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করেছেন। সন্তানহীনারা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যোগাযোগের ঠিকানা
ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা) ২য় স্থান প্রাপ্ত।
রেজিঃ নং ৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যা বিষয়ক গবেষক ও চিকিৎসক।
কলেজ বাজার, বিরামপুর, যেলা-দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৬৯০৫৭১।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] উহা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈঃকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাবার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।
২. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮। ৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।
৫. নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১। ৬. ঐ ৩/৫৫।
৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।
৮. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১১।
৯. মির'আৎ ২/৩৩০-৩১। ১০. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত ودعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহর নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি'।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[২০]

১২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।
১৩. মির'আৎ ২/৩৩১।
১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।
১৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮। ১৬. বুখারী, ফৎহুল বারী ২/৫৫০-৫১।
১৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।
১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫। ১৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।
২০. মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।

www.ahlehadeethbd.org

চিকিৎসা জগত

হঠাৎ জ্ঞান হারালে করণীয়ঃ

বিভিন্ন কারণে হঠাৎ করে মানুষের জ্ঞান লোপ পেতে পারে যেমন- ভীষণ দুর্বল লাগা, চোখে সর্ষে ফুলের মত দেখা, চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে বলে মনে হওয়া, এতই দুর্বল যে সামনে আর পা বাড়ানো যাচ্ছে না, দুনিয়া ঘুরছে, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ করছে, হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া, রোগী মাটিতে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি। জনাকীর্ণ স্থানে, বাসে, ট্রেনে, গরমে ও ভ্যাপসা পরিবেশে হঠাৎ এ অবস্থা হ'তে পারে। এই অবস্থাকে 'ফেইনটিং' বা মূর্ছা যাওয়া বলা হয়ে থাকে। ডাক্তারী ভাষায় একে 'সিনকোপ' বলা হয়।

হৃদপিণ্ড পাম্পের ফলে ধমনীর মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত হয়। রক্ত থেকে অক্সিজেন ও পুষ্টি গ্রহণ করে মস্তিষ্কের কোষগুলি কাজ করে থাকে। সাময়িক রক্ত প্রবাহ কমে গেলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ অনেকাংশেই বন্ধ হয়ে যায়। রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সিনকোপের সময় এ অবস্থা স্বল্পস্থায়ী হয়। হঠাৎ শোয়া থেকে বা বসা থেকে দাঁড়ানো, অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা, ভয়-ভীতি, আতংক, দুঃসংবাদ, গরম আবহাওয়া, টাইট ফিটিং বা আঁটসাঁট পোষাক পরা, অভুক্ততা, খুব ক্ষুধা লাগা, রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ, তীব্র ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খাওয়া, হার্ট বাল্বের সমস্যা, হার্ট ব্লক, জন্মগত হার্টের ত্রুটি ইত্যাদি কারণে সিনকোপ বা ফেইনটিং হ'তে পারে। এ অবস্থায় নাড়ীর গতি দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়। চামড়া শীতল ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। চোখের মণি বড় হয়ে যায়। ঠোঁট ফ্যাকাশে নীল হ'তে পারে। ঘুম ঘুম ভাব হওয়া, অনেক সময় ডাকলে সাড়া দেয় কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্বের অবস্থায় চলে যায়। কখনো রোগী বেসামাল থাকতে পারে। প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর দিতে পারে না। মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ার জন্য খিচুনিও হ'তে পারে। সিনকোপের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে। গরম আবহাওয়ায় শরীর থেকে অধিক পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য মাথা ব্যথা, রক্তচাপ কমে যাওয়া এমনকি রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। একে 'হিট সিনকোপ' বলা হয়।

সিনকোপের রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হয়। জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ না পেলে শান্ত করতে হয় এবং সাহস দিতে হয়। আর আঁটসাঁট কাপড়-চোপড় থাকলে তা ঢিলে করে দিতে হবে। বিশেষ করে গলা, বুক ও কোমরের কাপড়। পায়ের দিকটা উঁচু করে দিলে মাথায় রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। সিনকোপ হ'লে প্রথমে রোগীকে যেখানে যে অবস্থায় থাকুক সাথে সাথে শুইয়ে দিতে হবে, অন্যথায় মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার জন্য মস্তিষ্কের ক্ষতি হ'তে পারে। তবে একটু সুস্থ হওয়ার পরই হঠাৎ দাঁড় করানো বা বসানো যাবে না। কারণ এতে রোগী আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

জনাকীর্ণ ভ্যাপসা পরিবেশ থেকে রোগীকে খোলামেলা স্থানে সরিয়ে আনতে হবে। রাস্তায় চলাফেরা বা কাজ করার সময় বা দুর্ঘটনা দেখলে বা রক্তপ্রবাহ দেখলে যদি মনে হয় নিজেই এরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি তাহ'লে সাথে সাথে শুয়ে পড়তে হবে। এতে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, সুস্থতাবোধ হবে। ভয়ে দিশেহারা না হয়ে সাহস রাখতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। হিট সিনকোপের রোগীকে ঠাণ্ডা পরিবেশে নিতে হবে। পানি খেতে চাইলে পানি দিতে হবে।

বার বার সিনকোপ হ'লে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনে ইসিজি, বুকের এক্সরে, ইকোকার্ডিওগ্রাম, হল্টার মনিটরিং, টিল্ট টেস্ট, কেরটিড আল্টাসাউন্ড করে কারণ নির্ণয় করা যায়। হার্ট ব্লকের জন্য সিনকোপ হ'লে পেসমেকার লাগাতে হয়, যার সাহায্যে হৃদপিণ্ড সঠিকভাবে চালানো হয়ে থাকে। রোগী বেশী সময় অজ্ঞান থাকলে ডাক্তারের শরণাপন্ন অথবা হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন হ'তে পারে। অজ্ঞান হওয়ার অন্যান্য কারণ খুঁজতে হ'তে পারে।

কফি পানে উপকারিতা

পৃথিবীতে পঁচিশ রকমের কফি পাওয়া যায়। তবে যে কফি সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় তার নাম কফি এ্যারাবিকা। সারা পৃথিবীর প্রায় ৭০% পানীয় কফি এই এ্যারাবিকা। কফি পানে কিছু মানুষের রক্ষণশীলতা আছে। এর প্রধান কারণ কফিতে থাকা ক্ষতিকর ক্যাফিন। যেকোন জিনিস অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর। সুতরাং বেশী পরিমাণ কফি খাওয়ার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত। তবে পরিমিত পরিমাণে কফি খেলে উপকারের দিকটাই বেশী এবং ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সম্প্রতি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, কফির সুগন্ধি সৃষ্টিকারী উপাদানটি শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এই মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দেহে ক্যান্সারসহ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কফি প্রস্তুত করার পর যত তাড়াতাড়ি পান করা যায় এর উপকারিতা তত বেশী পাওয়া যায়। যারা নিয়মিত কফি পান করেন তাদের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভাবস্থায় কফি পান করলেও গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুর কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নেই। নিয়মিত এবং পরিমিত মাত্রায় কফি খেলে দেহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং মন-মেজাজ ফুরফুরে থাকে।

॥ সংকলিত ॥

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষেত-খামার

অর্থকরী সবজি শিমের চাষ

শুঁটি জাতীয় সবজি যেমন মটরশুঁটি, বরবটি, ফরাস প্রভৃতির মত শিম এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল। সময়মত শিমের চাষ করে তা বিক্রি করে লাভবান হওয়া যায়। এখানে শিমের উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং তার শস্য রক্ষা নিয়ে আলোকপাত করা হ'ল-

জমিঃ প্রায় সকল প্রকার জমিতে শিম চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটিতে শিমের উৎপাদন ভাল হয়।

বীজ রোপণের সময়ঃ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ মাস শিম রোপণ করার জন্য উপযুক্ত সময়। জমি ভালভাবে কর্ষণ করে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ ফুট এবং বীজ থেকে বীজের মধ্যে ৩ ফুট ব্যবধান রেখে বীজ রোপণ করতে হয়।

জাতঃ উন্নত জাতের শিমের মধ্যে পুসা আর্লি, পুসা প্রলিফিক, মাখন শিম, বোয়াল গান্ধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় শিমের আরো অনেক জাত পাওয়া যায় যেগুলির উৎপাদনও ভাল হয়।

সার প্রয়োগঃ জমির উর্বরতা অনুযায়ী শিম চাষে বিঘা প্রতি ৬-৮ কেজি ইউরিয়া, ৭০-৮০ কেজি সুপার ফসফেট ও ১২-১৪ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়।

পানি সেচ ও পরিচর্যাঃ জমিতে রস কম থাকলে বীজ বোনার আগে পানি সেচ দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। শিম গাছ একটু বড় হ'লে গোড়ায় মাটি দিয়ে বৃত্তাকার গর্ত তৈরী করে সে গর্তে পানি দিতে হবে। গাছের গোড়ায় কাঠি পুঁতে গাছ মাচায় তুলে দিতে হবে।

শস্য রক্ষাঃ শিম গাছে অনেক রোগ এবং পোকার উপদ্রব দেখা যায়। সেসব দেখা মাত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিমের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকারঃ

ঢেঁড়ি রোগঃ শিমের এ রোগ এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণের ফলে হয়। পাতার নীচের দিকে প্রধানত শিরায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের আক্রমণের ফলে পাতার নীচে, বৃন্তে এবং লতায় পানিবসা ক্ষত দেখা যায়। এ ক্ষতগুলি পরে বাদামী রঙের হয়ে পড়ে। গাছে শুঁটি ধরার সময় শুঁটির উপরেও বাদামী রঙের ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। এ দাগগুলি পরস্পর মিশে গিয়ে বড় হয় এবং এ সময় এগুলি গোলাকার আকৃতির দেখা যায়। এ দাগগুলির মধ্য ভাগ কালো এবং কিনারার রং লাল, হলুদ অথবা কমলা হয়। পাতার বৃন্তে এবং কাণ্ডদেশে আক্রমণ তীব্র হ'লে গাছ মারা যায়। আক্রান্ত শুঁটিগুলি শুকিয়ে গিয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

এ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য রোপণের আগে বীজ শোধন করা খুবই প্রয়োজন। বীজ শোধন করার জন্য প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম থাইরাম বা ক্যাপটান বা ক্যাপটাফ ওষুধ মিশিয়ে নিতে হবে। গাছে রোগের আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম বেভিষ্টিন বা ২.৫ গ্রাম ইন্দোফিল এম-৪৫ মিশিয়ে ঐ মিশ্রণ গাছে স্প্রে করতে হবে। প্রথম বার স্প্রে করার ১৫ দিন পর আবার একবার স্প্রে করতে হয়।

ধসা রোগঃ এ রোগ এক প্রকার ছত্রাকঘটিত। ম্যাকরোফোমিনা ফেসিওলিনা নামক ছত্রাকই এ রোগের কারণ। এ রোগের আক্রমণের শুরুতে গাছের গোড়ায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে। পরে এ দাগগুলি বেড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ গাছটিকে ঘিরে ফেলে। রোগের আক্রমণের ফলে গাছের বর্ধিত অগ্রভাগ মরে যায়। গাছের আক্রান্ত অংশ এবং শিকড় শুকিয়ে যায়।

এ রোগ বীজ দ্বারা বাহিত হয়। সুতরাং রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বীজ শোধন করা প্রয়োজন। বীজ শোধন করার জন্য প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ইন্দোফিল এম-৪৫ বা ৩ গ্রাম ক্যাপটান বা ক্যাপটাফ মিশিয়ে তারপর বীজ রোপণ করা দরকার।

হলুদ নক্সা রোগঃ বিন ইয়লো মোজেইক নামক এক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে শিমের এ রোগ হয়। গাছের পাতার উপরে হলুদ রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে। দাগগুলি ক্রমশ বড় হয় ও পাতার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। পাতার রং ফিকে সাদা হয়ে যায় অথবা হলুদ রঙের হয়ে পড়ে। গাছের পাতাগুলির এ রঙের পরিবর্তন এত সুস্পষ্ট যে, দূর থেকে দেখলেও তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

ছোট অবস্থায় গাছে এ রোগ দেখা মাত্র সে গাছগুলি সমূলে ধ্বংস করতে হবে। রোগবাহক পোকা সাদা মাছি ধ্বংস করার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি লিটার ম্যালাথিয়ন বা ১ মিলি লিটার রগর মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। প্রথম বার স্প্রে করার ১৫ দিন পর আবার ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ঝাইয়া পোকাঃ এ পোকা শিম গাছের খুব বড় শত্রু। বাতাসে ভেসে এসে গাছের কচি ডাটায় ও পাতায় কলোনি সৃষ্টি করে এবং গাছের রস খায়। ফলে গাছের পাতা বিকৃত হয়ে যায় অথবা কুঁকড়ে যায়। এরা মুখ উপাঙ্গের সাহায্যে কয়েকটি ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

শিম গাছে ঝাইয়া পোকার আক্রমণ হ'লে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি লিটার ম্যালাথিয়ন বা ১ মিলি লিটার ডাইমেথোয়েট অথবা ১ মিলি লিটার মনোক্রোটোফসের মিশ্রণ গাছে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার আগে পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিমগুলি তুলে নেয়া দরকার। ওষুধ দেয়ার ১০-১৫ দিনের মধ্যে ফসল তোলা চলবে না।

॥ সংকলিত ॥

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

মাহে রামাযান

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জাহিদ
কাকডাংগা সিনিয়র মাদরাসা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

একটি বছর প্রতিক্ষার পর মাহে রামাযানের আগমন
হৃদয় ভরে জানাই তাকে লক্ষ-কোটি স্বাগতম।
হিজরী সনের নবম মাসে প্রথম ছিয়ামের উদ্বোধন
আজিকার এ শুভ রাতে রহমত দ্বার উন্মোচন।
আজি হ'তে ঘোষক বলতে থাকলে কল্যাণকামী সামনে যাও
পাপী-তাপী অসৎ যারা পিছে হটো বিরত হও।
জাহান্নামের দরজা বন্ধ জান্নাতের সব খুলল দ্বার
দয়াল প্রভুর কৃপা যত ছড়িয়ে দিলেন বে-শুমার।
আসমানের দার খোলা হ'ল পাকড়াও হ'ল শয়তান ফের
খাদ্য-খাবার বাড়ল আবার দুঃস্থ, ইয়াতীম অনাথের।
দক্ষিণ হস্ত প্রসারিয়া মুমিন জনে করছে দান
বিনিময়ে মহান আল্লাহ পুণ্য দিবেন অফুরান।
আল্লাহ্‌র সনে মিলতে হবে এই ইয়াকীনে মুমিনগণ
ছিয়াম ছালাত তেলাওয়াতে বিলীন করে প্রতিক্ষণ।
ছিয়াম রাখলে ছায়েমের মুখে গন্ধ ছুটে বারংবার
আল্লাহ বলেন, আমার কাছে এযে বড় মেশকআম্বর।
ছিয়াম কেবল আমার জন্য আমিই দিব পুরস্কার
কি যে দিবেন আল্লাহই জানেন কেউ নাই তার খবরদার।
ছায়েমের জন্য দু'টি খুশি একটি খুশি ইফতারে।
মরণ পরে অপর খুশী মহান প্রভুর সাক্ষাতে।

***

লায়লাতুল ক্বদর

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

আমি তো হারিয়ে ফেলেছি আশান্ত অবেলায়
শুধু একান্ত আমাকেই
আমার এ আমিত্বকে করি আলিঙ্গন
অসত্যের মুখোমুখি নিতান্ত অনুভবেই।
বিষাক্ত কীটগুলির তীব্র দাহে
ভরে গেছে পারিপার্শ্বিকতা
সত্যের প্রতীক যেন ম্রিয়মাণ ক্ষুণ্নমনা
ভুলে গেছে স্বকীয় নীতি-নৈতিকতা।
বিজয়ের দ্বীপ জ্বেলে উল্লসিত উজ্জীবিত
নরকের কীট জাহেলী খান্নাস
সময়ের ধুম্রজালে আবর্তিত ঘূর্ণায়মান
খেই হারা উদ্বেলিত ঘুমন্ত ওয়ান্নাস।
যদিও হারিয়ে গেছে নারকীয় তাণ্ডব
আর হিংস্রতার আবর্তনে
নিস্পেষিত শুভ্র ইনসানিয়াত,
তবুও দিগ্বলয়ে সন্তর্পণে এসে যায়
জান্নাতী কলতানে জীবনের জাগরণে
রহমত আহরণে পেয়ে যাই সীমাহীন
কাঙ্খিত আবেহায়াত,
লায়লাতুল ক্বদর
মহিমান্বিত পুণ্য ভরা রাত।

***

রহমতের মাস

-মুহাম্মাদ ইবাদত আলী শেখ
পাংশা বাজার, পাংশা, রাজবাড়ী।

নীল আকাশের প্রান্তজুড়ে
উঠল শিশু চাঁদ মণি,
বক্ষ থেকে নামল বুঝি
পাথর খানা আধমনি।
হাল্কা দেহে লাগছে ভাল
মনটা এখন ফুরফুরে,
হৃদয় ভরা পাপের বোঝা
দিলাম সবই দূর করে।
সারা বছর ক্বলবে ছিল
পঙ্কিলতার রং জমে,
এবার হবে সব পরিস্কার
ছিয়াম সাধন সংযমে।
আল্লাহ্ মোদের দিচ্ছেন দাওয়াত
করতে নিজেই মেযবানী,
রহমতের এই মাসব্যাপী
আমরা তাঁহার অতিথি।
নছীব মোদের খুবই ভাল
নইলে এ মাস পায় কে রে?
যে মাসেতে করলে ছাওয়াব
সত্তর গুণ যায় বেড়ে
মহিমান্বিত 'লাইলাতুল ক্বদর'
লুকিয়ে আছে কোন দিনে'
আল্লাহ্ প্রেমের পাগল যারা
তারাই শুধু নেয় চিনে।
নাদান এবং মূর্খ যারা
সত্যি যারা ভাগ্যহীন,
এমন সুযোগ পেয়েও হারায়
তারাই বোকা অর্বাচীন।
রহমত আছে নাজাত আছে,
মাগফেরাত এই রামাযানে,
হাযার মাসের চাইতে সেরা
বুঝবে না যে কমজানে।

***

www.ahlehadeethbd.org

ঈদ

-নূরুল ইসলাম
গাংনী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর।

ঈদ এলো আজ আবার ফিরে
তাইতো খুশি সবার ঘরে
নাইকো কারো ঘুম,
ভোর হ'তে সব গোসল করে
সুরমা, আতর, পোষাক পরে
ঈদে যাবার ধূম॥
তাকবীর মুখে দলে দলে
ক সাথে ঈদগাহে চলে
ন সাম্যের ময়দান,
ছালাত শেষে মুছাল্লায় বসে
খুৎবা শোনে ইমামের কাছে
ইহা সুন্নাতি বিধান॥
ছোট বড় নাই ভেদাভেদ
কারোর মনে নাই দ্বেষ-খেদ
এক কাতারে মিলি,
মায়া মমতায়-আত্মীয়তায়
প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসায়
করছে কোলাকুলি॥
যে পথ ধরে আসছে সবাই
সে পথে আর ফিরবে না কেহই
অন্য [illegible] যাবে,
ফকীর, মিসকীন পাবে যত
দান-খয়রাত করবে তত
ছাওয়াব তাতে পাবো॥
হল্লা করে ফিরবো মোরা
সকাল-বিকাল ঘোরাফিরা
সবার বাড়ী যাব,
ধনী-গরীব সারা গ্রামের
ছেলে-বুড়ো দীন-দুঃখীদের
আপন করে নিব॥
আজকে এই ঈদের দিনে
দেখা করব সবার সনে
হবে আনন্দ ভরপুর,
মনের দুঃখ ঘুচে যাবে
সবার সুখে সুখী হবে
কেহ রইবে নাকো দূর॥
ঈদ বিলাবে প্রভূর সুধা
ঈদ যেন হয় মনের ক্ষুধা
ঈদ হোক জীবন ময়,
ঈদ হোক মোদের আবেহায়াত
ঈদের দিনের এই মোনাজাত
কবুল যেন হয়॥

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ২০৬ টি।
২। প্রায় সাড়ে তিন সের।
৩। তিন ভাগের দুই ভাগ।
৪। ৩৩ টি।
৫। ২৮ থেকে ৩২ টি।
৬। ৭ মাইল।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আল-কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১। ৬টি (বাক্বারাহ, নামল, নাহল, আনকাবূত, আদিয়াত ও ফীল)।
২। নিসা ১১-১২।
৩। বাক্বারাহ ১৯৬।
৪। মুলক ১৯, নহল ৭৯।
৫। আর রহমান- ৩৩, নজম ৭, ১৮, আন'আম ৩৫।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কি কি?
২। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহে দৈনিক কত লিটার পানির প্রয়োজন?
৩। কোন খাদ্যে তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী?
৪। শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলি কি কি?
৫। ফলে-প্রচুর পরিমাণ কি থাকে?

* সংগ্রহেঃ মাহফুযুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মসজিদ)

১। চাঁপাই নবাবগঞ্জে অবস্থিত ছোট সোনা মসজিদের নির্মাতা কে?
২। ভারতে অবস্থিত বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ কে করেন?
৩। রাজশাহীতে অবস্থিত বাঘা মসজিদের নির্মাতা কে?
৪। বাগেরহাটে অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ কে করেন?
৫। ঢাকায় অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের নির্মাতা কে?

* সংগ্রহেঃ আবু রায়হান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

আদিতমারী, লালমনিরহাট ২০ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর মহিষখোঁচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক উপস্থিত সোনামণিদেরকে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লালমনিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা মুস্তাযির রহমান।

পীরগাছা, রংপুর ২১ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ ছোট চওড়া শামসুল আলম হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং ইসলামী রীতি-নীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুস সালাম ও জাগরণী পেশ করে মুস্তাফিযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত মাদরাসার শিক্ষক আমজাদ হুসাইন।

জলঢাকা, নীলফামারী ২৩ জুলাই রবিবারঃ অদ্য বাদ ফজর শৌলমারী আলসিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মাওলানা আনোয়ারুল হক ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুর রহমান ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন

মণিরামপুর, যশোর ১৮ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় চণ্ডীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি শিষ্টাচার ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রিপা খাতুন, স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অত্র শাখার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৯ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার সুপার ও সাতক্ষীরা যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু রায়হান ও জাগরণী পেশ করে বুরহানুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অত্র মাদরাসার সহ-সুপার মাওলানা শাহাদাত হুসাইন।

বাঘা, রাজশাহী ২৮ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় গঙ্গারামপুর ফুরকানিয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন নওদাপাড়া মাযকায শাখার পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবুল হুসাইনের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে অনুষ্ঠিত কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট সোনামণি তানযিলা ও জাগরণী পেশ করে ফিরোযা খাতুন ও শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' মারকায শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুয্যাম্মেল হক্ব।

'প্লাটিপাস' জীবন্ত বিস্ময়

প্রথম দর্শনে একে হাঁস বলে ভুল হবে। কিন্তু হাঁসের তো আর চার পা থাকে না। তাছাড়া এর পাখা নেই রয়েছে পালকের মত লোম। লেজটাও সরীসৃপের মত লম্বা। এই অদ্ভুত দর্শন প্রাণীটির নামই হচ্ছে 'প্লাটিপাস'। বাংলায় বলা হয় 'হংস চঞ্চু'। কারণ এদের ঠোঁট হাঁসের মত লম্বাটে ও চ্যাপ্টা। এই প্রাণীটি অনেক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন- এরা ডিম পাড়ে, আবার বাচ্চাদের দুধও খাওয়ায়। প্লাটিপাসের পা অনেকটা হাঁসের মত। এরা পানিতে অনেকটা কুমিরের ন্যায় সাঁতার কাটে। এদের পায়ের আঙ্গুলে সাপের মত বিষ আছে। এই প্রাণীটির চ্যাপ্টা লেজে বিশেষ ধরনের উপরীয় লোম আছে। এর সাহায্যে এরা বাচ্চাদের দুধ পান করায়।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ প্লাটিপাস প্রায় ২ ফুট লম্বা। স্ত্রী প্রাণীটি কিছুটা ছোট। প্লাটিপাসদের শুধুমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়াতে দেখা যায়। এরা নদীতে বাস করতেই পসন্দ করে। নদী তীরবর্তী স্থানে এরা বাসা তৈরী করে। স্ত্রী প্রাণী বছরে একবার মাত্র দু'টি ডিম পাড়ে। শিশু প্লাটিপাসদের দাঁত থাকলেও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা দন্তহীন। জলজ পোকামাকড়, ছোট ছোট শামুক, ঝিনুক, ক্রাষ্টেশিয়ান প্রভৃতি এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এরা সাধারণত ১৩-১৭ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

প্লাটিপাসদের দেহে স্তন্যপায়ী এবং সরীসৃপ উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাই এদেরকে এ দু'টি গ্রুপের যোগসূত্র বলে বিবেচনা করা হয়। এদের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, দেহে লোমের উপস্থিতি ও উষ্ণরক্ত স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ডিম পাড়ার প্রবণতা ও অন্তঃকঙ্কালের গঠন সরীসৃপের মত। এই বিচিত্র ও বিস্ময়কর প্রাণীটি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ানরা খুবই গর্ববোধ করে।

সংগ্রহেঃ মাহবুবুল হক
বালুবাগান, পিটিআই রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশ বিমানে বছরে ৫শ' কোটি টাকা লোপাট

ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি 'বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স'। জাতীয় পতাকাবাহী এই সংস্থাটিকে কেন্দ্র করে চলছে লুটপাটের মহোৎসব। নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির মাধ্যমে প্রতিবছর সাড়ে ৫শ' কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, বিমানের যন্ত্রী কেনাকাটা, ইঞ্জিনে ওভার হোলিং, নীতিমালাবিহীন পাইলট প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের নামে বিল জালিয়াতি এবং ঘন ঘন সিডিউল বিপর্যয়ের অজুহাতে যাত্রীদের হোটেলে রাখা এবং খাওয়া-দাওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিমান বহরে ২০ থেকে ২৫ বছরের পুরনো ১৩টি উড়োজাহাজ রয়েছে। তন্মধ্যে বর্তমানে ২টি ডিসি-১০ গ্রাউন্ডেড অচল হয়ে পড়ে আছে। অথচ এই ১৩টি উড়োজাহাজ পরিচালনা করতে দেশে বিদেশে প্রায় সাড়ে ৫ হাযার জনবলের বিশাল বাহিনীকে লালন-পালন করতে হচ্ছে। সূত্র জানায়, বিমানের ডিসি-১০ উড়োজাহাজের ইঞ্জিন ওভার হোলিং বাবদ এক প্রভাবশালী ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের কারসাজিতে বিমানের দুর্নীতিবাজ চক্র ইতিমধ্যে এক বছরে ৩শ' কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে লিজে আনা এয়ারবাসের নতুন ইঞ্জিন কেনা এবং বিমানের যন্ত্রী কেনাকাটার নামে প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। যন্ত্রী অবস্থায় দরপত্র ছাড়া কেনাকাটা করার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডিসি-১০ এবং এয়ারবাসের জন্য যন্ত্রী কেনাকাটা করা হচ্ছে প্রায়ই। এতে করে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশ বিমানের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত গত ৪ বছরে ৫০টির অধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু এ যাবত কোন তদন্ত রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। ৩টি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হ'লেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এইচএসসি, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চলতি ২০০৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৭ সেপ্টেম্বর। প্রকাশিত এ ফলাফল অনুযায়ী সাত বোর্ডে গড় পাসের হার ৬৩.৯২। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাযিল ও কামিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমমানের পরীক্ষার ফলাফলও। খুব কম সময়ে মাত্র ৬৫ দিনের মাথায় এই ফল প্রকাশিত হ'ল। এবার ৯ বোর্ডে গড় পাসের হার ৬৫.৬৫। সাত বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৯৪৫০ জন। সর্বোচ্চ পাসের হার ঢাকা বোর্ডে এবং সর্বনিম্ন যশোর বোর্ডে। অন্যদিকে পাসের হারে ৯ বোর্ডের শীর্ষে রয়েছে মাদরাসা বোর্ড।

সাত বোর্ডে মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় অংশগ্রহণকারী ২ লাখ ৩১ হাযার ৫৫ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৮০ হাযার ৯৬৯ জন ছাত্রী মিলে মোট ৪ লাখ ১২ হাযার ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১ লাখ ৪৮ হাযার ৪০৯ জন ছাত্র ও ১ লাখ ১৪ হাযার ৯৯৪ জন ছাত্রী পাস করেছে।

ঢাকা বোর্ডঃ

ঢাকা বোর্ডের মোট পাসের হার ৭৪.৭৬। এ বছর ঢাকা বোর্ড থেকে ১ লাখ ৩৩ হাযার ৫৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩২ হাযার ১৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৯৮ হাযার ৬৯১ জন পরীক্ষার্থী পাস করে। এ বছর ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৪ হাযার ৮৩৭ জন পরীক্ষার্থী।

চট্টগ্রাম বোর্ডঃ

চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩১ হাযার ৪৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ হাযার ৩১৬ জন পাস করেছে। পাসের হার ৬১.৪৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০০৬ জন।

বরিশাল বোর্ডঃ

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬১.৫০। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩৯ জন। এ বোর্ডে মোট ২৫৩১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫৫৭২ জন পাস করেছে।

রাজশাহী বোর্ডঃ

রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৫৬.৭৬। ৯৬ হাযার ২৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৫৪ হাযার ৬৫৭ জন। মোট ৩ হাযার ৮৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

যশোর বোর্ডঃ

যশোর বোর্ডে পাসের হার ৫৪.৪০। ৬৫ হাযার ৫১১ জনের মধ্যে পাস করেছে ৩৫ হাযার ৬৩৬ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৩২ জন।

সিলেট বোর্ডঃ

সিলেট বোর্ডে ১৮ হাযার ৬৬৭ জনের মধ্যে পাস করেছে ১২ হাযার ২১৮ জন। পাসের হার ৬৪.৪৫।

কুমিল্লা বোর্ডঃ

কুমিল্লা বোর্ডে ৪২ হাযার ৭৮৫ জনের মধ্যে পাস করেছে ২৭ হাযার ২৬৮ জন। এ বোর্ডে পাসের হার ৬৩.৭৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৪৭ জন।

মাদরাসা বোর্ডঃ

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৭৫.২৩, ফাযিলে ৭৮.৫১ এবং কামিলে পাসের হার ৯৪.৬৪ শতাংশ। আলিম পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৭ হাযার ৪৪৯ জন। পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৬ হাযার ৫৯৪ জন। সর্বমোট পাস করেছে ৪২ হাযার ৫৭৬ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১২ জন। ফাযিল পরীক্ষায় ১৮ হাযার ৪১২ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পাস করেছে ১৪ হাযার ৪৫৬ জন। কামিল পরীক্ষায় ৭ হাযার ৯৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পাস

www.ahlehadeethbd.org

করেছে ৭ হাযার ৫৩৮ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ২ হাযার ৪৯৫ জন।

কারিগরি বোর্ডঃ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পাসের হার ৬৯.৭৪। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, ডিপ্লোমা ইন কমার্স ও ভোকেশনাল-এ পাসের হার যথাক্রমে ৬৯.৭৪, ৭১.৭৩ ও ৭১.৩০।

হিমায়িত খাদ্য রফতানী করে আয় তিন হাযার দুইশ' কোটি টাকা

বছরে দশ হাযার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের কাছে হিমায়িত খাদ্য রফতানীতে নিয়োজিত কারখানাগুলি বিদেশ হ'তে ডিউটি ফ্রী চিংড়ি ও মাছ আমদানীর অনুমতি চেয়েছে। এ সুবিধা পাওয়া গেলে হিমায়িত খাদ্য কারখানাগুলির বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে বন্ধ ও আংশিক চালু কারখানাগুলি সচল করা সম্ভব হবে। ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। এদিকে সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে হিমায়িত খাদ্য রফতানী করে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে, যা এ যাবৎকালের রফতানী আয়ে এই খাতে সর্বোচ্চ রেকর্ড। উল্লেখ্য যে, দেশে বর্তমানে ৬৮টি হিমায়িত খাদ্যশিল্প প্রতিষ্ঠান রফতানীর জন্য সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত।

ধানচাষ বৃদ্ধি দেশে অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে!

বাংলাদেশে ধান চাষ যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই বাড়ছে পুষ্টিহীনতা ও দারিদ্র্য। ধানের আবাদ বাড়াতে গিয়ে বর্তমানে ডাল, তেল, সবজি, ফলমূল, গম, আখ, পাট ও মসলা জাতীয় ফসল এবং মাছ, মাংস ও দুধের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেক কমে গেছে। অথচ এসব ফসলের বেশীরভাগই হচ্ছে জনগণের পুষ্টি ও দরিদ্র কৃষকের নগদ অর্থের অন্যতম প্রধান উৎস। ধানের আবাদী জমির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচণ্ড ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া ধান চাষ বৃদ্ধির ফলে দেশে অন্যান্য কৃষিপণ্যের বাজার বর্তমানে প্রায় পুরোপুরি আমদানী নির্ভর হয়ে উঠেছে এবং এসব কৃষিপণ্যের মূল্যও সাম্প্রতিককালে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর উচ্চমূল্যে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য কিনতে গিয়ে দেশের স্বল্প আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষ হিমশিম খাচ্ছে। খাদ্যপণ্যের পেছনেই তাদের আয়ের প্রায় সবটুকু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় দারিদ্র্য পরিস্থিতি প্রকট হচ্ছে এবং ভারসাম্যপূর্ণ পর্যাপ্ত ক্যালরি ও পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মীর্জা আলতাফ হোসেন জানান, সীমিত কৃষি জমির রেশনিংয়ের মাধ্যমে ধানের জমি কমিয়ে এনে উৎপাদন আরও বাড়ানো গেলে এতে একদিকে চালের দাম যেমনি হ্রাস পেত, তেমনি অন্যান্য রবি ফসল ও ফলমূল মাছ-মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে সেসবের মূল্যও কমে এলে সব শ্রেণীর মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ ক্যালরি ও পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা অনেক বাড়ত। সেই সাথে এর ফলে দরিদ্র মানুষের হাতেও টাকা-পয়সার সংস্থান বাড়ত এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হ'ত।

বিশ্বে দারিদ্র্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ

'বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কার স্বার্থ রক্ষা করে, উদারীকরণঃ কৃষি, বাণিজ্য ও জনসেবা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, পৃথিবীতে দরিদ্রতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ দায়ী। তাদের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি ঢালাও উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, একচোখা মুক্তবাজার নীতির ফলে দারিদ্র্য বেড়েছে। এ দু'টি সংস্থার আমূল সংস্কার ছাড়া কোনভাবেই দরিদ্রতা কমানো সম্ভব নয়। বরং তা আরও বেড়েই যাবে। বক্তারা আরো বলেন, সত্যিকার উন্নয়ন করতে হ'লে শর্তবিহীন ঋণ দিতে হবে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে রাষ্ট্রসমূহকে সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিতে হবে। অন্যথায় যে ঋণ দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে, শিল্প-কারখানা ধ্বংস করে, সে ঋণ নেয়ার চেয়ে না নেয়াই ভাল। 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সংহতি পরিষদ' গত ৪ সেপ্টেম্বর এ সেমিনারের আয়োজন করে।

আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের ত্যাগের স্বীকৃতি

বিহারের রাজধানী পাটনার ছাদেকপুর মহল্লার স্বাধীনতা সংগ্রামী আহলেহাদীছ ওলামা নেতৃবৃন্দকে বৃটিশ সরকার জেল-যুলুম-ফাসি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, আন্দামানে দ্বীপান্তর ও যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে। তাদেরকে সেখানে যে সেলে রাখা হ'ত, তার এক একটি কক্ষ ছিল ৫ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ছাদের নীচে ছোট একটু ছিদ্রপথ, যা দিয়ে অতিকষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল করত। দিনরাত ঐ অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে তাদের বসবাস করতে হ'ত। সারা দিনে একবার মাত্র দু'খানা রুটি, ডাল ও পানি দেওয়া হ'ত। তারপর দরজা বন্ধ করে দিত। কখনো কখনো সেই রুটিতে চার ভাগের তিন ভাগ মাটি ও বালু মেশানো থাকত। জেলখানার নিয়ম মোতাবেক প্রথমেই তাদের দাড়ি-গোফ চেছে ফেলা হ'ত। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী তাঁর ছিন্ন দাঁড়িগুলি হাতে উঠিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমরা গ্রেফতার হয়েছি এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় তুমি কর্তিত হয়েছ'। এইভাবে একটানা নির্যাতন সইতে সইতে ১৯৭০ সালের পূর্বেই অসংখ্য মুজাহিদ ওলামা আন্দামানের 'রস দ্বীপে' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইংরেজ দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী এই সকল ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ বীর ওলামা ও মুজাহিদগণকে স্মরণ করে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু ছাদেকপুর সফরে এসে বলেন, 'যদি সারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ছাদেকপুরের আহলেহাদীছ ওলামা ও মুজাহিদ নেতাদের অবদানকে এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে ছাদেকপুরের পাল্লা ভারি হবে'। *(স.স)*

[উর্দূ মাসিক নওয়ায়ে ইসলাম, দিল্লী-এর সৌজন্যে]

বিদেশ

যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে বিশ্বের সাড়ে ৪ কোটি শিশু শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত

যুদ্ধ, ধ্বংস, সন্ত্রাস ও অন্যান্য অনিয়মের জন্য সারাবিশ্বের মোট ৪ কোটি ৩০ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখ দেখতে পারে না। বিশ্বসংস্থা 'সেভ দি চিলড্রেন' দাবী করেছে, বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিশ্বের নেতৃবৃন্দের এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। শিশুদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার প্রধান কারণ হ'ল যুদ্ধ। প্রাণঘাতি যুদ্ধ মানুষকে যেমন তার ভিটেমাটি থেকে অতিদূরে সরিয়ে দেয়, সেই সাথে ছোবল হানে মৃত্যু। আর শিশুরা হয়ে যায় ছিন্নমূল। তখন তাদের জীবনজীবিকার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় তারা হারিয়ে যায় পথে-বিপথে। তারা যেমন তাদের অভিভাবকদের হারায়, তেমনি হারায় সহায়-সম্পদ। তারা মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। তখন এই শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হয়ে যায় দুঃস্বপ্ন মাত্র। 'সেভ দি চিলড্রেন' জানিয়েছে, যে সব দেশে যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে শিশু শিক্ষা পিছিয়ে আছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল সোমালিয়া, কঙ্গো, চাঁদ, নেপাল, এঙ্গোলা প্রভৃতি।

গাড়ী চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে শাস্তি

ড্রাইভিং সিটে বসে মোবাইলে কথা বলা নিষেধ। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্ণর আরনল্ড সোয়ার্জনেগার এ আইন জারি করেন। তবে আইনটি ২০০৮ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হবে। তিনি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা তখনই কমানো সম্ভব, যখন গাড়ি চালক গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। বেশির ভাগ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার সময় চালক মোবাইলে কথা বলছিলেন। সোয়ার্জনেগার বলেন, তার এ আইন জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে। এজন্য জনগণের সহযোগিতা ও সচেতনতা প্রয়োজন। আইন লংঘনকারীদের প্রথমবারে ২০ ইউএস ডলার এবং দ্বিতীয়বারে ৫০ ইউইস ডলার জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

আফগানিস্তান ও ইরাকে আগ্রাসন চালাতে যুক্তরাষ্ট্র টুইন টাওয়ারের নাটক সাজায়

-শ্যাভেজ

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ বলেছেন, আফগানিস্তান ও ইরাকে আগ্রাসনের বৈধতা প্রমাণ করতে মার্কিন সরকার ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার নাটক সাজিয়েছে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ভেনেজোলানা ডি টেলিভিশনে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক ভাষণে গত ১২ সেপ্টেম্বর শ্যাভেজ (৫২) বলেন, 'এখন এটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই তাদের আগ্রাসনের যথার্থতা প্রমাণের জন্য তার নিজের জনগণের বিরুদ্ধে এই জঘন্য আগ্রাসন চালিয়েছে'। শ্যাভেজ বলেন, 'ডিনামাইট দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে'। তিনি এ ঘটনার আগাগোড়া পরীক্ষা ও তদন্ত করে দেখা দরকার বলে মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, 'আফগানিস্তান ও ইরাকে জঘন্য মার্কিন আগ্রাসনের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্যই মার্কিন সরকার এই জঘন্য কাজটা করেছিল। এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে দাড় করানো। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরপরই বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য মার্কিন সরকার বলেছে, 'ওসামা বিন লাদেন এই হামলার উদগাতা'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও জিহাদ সম্পর্কে পোপের বিষোদগার

রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট জার্মানির রিজেন্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১২ সেপ্টেম্বর 'ধর্ম ও যুক্তির মধ্যকার সম্পর্ক' শীর্ষক বিষয়ে ৩২ মিনিট ভাষণ দেন। এতে তিনি মহানবী (ছাঃ) ও জিহাদ সম্পর্কে বিষোদগার করেন। তিনি বলেন, 'ইসলাম ধর্মে জিহাদের মধ্যে নিহিত আছে হিংসা ও যুদ্ধের কথা। এগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপন্থী'।

তিনি তার ভাষণে 'জিহাদ' ও 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দ দু'টি ব্যবহার করে চতুর্দশ শতকের বাইজান্টাইন খৃষ্টান সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েল কর্তৃক মহানবীর সমালোচনার উদ্ধৃতি দেন। সম্রাট তার সমসাময়িক একজন পার্সিয়ান পণ্ডিতের সাথে বিতর্ককালে বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নতুন কি নিয়ে এসেছেন তা আমাকে দেখান। আর আপনি সেখানে দেখতে পাবেন সেইসব জিনিস, যা কেবলমাত্র অশুভ ও অমানবিক। যেমন- তলোয়ারের দ্বারা তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। পোপ বলেন, 'ইসলাম যুক্তি ও ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী। কেবল খৃষ্টান ধর্মেই মানুষ যুক্তিবাদ ঈশ্বর প্রদর্শিত পথে চলে'।

তার এ বক্তব্যের পরপরই বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিসর, কাতার, কুয়েত, সউদী আরবসহ বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন দেশের মুসলিম নেতাদের নিন্দা ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবির মুখে তিনি গত ১৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে এজন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের কাছে তার ভুল স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাননি ও তার বক্তব্য প্রত্যাহার করেননি।

সুরাইয়ুদ নয়া থাই প্রধানমন্ত্রী

থাইল্যান্ডের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়ানার উত্তরসূরি হিসাবে সামরিক কাউন্সিল সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল সুরাইয়ুদ চুলানন্তাকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছেন এবং রাজা ভুমিবল আদুল্যাদেজ তার মনোনয়ন অনুমোদন করেছেন। সরকারী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে থাই সংবাদ মাধ্যম গত ২৯ সেপ্টেম্বর এ খবর দেয়।

উল্লেখ্য, গত ১৯ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ বছর পরে সে দেশের সেনাবাহিনী পুনরায় ক্ষমতায় আসে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সামরিক কাউন্সিল গঠন করে। জেনারেল সোনথি বুনিয়ারাত গ্লিনকে সামরিক কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। অভ্যুত্থানের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে জেনারেল

www.ahlehadeethbd.org

সোনথি দেশে সত্যিকার এবং স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং শিগগির একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করার কথা বলেন। তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৯ দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া চলে এবং জেনারেল সুরাইয়ুদের নাম চূড়ান্তভাবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর তা শেষ হয়।

প্রথম মহিলা মহাকাশ পর্যটক আনুশেহ

বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাশূন্য পর্যটক আনুশেহ আনছারীসহ তিনজন নভোচারীকে নিয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের বাইনোকুর উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে রুশ মহাশূন্য যান সেয়ুজ আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই মহাশূন্য পরিভ্রমণে ইরানী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আনুশেহ আনছারীকে দুই কোটি ডলার গুনতে হয়েছে। ৪০ বছর বয়স্ক আনুশেহ পেশাগতভাবে একজন ব্যবসায়ী। এই বিস্ময়কর মহাশূন্য যাত্রায় তার অপর দুই সঙ্গী হচ্ছেন মার্কিন নভোচারী মাইকেল লোপেজ এলেগ্রিয়া এবং রুশ নভোচারী মিখাইল ট্যুরিন। উল্লেখ্য, মহাশূন্য যানটি ২৯ সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে এসেছে।

পাশ্চাত্যের মহিলাদের প্রতি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবান

সম্প্রতি আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পক্ষ হ'তে পাশ্চাত্য বিশ্বে দ্রুত প্রসারমান যৌনরোগ সমূহ দূরীকরণের উপায় অনুসন্ধানের জন্য মুসলিম-অমুসলিম নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তার ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে পাশ্চাত্যের মহিলা সমাজের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা (এইডস্ প্রভৃতি) যৌন রোগসমূহ থেকে বাঁচতে চাও, তবে অতিদ্রুত মুসলিম মহিলাদের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন শুরু কর। যাদের নিকটে তাদের চারিত্রিক বিশুদ্ধতাই সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। তারা বলেন, মুসলিম নারী, চাই তিনি ছাত্রী হৌন বা শিক্ষিকা হৌন, কর্মকর্তা-কর্মচারী হৌন বা ব্যবসায়ী হৌন সর্বত্র তিনি ইসলামের দেওয়া নৈতিক বিধান সমূহ মেনে চলেন এবং নিজের চরিত্র সম্পদকে হেফাযত করে থাকেন।

বার্মিংহাম থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক ছিরাতে মুস্তাক্বীম জুলাই'০৬ -এর সৌজন্যে।

ভারতে ছয়শ' মসজিদে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন ভারতের ছয় শতাধিক মসজিদে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে, এগুলি প্রাচীন নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত বিধায় সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন ব্যবহারের অযোগ্য। ভারতের দৈনিক 'দি এশিয়ান এজ' পত্রিকার বরাতে উক্ত 'মসজিদ সমূহের পুনর্বাসন কমিটি'র নেতা ইস্তেযার নাঈম বলেন, সরকারের নযর কেবল মসজিদের দিকেই পড়ে। অথচ এ ধরনের অগণিত মন্দির রয়েছে, যা হাযার বছরেরও অধিক পুরানো। হিন্দুদের সেখানে পূজা করতে নিষেধ করা হয় না।

মুসলিম জাহান

সাদ্দামের সঙ্গে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক নেই

-মার্কিন সিনেট কমিটি

ক্ষমতাচ্যুত ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক নেই বলে মার্কিন সিনেটের এক দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টে জানানো হয়েছে। সিনেটের রিপোর্টে বলা হয়, মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ইরাকের শীর্ষ আল-কায়েদা নেতা আবু মুছ'আব আয-যারকাবীর সঙ্গেও সাদ্দাম হোসেনের কোন সম্পর্ক অথবা যোগাযোগ ছিল না। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে অতীতেও আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক ছিল না বলে এতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ২০০১ সালের মার্চ মাসে ইরাক যুদ্ধ শুরুর আগে কিংবা পরে আল-কায়েদার সঙ্গে সাদ্দামের সম্পর্ক অথবা কোন ধরনের যোগাযোগ ছিল না বলে সিনেট এখন নিশ্চিত। এ বিষয়ে ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' পরিচালিত তদন্তের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিনেটের প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর তা প্রকাশ করা হয়।

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর তদন্তের পর শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' এবং 'এফবিআই'সহ পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের মিত্রদের সকল গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত রিপোর্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সিনেটরদের সমন্বয়ে গঠিত সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির নিজস্ব তদন্ত দলের প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে আল-কায়েদার সম্পর্ক ছিল বলে বুশের দাবী যে মিথ্যা তা এর দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হ'ল।

লেবাননে ১২ লাখ ইসরাঈলী গুচ্ছবোমা

লেবাননে এক মাসের আগ্রাসন কালে ইসরাঈল সে দেশে ১২ লাখ গুচ্ছবোমা (ক্লাষ্টার বোমা) নিক্ষেপ করেছিল। ৩৪ দিনের লেবানন যুদ্ধ সম্পর্কে এক সিনিয়র ইসরাঈলী সেনা কর্মকর্তার মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে জেরুযালেমের হারেটজ সংবাদপত্র গত ১৩ সেপ্টেম্বর একথা জানায়। হিযবুল্লাহ মুজাহিদদের 'উন্মাদ ও ভয়ংকর' আখ্যায়িত করে অজ্ঞাতনামা এই কর্মকর্তা বলেন, এছাড়া ১৫৫ মিঃ মিঃ মর্টার ও বিমানযোগেও ক্লাষ্টার বোমা নিক্ষেপ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৪ আগষ্ট যুদ্ধবিরতির পর প্রথম ১৫ দিন অবিস্ফোরিত ক্লাষ্টার বোমায় ৫২ জন লেবাননী নিহত হয়।

ভৌতিক বৃক্ষ!

মালয়েশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় পিনাং রাজ্যের একটি গ্রামে আশ্চর্যজনক একটি গাছ লোকজনের মাঝে কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। এই গাছের গুঁড়িতে মানুষের মুখের আকৃতি দেখা গেছে। হাযার হাযার লোক এই গাছ দেখার জন্য প্রতিদিন সেখানে ভিড় করছে। গ্রামবাসী এই সুপারির গাছটিকে 'ভৌতিক গাছ' উপাধি দিয়েছে। তাদের মতে, এই গাছটির গুঁড়িতে মানুষের মুখাকৃতি দেখা যাচ্ছে। তাতে ভ্রু ও প্রশস্ত নাকও রয়েছে। যা প্রতিদিনই পরিবর্তন হচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org

পারমাণবিক জ্বালানি অর্জনের অধিকার ইরানের রয়েছে

'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে'র (ন্যাম) চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহারের অধিকার তেহরানের রয়েছে বলে ন্যামভুক্ত দেশগুলির নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ন্যামের ১১৮ সদস্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যেখানে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক জ্বালানির গবেষণা, উৎপাদন ও ব্যবহারের মৌলিক অধিকার সব রাষ্ট্রেরই রয়েছে বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, তেহরানের পারমাণবিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় কোন পূর্ব শর্ত ছাড়াই আলোচনা পুনরায় শুরু করা।

৫৫টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এবং ১১৮ জন প্রতিনিধি তাদের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে ইরানের পারমাণবিক জ্বালানি লাভের অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তারা জাতিসংঘের সংস্কার সাধনের দাবী জানান, যাতে নিরাপত্তা পরিষদে ন্যামভুক্ত দেশগুলির পক্ষ থেকে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি থাকতে পারেন। নেতৃবৃন্দ বিশ্বে মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করেন। ঘোষণাপত্রে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডের ব্যাপারে ইসরাঈলের অবৈধ নীতি এবং লেবাননে ইসরাঈলের সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

ইরাকে ২ মাসে সাড়ে ৬ হাযারের বেশী বেসামরিক লোক নিহত

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে কমপক্ষে ৬ হাযার ৫শ' ৯৯ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের এক রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, জুলাই মাসে নিহত হয় প্রায় ৩ হাযার ৫শ' ৯০ জন এবং আগষ্ট মাসে নিহত হয়েছে ৩ হাযার ৯ জন। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, জুলাই মাসে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বেশী এবং এ কারণে এ মাসে বেসামরিক লোকজন নিহতের সংখ্যা খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। বাগদাদ ও আরো কয়েকটি যেলায় আগষ্ট মাসের শুরুতে নিহতের সংখ্যা কম থাকলেও সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে নিহতের সংখ্যা বেড়ে যায়।

ইরাকে যুলুম-নির্যাতন সর্বকালের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে

ইরাকে বর্তমানে মানুষের উপর যে যুলুম-নির্যাতন চলছে তার হিংস্রতা ও ভয়াবহতা সর্বকালের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। খোদ জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী বিশেষজ্ঞ ম্যানফ্রেড নোয়াক তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের সময় যে অত্যাচার হ'ত বর্তমানে তার চেয়ে বেশী জঘন্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়, বন্দীদের লাশে বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করে প্রহারের চিহ্ন রয়েছে। মাথায় ও গোপনাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন আছে। তাদের হাত ও পাগুলি ভাঙ্গা এবং লাশে ইলেকট্রিক শক দেয়ার ও সিগারেটের আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। বাগদাদের মর্গে যে সব লাশ আনা হয় সেগুলির উপর অত্যাচার চালানোর চিহ্ন রয়েছে। যেমন এসিড দিয়ে তাদের দেহের অংশবিশেষ পুড়ানো হয়েছে। রাসায়নিক উপাদান দিয়ে শরীর পুড়ানো হয়েছে। অনেক লাশের চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে, হাত-পায়ের হাড় ভাঙ্গা হয়েছে, চোখ ও দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে। তাদের শরীরে ড্রিল মেশিন দিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করা হয়েছে। আবার অনেকের নখ তুলে ফেলা হয়েছে। এসব লাশ মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী পরিচালিত কারাগার থেকে পাওয়া গেছে।

ইরাককে ইহুদীকরণ প্রক্রিয়া

ইরাকের আনবার, ছালাহুদ্দীন ও বালী প্রদেশে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বৃহস্পতি ও শুক্রবারের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবার করা হয়েছে। কেননা ইহুদীদের ছুটির দিন হ'ল শনিবার। দেশের ধর্মীয় শিক্ষা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় যেখানে এ যাবত কালেমায়ে শাহাদাত 'লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা ছিল, বর্তমানে নতুন ইরাকী প্রশাসন সেখানে উক্ত কালেমা উঠিয়ে দিয়েছে।

সেখানকার 'ইসলামী শিক্ষা' বই থেকে কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরান বাদ দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে যে, এ সূরার মধ্যে অধিকহারে ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বর্ণিত হয়েছে এবং জিহাদের প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইরাকের আরবীয় ও ইসলামী চরিত্র মুছে দেওয়ার জন্য নতুনভাবে যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, সেখান থেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস, খালিদ বিন ওয়ালীদ সহ ইসলামের বীর ছাহাবীগণের ও বিজয়ীগণের ইতিহাস এমনকি গাযী ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর ইতিহাসও বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর যোগ করা হয়েছে ফেলে আসা ইরানী, পারসিক ও যারদাশতী কাহিনী ও স্মৃতি সমূহ।

ইরাকীদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য নোংরা ছবির সিডিসমূহ একপ্রকার ফ্রি বিতরণ করা হচ্ছে এবং দেদারসে বিতরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন ব্রাণ্ডের উত্তেজক মদসমূহ বাগদাদ ও আশপাশের শহরগুলিতে। এমনকি এখন বাগদাদের সিনেমা হলগুলিতে একটি টিকিটে ৬টি যৌন ছবি একবারে দেখানো হচ্ছে।

কয়েকশত চরমপন্থী খৃষ্টান এনজিও সেখানে দিনরাত তৎপর রয়েছে। ইরাকী প্রশাসনের সরাসরি মদদে তারা সেখানে তাদের অসদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা সেখানে হাযার হাযার ইঞ্জীলের কপি ফ্রি বিতরণ করেছে।

ইরাককে সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করার জন্য এবং একে একটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে আমেরিকা ৩০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে এবং ১০০ দক্ষ আমেরিকানকে নিয়োগ করেছে ইরাকী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন আব্দুয যোহরা আব্দুল হুসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি। যিনি বিগত ২৫ বছর যাবত ইরানে অতিবাহিত করেছেন। যার প্রধান লক্ষ্য হ'ল ইরাককে ইরানী সংস্কৃতিতে পরিবর্তিত করা এবং তার আরবী ও ইসলামী চরিত্র ভুলিয়ে দেওয়া। এছাড়াও শতশত মিলিয়ন ডলার সেখানে ব্যয় করছে মধ্যপ্রাচ্য গীর্জা সমিতি এবং আমেরিকান গীর্জা সমূহ।

ইরাক এখন ইসরাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর বিচরণভূমিতে পরিণত হয়েছে। যাদের কাজই হ'ল ইরাককে অস্থিতিশীল করা এবং পরস্পরে মারামারি ও হানাহানিতে ইরাকীদের লিপ্ত করিয়ে দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাছিল করা।

www.ahlehadeethbd.org

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চাঁদের কক্ষপথ ডিম্বাকৃতির

চাঁদ সম্ভবত তার গঠন লাভের পর দশ কোটি বছর ধরে তার ভিন্নকেন্দ্রী বৃত্তের কক্ষপথে আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। মার্কিন জ্যোতির্বিদরা একথা জানিয়েছেন। 'ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি'র (এমআইটি) জ্যোতির্বিদরা বলেছেন, চাঁদের নিরক্ষরেখার প্রান্তভাগে কেন এই বিশাল স্ফীতি তাকে বলা যেতে পারে এক রহস্য হিসাবে, যা বিজ্ঞানীদের বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ফরাসী গণিতবিদ পিয়েরে-সিমন লাপলাসি ১৭৯৯ সালে প্রথমে এটি পত্যক্ষ করেন। বিজ্ঞানীরা আজও চাঁদের এই বেঢপ আকৃতি ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। বলা হয়ে থাকে, ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন চাঁদের গতিবিধি সম্পর্কে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত তথ্য উপস্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়েন। নক্ষত্র বিজ্ঞানী প্রফেসর মারিয়া জুবেরের নেতৃত্বে 'এমআইটি'র বিজ্ঞানী দল জানায়, চাঁদের এই বেঢপ আকৃতি একটি ভিন্ন কক্ষপথের আভাস দেয়। চাঁদের নিরক্ষরেখার চারপাশের অতিরিক্ত সামগ্রী, ফসিল বাল্‌কে এভাবে বলা যেতে পারে যে, এই উপগ্রহটি তার গঠনের পর থেকে যদি দশ কোটি বছর ধরে ডিম্বাকৃতির ভিন্নকেন্দ্রী বৃত্ত কক্ষপথ পরিক্রমণ করে থাকে, তাহ'লে এটি এখনো তার সঠিক বা পূর্ণাঙ্গ আকৃতি লাভ করেনি।

বার্ড ফ্লু'র ওষুধ আবিষ্কৃত

বৃটেনের ওষুধ কোম্পানী 'গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইন' বলেছেন, তারা প্রাণঘাতী রোগ বার্ড ফ্লু'র ওষুধ আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। ২০০৭ সাল থেকে এই ওষুধ ব্যাপক উৎপাদন ও বাজারজাত করা যাবে বলে তারা আশা করছেন। এই ওষুধ বেলজিয়ামের এক ক্লিনিকে ৩.৮ মাইক্রোগ্রামের দুই ডোজ ব্যবহারের ফলে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। গ্ল্যাক্সো এখনো তার নিজস্ব পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেনি। অবশ্য এই ওষুধের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে তিন মাসে গ্ল্যাক্সোর মুনাফা ১৪ শতাংশ বেড়ে যায়।

কেঁচো থেকে ইলেকট্রনিক নাক

একটি ইলেকট্রনিক 'সাইবার নৌজ' উদ্ভাবনের জন্য অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীরা কেঁচো এবং অন্য কিছু পতঙ্গের গন্ধ বিষয়ক সেন্সরের পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই ইলেকট্রনিক নাক বিমান বা ট্রেন যাত্রীদের শরীর থেকে বিষ্ফোরকের গন্ধ শুঁকবার চূড়ান্ত কাজে ব্যবহার করা হবে বলে জানা গেছে। কার্যক্রমের প্রধান গবেষক ষ্টিফেন ট্রোয়েল সম্প্রতি আশা প্রকাশ করেছেন যে, কেঁচো বা পতঙ্গসমূহ যেভাবে গন্ধ নিয়ে থাকে তা অনুকরণ করে তারা একটি ইলেকট্রনিক নাক উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন। এই কৃত্রিম নাকটি উদ্ভাবন করা সম্ভব হ'লে বিভিন্ন সুরার সূক্ষ্ম ঘ্রাণের পার্থক্য, খাবার ও অন্যান্য পানীয়র ঘ্রাণ নিয়ে তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে। ট্রোয়েল জানান, এক সময় এই কৃত্রিম নাক বিমানবন্দরে আক্রমণাত্মক কুকুরের স্থলাভিষিক্ত হবে। এছাড়া কিছু ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থা শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হবে। অষ্ট্রেলীয় সরকারের প্রধান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক দপ্তর সিএসআইআরও, অষ্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং মনাশ ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এই প্রকল্পে কাজ করবে। এই প্রকল্পে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

ট্রোয়েল জানান, কেঁচো এবং পতঙ্গের সরল জেনেটিক ও স্নায়ু কাঠামো রয়েছে। এর ফলে বিজ্ঞানীদেরকে তাদের প্রখর ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তিনি জানান, এদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সম্পর্কে জানার পর বিজ্ঞানীরা এর অনুকরণে একটি ইলেক্ট্রনিক কৃত্রিম নাক বানাতে সক্ষম হবেন।

কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে হলুদ ও পেঁয়াজ

হলুদের কারকিউমিন আর পেঁয়াজের কুয়েরসেটিনের সমন্বয়ে তৈরী পিল ব্যবহার করে অন্ত্রের ক্যান্সার চিকিৎসায় সাফল্য পাওয়া গেছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এ পিল মানুষের অন্ত্রে প্রাক-ক্যান্সার ঘা বা ক্ষতের আকার কমিয়ে দেয়। কারকিউমিন হ'ল একটি রাসায়নিক এবং কুয়েরসেটিন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। নিম্ন অন্ত্রে সামিলিয়াল অ্যাডেনোমাটাস পলিপোসিস (এফএপি) নামে প্রাক-ক্যান্সার পলিপ (অপ্রয়োজনীয় বাড়তি গোশতপিণ্ড) আক্রান্ত পাঁচ রোগীকে গবেষকরা নিয়মিত এ পিল খেতে দেন। গড়ে প্রায় ৬ মাস পর দেখা যায় ৬০.৪ ভাগ পলিপ হ্রাস পেয়েছে এবং টিকে থাকা পলিপের আকার ৫০.৯ ভাগ কমে গেছে। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিনের গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজি'র এমডি ফ্রান্সিস এম. গিয়ারডিয়েলোর নেতৃত্বে একদল গবেষক এ তথ্য দেন।

এএফপি আক্রান্ত রোগীদের উপর 'কারকিউমিন ও কুয়েরসেটিনের ইতিবাচক প্রভাবের এটাই প্রথম প্রমাণ বলে গিয়ারডিয়েলো জানান। ক্লিনিক্যাল গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজি অ্যান্ড হেপাটোলজি জার্নালে তাদের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

গিয়ারডিয়েলো বলেন, পিলে কুয়েরসেটিনের যে মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেকেই তাদের প্রতিদিনের আহারে খেয়ে থাকেন। কারকিউমিনের মাত্রাটা সাধারণ ডায়েটের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তবে খাবারের সঙ্গে হলুদ ও পেঁয়াজ খেয়ে পিলের সমান ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ইলেক্ট্রিক কার তৈরী

সেলফোন কিংবা ল্যাপটপে ব্যবহৃত লিথিয়াম ব্যাটারিতে ঘণ্টায় ১৩৫ মাইল বেগে চলতে পারে এমন একটি ইলেক্ট্রিক মোটর গাড়ী তৈরী করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালীর একটি কোম্পানী। মটর সিটি মিশিগানের ডেট্রয়েট যখন ক্ষতবিক্ষত, জ্বালানীর মূল্য বাড়তে থাকায় ড্রাইভাররা যখন ক্ষুব্ধ ঠিক এমনি সময়ে ইলেক্ট্রিক গাড়ী তৈরীর ঘোষণা দিয়ে বিশ্বকে [illegible] করল 'টেসলা মটর ইনক' নামক একটি কোম্পানী। নবউদ্ভা[illegible] গাড়ীটি বাজারে ছাড়ার জন্য ইতিমধ্যেই ৬০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে কোম্পানীটি। 'টেসলা মটর ইনক'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' জানায়, লিথিয়াম ব্যাটারিতে ঘণ্টায় ১৩৫ মাইল বেগে চলতে পারবে গাড়ীটি এবং ২০০ মাইল চলার পর পুনরায় চার্জ করতে হবে। অর্থাৎ চার্জ করা অতিরিক্ত ব্যাটারি সাথে থাকলে ২০০ মাইল পর সেটি পরিবর্তন করতে হবে। গাড়ীতে চার্জার থাকবে। সুতরাং পরবর্তী ২০০ মাইল চলতে চলতে পুরনো ব্যাটারিটি ব্যবহারের উপযোগী হবে। প্রথম ইলেক্ট্রিক কার হিসাবে এটা দেখতে যেমন আকর্ষণীয় তেমনি এর দামও অনেক বেশী। এর মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১ লাখ ডলার।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

অবিলম্বে আমীরে জামা'আতকে মুক্তি দিন

জামতৈল, সিরাজগঞ্জ ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির দাবীতে জামতৈল রেলষ্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অন্যায়ভাবে আলেম নির্যাতন করে এই সরকার অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। আমাদের মত নিরপরাধ আলেমগণকে বিনা কারণে মাসের পর মাস জেলখানায় আটকে রেখেছিল। অবশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু আমাদের আমীরে জামা'আতকে এখনো সরকার আটকে রেখেছে। এই সরকার জাতির সাথে সীমাহীন প্রতারণা করে চলেছে। তিনি অবিলম্বে আমীরে জামা'আতকে মুক্তি দিয়ে জাতির নিকটে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতীন, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলেম-ওলামাদের উপর অন্যায় নির্যাতন তাওহীদী জনতা সহ্য করবে না

বগুড়া, ১৮ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে বগুড়া শহরের সাতমাথায় অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, এই সরকার ডঃ গালিবকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছে। তাঁর এই অন্যায় গ্রেফতারের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, জোট সরকার আলেম-ওলামাকে সম্মান করতে জানে না এবং দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধও নেই। তিনি আরও বলেন, জোট সরকার ইসলামের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় আসলেও ইসলামের জন্য কিছুই করেনি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'-কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ ছইমুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল

গাইবান্ধা, ২১ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা যেলার যৌথ উদ্যোগে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে স্থানীয় রেলষ্টেশন মসজিদ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহসান হাবীব-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ১নং ট্রাফিক মোড়ে এসে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আযীয প্রমুখ।

খুলনা, ২৫ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় পাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, জঙ্গীবাদ ও বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনের প্রতিবাদে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদের নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিলটি পাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উক্ত মসজিদ প্রাঙ্গণে এসে একটি সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময়ে নেতা-কর্মীরা 'বিনা বিচারে কারানির্যাতন, মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘণ', ডঃ গালিব জেলে কেন? জোট সরকার জবাব চাই; অবিলম্বে ডঃ গালিবের নিঃশর্ত মুক্তি চাই। 'মিথ্যা মামলায় নির্যাতন ৫৪৩ দিন, আর কত'? প্রভৃতি শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, প্লাকার্ড ও ফেষ্টুন বহন করেন।

যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদ্য কারামুক্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস. এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, মানিকহার এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ জি.এম. আব্দুল খালেক, খুলনা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আল-আমীন, সাধারণ সম্পাদক রাজিবুল হাসান প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ৩ কোটি আহলেহাদীছের অবিসংবাদিত নেতা ও নয়নমণি। তিনি একজন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি, আদর্শ সমাজ সেবক ও সংগঠক। তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায়ভাবে বন্দী রাখা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। দেশের আলেম-ওলামা সহ কোন নাগরিককে বিনা দোষে বন্দী রাখা কোন সরকারের জন্য সমীচীন নয়। বক্তাগণ অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন

যশোর, ১৮ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় শহরের ষষ্টিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি, আলহাজ্জ আবুল খায়েরকে সহ-সভাপতি ও মাওলানা বযলুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

তাবলীগী সফর

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশিদপুর পূর্বপাড়া শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র শাখার সদস্য মাওলানা মুযযাম্মিল হক প্রমুখ।

কর্মী প্রশিক্ষণ

খুলনা, ১৫ আগষ্ট মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহানগরীর গোবরচাকা মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলী হাফেয ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মামূনুর রশীদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন। প্রধান অতিথি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের দায়িত্ব-কর্তব্য, সংগঠন মযবুতকরণের বিভিন্ন উপায়, অফিস পরিচালনা, প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকা হ'তে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মী ও দায়িত্বশীল উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।

www.ahlehadeethbd.org

আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে
মুক্তাঙ্গনে আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির দাবীতে আহলেহাদীছ জাতীয় মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট'-এর চেয়ারম্যান ও 'এনটিভি'র ইসলামিক অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'-এর আমীর হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান, 'খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ-এর ইউরোলজী বিভাগের প্রধান ডাঃ মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম.আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় আইনজীবি পরিষদ'-এর আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট জার্জিস আহমাদ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আখতার মাদানী এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠপুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

দুপুর ২-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ক্বারী মাওলানা নেছার ইবনু আহমাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে মুক্তাঙ্গনসহ গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা মোড়, প্রেসক্লাব, মহানগর নাট্যমঞ্চ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অর্ধ শতাধিক হর্ণ দেওয়া হয়। ফলে এ সম্মেলনের আওয়ায মুক্তাঙ্গন ছাড়িয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও সম্মেলনের সভাপতি **শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী** তাঁর বক্তব্যে বলেন, তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ইসলামের কথা বলে ক্ষমতায় আসীন হয়ে ইসলামের সেবক আলেম-ওলামাকে বন্দী করে তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। নির্দোষ-নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘ ১৮ মাস যাবৎ কারান্তরীণ রেখে এ সরকার যে যুলুম করছে এর অবশ্যম্ভাবী ফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন জঙ্গী, সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত আন্দোলন নয়; বরং জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন সদা সোচ্চার। আমাদের লেখনী, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং সাংগঠনিক তৎপরতাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। অথচ ডাহা মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ আমাদেরকে বন্দী করে দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ কারারুদ্ধ রাখা হয়। আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আমি সহ 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে আদালত মুক্তি দেয়। কিন্তু মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে এ সরকার এখনো অন্যায়ভাবে আটক রেখেছে। তিনি বলেন, অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেওয়া না হ'লে অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ এর সমুচিত জবাব দিবে।

এন,টি,ভি'র ইসলামিক অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক **মাওলানা আবুল কালাম আযাদ** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কুরআন-সুন্নাহর আন্দোলন এবং শিরক-বিদ'আত বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, অরাজনৈতিক আন্দোলনও নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, একটি দ্বীনী আন্দোলন। এ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঠিক জ্ঞান প্রচার করে মানুষ, সমাজ ও দেশকে সংস্কার করতে চায়। ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চিনি। তাঁর জ্ঞানের পরিধি, ব্যক্তিত্ব, আপোষহীনতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি সন্ত্রাসে বিশ্বাস করেন না এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনকেও সন্ত্রাসের পথে পরিচালনা করার কোন মানসিকতা রাখেন না। সন্ত্রাসের সাথে তাঁর দূরতম সম্পর্ক আদৌ ছিল না, এখনও নেই। যদি তিনি প্রকৃত দোষী হয়ে থাকেন তাহ'লে তাঁর শাস্তি বিধান করা হোক, আর যদি তা না হয়ে থাকে তাহ'লে অন্যায়ভাবে তাঁকে আটক রাখা মানবাধিকারের পরিষ্কার লংঘন। তিনি বলেন, ডঃ গালিব যেহেতু অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়েছেন সুতরাং তিনি মযলুম। মযলুম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাশীল। তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভবিষ্যতে আরো বড় খেদমতের জন্য কবুল করবেন এবং তিনি এদেশের আলেমসমাজ ও জনমানুষের নেতৃত্ব দিবেন ইনশাআল্লাহ।

তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, ডঃ গালিবের মত দেশের শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাসম্পন্ন বিজ্ঞ আলেমকে জেলখানায় আটক রেখে আপনারা নিজেদেরকে আলেম বিরোধী প্রমাণ করবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে যেহেতু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ নেই, তিনি এসবের বিরুদ্ধে বই লিখেছেন, আত-তাহরীকে ফতোয়া দিয়েছেন, বার বার এসব কর্মকান্ডের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, সুতরাং অবিলম্বে তাঁকে সম্মানের সাথে মুক্তি দিয়ে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। নইলে ক্বিয়ামতের দিন মাযলূমের দো'আ হ'তে মুক্তি পাবেন না।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমীর **হাফেয হাবীবুর রহমান** বলেন, ডঃ গালিবের মত অত্যন্ত উচুমানের পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রবীন প্রফেসর ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট আলেমকে মিথ্যা অভিযোগে একজন সাধারণ অপরাধীর মত জেলখানায় আটক রাখার বিষয়টি কল্পনা করতেও বিবেকে বাধে। অথচ আজও তিনি কারাবন্দী। যে সরকার এ ধরণের কাজ করতে পারে তারা অবশ্যই পশুত্বের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত। তিনি জোট সরকারের শরীক ইসলামী দলের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার দুঃখ হয় এ সরকারে আলেম-ওলামা রয়েছেন অথচ তারা নিশ্চিন্তে দীর্ঘদিন যাবৎ এ মহাঅন্যায়কে কিভাবে বরদাশত করছেন? কেন তারা নিশ্চুপ রয়েছেন? এখনো তারা এ অন্যায়ের প্রতিরোধে ভূমিকা নিচ্ছেন না, এটা ভাবতেই কষ্ট লাগে। আপনারা যদি নিজেদের মর্যাদা রাখতে চান, দেশে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চান, যদি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে চান তাহ'লে অবিলম্বে এ যুলুম থেকে বিরত থাকুন, প্রধানমন্ত্রীর নিকট ডঃ গালিবের মুক্তির দাবী জানান, নইলে সারাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আপনাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। এ সীমাহীন অপরাধের কারণে শেষ বিচারের দিনে আপনাদেরকে শাস্তিভোগ করতেই হবে। তিনি সরকারকে অতি সত্বর তাঁকে সম্মানের সাথে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানান।

'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল **মাওলানা জাফরুল্লাহ খান** বলেন, দেশের জাতীয় সম্পদ নষ্ট করে দেশকে যারা দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দেয়, দেশের অসহায়, দুঃস্থ লোকের মুখের আহার কেড়ে নেয়, দেশের মূল্যবান সম্পদ আত্মসাৎ করে তারা মুক্তি পেতে পারে কিন্তু ডঃ গালিবের মত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সুযোগ্য শিক্ষাবিদ, আলেমে দ্বীন, বিজ্ঞ পণ্ডিত কেন মুক্তি পান না? ডঃ গালিব আজ ১৮ মাস ৭দিন বন্দী আছেন। এই ১৮ মাস ধরে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করে আসছেন। কিন্তু সরকারের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করেনি। কারণ যাদের মানবতা আছে তাদের কাছে কথা বললে তার মূল্যায়ন হয়। কিন্তু যাদের মানবতা নেই তাদের কাছে কথা বলেও কোন লাভ হয় না। তেমনি এ সরকারের কোন মানবতা নেই। মানবতা থাকলে দুর্নীতি হ'ত না এবং ডঃ গালিবের মত বিজ্ঞ আলেমকেও বন্দী রাখতে পারত না। তিনি বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বহু মামলার আসামী। তাঁর মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু নির্বাচন যখন সন্নিকটে এবং তিনি যখন জোটে যোগদানের ঘোষণা দিলেন তখনই তাঁর মামলাগুলি একটার পর একটা অলৌকিকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে। অথচ নির্দোষ, নিরপরাধ ডঃ গালিব যামিনও পান না। তিনি আরো বলেন, এ সরকার ফেরাউনের মত যাকে ইচ্ছা কারারুদ্ধ করে, যাকে ইচ্ছা মুক্তি দেয়। এরশাদকে মুক্তি দেয়া অন্যায় নয়, কিন্তু ডঃ গালিব কি অন্যায় করেছেন? তাঁকে কেন মুক্তি দেয়া হবে না? তিনি 'জঙ্গী' হ'লে গ্রেফতারকৃত জঙ্গী নেতারা কেন তাঁর কথা বলছে না? তদুপরি আজও কেন অমানবিকভাবে তাঁকে বন্দী রাখা হচ্ছে? তিনি আরো বলেন, ডঃ গালিব একজন ব্যক্তি মাত্র নন, তিনি একটি সংগঠন। তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নইলে আগামী নির্বাচনে ক্ষমতার আশা হবে নিরাশার নামান্তর।

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান **ডাঃ মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম** বলেন, আদম (আঃ) থেকে মহানবী (ছাঃ) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল ও আলেমে দ্বীন হক্বের আওয়াযকে বুলন্দ করতে চেয়েছেন তাদের উপরই জেল-যুলুম সহ নানা নির্যাতন নেমে এসেছে। তারা সবাই তখন ধৈর্য ধারণ করেছেন। আজো আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সাথে সাথে আমরা সরকারের প্রতি ডঃ গালিবকে মুক্তি দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি। অন্যথায় তাদেরকে এর অশুভ একজন পরিণতি ভোগ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, যখন চরমপন্থী, সন্ত্রাসী, জঙ্গীগ্রুপ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনই তিনি এর প্রতিবাদ করেছেন। ফলে জঙ্গীরা তাঁকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছিল। এ কথা

www.ahlehadeethbd.org

সরকারও জানে। অথচ এরপরও সরকার তাঁকে মুক্তি দিচ্ছে না। এর কারণ আমাদের বোধগম্য নয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম বলেন, বর্তমান জোট সরকার এদেশের ৩ কোটি আহলেহাদীছের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আজ তাদেরই উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে। সুতরাং আগামী নির্বাচনে এ অত্যাচারের সমুচিত জবাব দেয়া হবে। তিনি বলেন, জেলে গিয়েছি আরো যাবো তবু ডঃ গালিবকে মুক্ত করেই ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। দরকার হ'লে এদেশের ৩ কোটি আহলেহাদীছ জনতা বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত,তবুও তারা ডঃ গালিবকে মুক্ত করেই ছাড়বে।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি **এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ** বলেন, জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে এদেশের আহলেহাদীছ জনতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারী '০৫ দিবাগত গভীর রাতে ডঃ গালিবসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে সেই ষড়যন্ত্রের জঘন্যতম বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। আমি ষড়যন্ত্রকারীদের জানিয়ে দিতে চাই, ষড়যন্ত্র করে এদেশের তিন কোটি আহলেহাদীছের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। স্তব্ধ করা যাবে না তাদের দ্বারা পরিচালিত নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনকে। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ দীর্ঘ ২৯ বছরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কোন নেতা-কর্মী দেশে প্রচলিত অন্যান্য সংগঠনের কর্মীদের মত দেশের জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট ও আইন-শৃংখলা বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হননি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' কোনরূপ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়। বরং এ সংগঠন দু'টিই দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করছে। অথচ এ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে চরম হয়রানি করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত প্রকৃত জঙ্গীদের ফাঁসি দেওয়ার সাথে সাথে তাদের মদদদাতা, অর্থদাতা, অস্ত্রদাতা গডফাদারদেরকে খুঁজে বের করে জাতির সামনে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক **ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন** বলেন, বর্তমান সরকার নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেছে। যদি তাদের সামান্য বোধশক্তি থাকত তাহ'লে নিরপরাধ ঘোষণা করার পরও আমীরে জামা'আতকে দীর্ঘ ১৮ মাস যাবৎ কারারুদ্ধ রাখত না। আমরা এ সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, দেড় বছর ধরে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ডঃ গালিবের মুক্তির জন্য আন্দোলন করে আসছি। এরপরেও সরকার যদি তাঁকে মুক্তি না দেয় তাহ'লে আমরা এ মুক্তাঙ্গন থেকেই দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, আহলেহাদীছরা এদেশে ভেসে আসেনি, বংশ পরম্পরায় তারা এদেশের নাগরিক। এ দেশে শান্তিতে বসবাসের অধিকার তাদেরও রয়েছে। ফুঁৎকার দিয়ে আহলেহাদীছদের আন্দোলনকে নিভিয়ে দেয়া যাবে না। যারা ডঃ গালিব ও আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মত প্রবীণ আলেমদের উপর নির্যাতন চালায় তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের সরকার বলতে আমাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে। তিনি অবিলম্বে ডঃ গালিবের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পুত্র **আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব** বলেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উপর দীর্ঘ প্রায় দু'টি বছর যাবৎ যে নির্মম কারানির্যাতন চলছে তা নবী-রাসূল ও প্রত্যেক যুগের হক্বপন্থী মনীষীদের জীবনে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য ধারা। আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এক চিরন্তন হক্বপন্থী আন্দোলন। স্বভাবতঃই এ আন্দোলন কখনোই বাতিলের প্রশংসা লাভ করেনি। বাংলাদেশের বুকে যেদিন থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রকৃতার্থে শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই একে নস্যাৎ করার পরিকল্পনাও জোরেশোরে শুরু হয়েছিল। যার সর্বশেষ চূড়ান্ত আঘাত এসেছিল ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী। বহু আন্দোলন সংগ্রামের পর ৩ জন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ফিরে আসলেও আমীরে জামা'আতকে আমরা আজও ফিরে পাইনি। তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ যদি এ দেশের বুকে হক্বের দাওয়াত স্থায়ী রাখতে চান অবশ্যই বাতিল শক্তির যেকোন আক্রমণ পরাভূত হবে এবং আমীরে জামা'আত দ্রুতই যুলুমশাহীর এ নিকৃষ্ট চক্রজাল থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ।

সম্মেলন শেষে একটি বিশাল মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে জিরোপয়েন্ট, বায়তুল মোকাররম-এর পশ্চিম পার্শ্ব হয়ে পুনরায় মুক্তাঙ্গন হয়ে নর্থসাউথ রোড ধরে বংশাল গিয়ে শেষ হয়। এ সময়ে 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর', 'ডঃ গালিব বন্দী কেন, জোট সরকার জবাব চাই', 'ডঃ গালিবের মুক্তি চাই, দিতে হবে দিয়ে দাও', সারাদেশের উক্তি, ডঃ গালিবের মুক্তি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন জিন্দাবাদ', 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ জিন্দাবাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছিল রাজধানীর আকাশ-বাতাস।

দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে কর্মী ও সুধীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শতাধিক রিজার্ভ বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন যোগে সম্মেলনে যোগদান করেন। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কর্মীগণ অনেকে পায়ে হেঁটে এবং বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে জনতার বিপুল উপস্থিতি এবং যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত মুহুর্মুহু শ্লোগান সকলকে আবেগাপ্লুত করে ফেলে। সম্মেলনে সাইকেলযোগে যোগদান করেনঃ সুদূর সাতক্ষীরা থেকে যয়নাল আবেদীন (৬৫), ওমর আলী (৪৮) ও আব্দুল বারী (৪৪) নামে তিন জন কর্মী সাইকেল যোগে সম্মেলনে যোগদান করেন। তারা ৩০ আগষ্ট সকাল পৌনে সাতটায় রওয়ানা হয়ে ৩১ আগষ্ট বিকাল ৪-টায় ঢাকা পৌঁছেন।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

জোর যার, মুল্লুক তার

উপরোক্ত বহুল প্রচলিত প্রবচনটি একেবারে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আর এ কারণেই জগতে অশান্তি বিরাজমান। জগত হ'তে অশান্তি অপসারিত হবার সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। জগত হ'তে অশান্তি দূরীকরণে অতীতে বহু মহান ব্যক্তি প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা দর্শনে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের উদ্যোগে প্রথমে 'লীগ অব নেশান্স' এবং পরে 'ইউনাইটেড নেশান্স' বা 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। কারণ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'তে মানুষ সরে পড়েছে। তাই বিশ্বে জাতিসংঘের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ জগত হ'তে যাবতীয় অশান্তি ও অনাচার উৎখাত করতে 'শান্তির দূত' হিসাবে আখ্যায়িত আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জগদ্বাসীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন বিশ্বে সবচেয়ে অশান্তি ও অনাচারে ভরপুর দেশ আরবে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদি তাঁর মতাদর্শ মোতাবেক আজকের বিশ্বের দেশগুলি শাসিত হ'ত, তাহ'লে জগতে এত হানাহানি ও অশান্তি বিরাজ করত না। আইরিশ মনীষী বার্নার্ড শ' বলেছেন, আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করতে চাইলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মত লোকের প্রয়োজন। যদিও তিনি কুরআনী শাসন ব্যবস্থার কথা খোলাসা করে বলেননি, তথাপি সেই কুরআনী শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ও শাসন ব্যবস্থা তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং তা স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রদত্ত। তাই সে দ্বীন ও শাসন ব্যবস্থা নিখুঁত ও অপরিবর্তনীয়। অথচ তা দুনিয়ার কোন দেশেই পুরোপুরি চালু নেই। চালু হবার কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। কারণ সে ব্যবস্থা চালু হ'লে ব্যক্তিস্বার্থ থাকবে না। থাকবে না ক্ষমতার বড়াই, থাকবে না পদমর্যাদার অহংকার। অথচ আজকের দিনে এগুলি অধিকাংশ মানুষেরই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

আজও জগতের অনেক মহান ব্যক্তি ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে স্বীকার করেন। কারণ ইসলাম কেবল একটা ধর্মেরই নাম নয়; বরং এটা একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ সে জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস হ'ল আল-কুরআন, যা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় জগতে বিদ্যমান রয়েছে। থাকবেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর সংরক্ষক' *(হিজর ৯)*। আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণার সাথে জগতের মানুষও নিশ্চিত যে, এটি একটি এমন গ্রন্থ, যাকে জগত হ'তে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ গ্রন্থটির সত্যিকার মূল্যায়ণ হচ্ছে না। আর মূল্যায়ণ হচ্ছে না বলেই জগতে এত হানাহানি ও অশান্তি বিরাজ করছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মানুষ সামরিক ক্ষমতা বলে বলীয়ান হয়েই জগতে সবচেয়ে বেশী অশান্তি সৃষ্টি করেছে। পূর্ব যুগে আলেকজাণ্ডার, মধ্যযুগে হালাকু খাঁ, নেপোলিয়ান এবং আধুনিক যুগে হিটলার ও জর্জ ডব্লিউ বুশ জগতে অশান্তি সৃষ্টির শীর্ষে রয়েছেন। এ জগতে মানুষ ধনে, জ্ঞানে ও ক্ষমতার অহংকারে মদমত্ত। অথচ মানুষ ভাবে না যে, এগুলির কোনটিই তার নিজস্ব চেষ্টায় অর্জিত হয়নি। কেননা ইচ্ছা করলেই কেউ আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের মত ক্ষমতার অধিকারী হ'তে পারেন না, ইচ্ছা করলেই কেউ মার্কনী কিংবা টমাস আলভা এডিসনের মত বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন না। মানুষ নিজ চেষ্টায় সবকিছু করতে পারলে আমরা আরও অনেক রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে পেতাম। কিন্তু সবকিছুই আল্লাহ প্রদত্ত। সবকিছুরই মূলেই রয়েছে আল্লাহ পাকের অবদান, মানুষ সে অবদানের কথা স্বীকার করুক বা না করুক।

জগতের ক্ষমতাধর চার জাতির পরিণতির কথা যদি আমরা ভাবি, তাহ'লে কোন ব্যক্তিরই কোন বিষয়ে বড়াই করার মত কিছু থাকে না। আলেকজান্ডার খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ জয়ে বেরিয়ে তুরস্ক, ইরাক, ইরান, ভারত হয়ে বাংলাদেশের যমুনা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আর এ বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের জনগণকে পদানত করতে সামরিক শক্তি বলে অগণিত মানুষের প্রাণ নাশ করেছিলেন ও বহু জনপদ ধ্বংস করেছিলেন। অথচ এসব দেশের লোকজন তাঁর কাছে কোন অপরাধ করেনি। বর্তমান সময়ে আফগানিস্তান ও ইরাকবাসী এবং এ দু'দেশের শাসক গোষ্ঠীর কেউই বুশ কিংবা টনি ব্লেয়ারের ক্ষতি করেননি। অথচ দেশ দু'টিকে ধ্বংস করে দেওয়া হ'ল। এখনো সেখানে প্রতিনিয়ত ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। জগতের অধিকাংশ বিজিত দেশ বিজয়ী দেশের কাছে কোন অপরাধ না করেও ক্ষমতার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

এ ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ মনে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্ষমতা থাকলে অন্যায়কে হাত দ্বারা অর্থাৎ শক্তি দ্বারা বাধা দাও। নইলে উপদেশ দ্বারা অন্যায়কারীকে বিরত কর। তাও সম্ভব না হ'লে অন্তরে ঘৃণা কর। ইরাক আক্রমণে যদি ফ্রান্স ও জার্মানীর মত রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য দেশ প্রতিবাদ করত, তাহ'লে হয়ত ইরাক ধ্বংস হ'ত না। অন্যায়কে প্রতিহত না করায় অন্যায় বেড়ে যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে। আগের কথায় ফিরে আসি।

আলেকজান্ডার দীর্ঘ ৪ বছর সামরিক অভিযান চালানোর পর দেশে ফিরার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ সনে যখন ব্যবিলনে পৌঁছলেন, তখন সামান্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন।

হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করে সেখানে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার আগে জনৈক ইরাকবাসীর কথায় ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে শায়েস্তা করার জন্য স্বীয় অশ্বকে অতি দ্রুত চালনা করলে অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে পড়ে অশ্বপদে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান।

নেপোলিয়ান সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইউরোপে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি ইউরোপের দেশগুলিকে ইচ্ছামত ভাংতে ও গড়তে লাগলেন। শেষে ওয়াটার লু'র যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলোয়নীর (ইনি নেপোলিয়ানকে পরাজিত করায় ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন) নিকট পরাজিত ও বন্দী হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সেন্টহেলেনায় নির্বাসিত হন। সেখানে তিনি স্বজাতি ও স্বজন বঞ্চিত হয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

হিটলারও সামরিক শক্তিতে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ জয় করে নেন। ফ্রান্সের পতন হয় তাঁর বাহিনীর নিকট। ইংল্যান্ডের পতন হ'লেই গোটা ইউরোপই তাঁর করতলগত হয়ে যায়। এমন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ডের পক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করলে দিন দিন যুদ্ধের গতি বদলাতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখে হিটলার দেশ ছেড়ে পালিয়ে হল্যান্ডে আত্মগোপন করেন। এত বড় একজন সামরিক জান্তার আত্মগোপন অবশ্যই গৌরবের বিষয় নয়। জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাগ্যেও তাদের চেয়ে ভাল কিছু নেই বলেই পর্যবেক্ষক মহলের বিশ্বাস।

আল্লাহ পাক মানুষকে দর্পভরে পদ চালনা করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁকে যথাযথ ভয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পাককে যথার্থ ভয় করায় সাফল্য অর্জিত হবার সম্ভাবনার কথা বাক্বারাহ (১৮৯), আলে-ইমরানে (২০০), মায়েদাহ (৩৫ ও ১০০) তাগাবুন (১৬) এবং সূরা আলাক্বে (৫) উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের সকলকেই আল্লাহ পাকের নিকটে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এ ধ্রুব সত্য কথাটা আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাই বলেই আশপাশের কম শক্তিমানকে পদদলিত করতে ইতস্ততবোধ করি না। আল্লাহ পাকের দরবারে আরয, তিনি যেন সকল মানুষের অন্তর কোমলতায় ভরে দেন, যাতে মানুষ ক্ষমতানুসারে অপরের কল্যাণে চেষ্টিত হয়। মানুষের উপকার করতে না পারলেও যেন কারো ক্ষতি না করে, এ মন-মানসিকতা কামনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

আদর্শ পত্রিকা 'আত-তাহরীক'

আমার গর্ববোধ হয় যে, আমাদের প্রিয় গবেষণা পত্রিকা 'আত-তাহরীক' অনেকের মন জয় করে নিয়েছে। হে আত-তাহরীক! তুমি এগিয়ে চলো। লাখো কলম সৈনিক আছে তোমার সাথে। প্রত্যাশিত সফলতা তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তোমার সত্যের পতাকা একদিন উড়বেই। 'আত-তাহরীক'-এর প্রতিটি বিষয় আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে কুরআন হাদীছের দলীল ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, হাদীছের গল্প, গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান, মনীষী চরিত, ছাহাবা চরিত ইত্যাদি। আমাদের দেশে অনেক পত্রিকা আছে তবে 'আত-তাহরীক' সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম 'আত-তাহরীক'-এর সব লেখাই কুরআন হাদীছ ভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য। বর্তমান বিশ্বে যখন অপসংস্কৃতির সয়লাবে মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ঠিক সে সময় 'আত-তাহরীক' আমাদের মত দিশাহারা মানুষকে দিচ্ছে সঠিক দিকনির্দেশনা। 'আত-তাহরীক' তাই জাতি গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস। আমার অনুরোধ 'আত-তাহরীকে' যেন সাধারণ জ্ঞানের একটি বিভাগ চালু করা হয়। কারণ কুরআন এবং হাদীছের পাশাপাশি অন্য জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। পরিশেষে দো'আ করি 'আত-তাহরীক' যেন আরো উন্নতির দিকে ধাবিত হয়- আমীন!

** ওয়ালীদ বিন আব্দুল খালেক*
রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

MEATLOAF

Fast Food, Kabab & Ice-Cream Parler
এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেক, বিরিয়ানী, কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহেরী, হালিম অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।
সকলের শুভ কামনায় MEATLOAF
প্রধান শাখাঃ সাহেব বাজার (জিরো পয়েন্ট), রাজশাহী-৬১০০। ফোনঃ ৭৭৩২৮৭।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন : ৭৭৩০৬৬
নিউ বনফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপণী
আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬১০০
শাপলা প্লাজা, গৌরহাঙ্গা, স্টেশন রোড, (রেলগেইট) রাজশাহী-৬১০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী-৬১০০, ফোন-৮১২১৬৫

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ রাবী'আ বছরী সম্পর্কে ওয়াজ মাহফিলে যে সমস্ত ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় তার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাবী'আ বছরীর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব থাকলেও তার সম্পর্কে বর্ণিত কাহিনীগুলোর কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। আর এসব ঘটনা শারঈ কোন বিষয় নয়। এরূপ সন্দেহযুক্ত কল্পকাহিনী বর্ণনা করা মোটেই ঠিক নয়।

ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তার আক্বীদাও ছিল অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। যেমন- মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি তার সাথীদেরকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলেন। এরপর তার কাছে ফেরেশতা আসলে সূরা ফজরের ২৭-৩০ আয়াত পাঠ করেন। অতঃপর তার মৃত্যু হয়। ভক্তরা স্বপ্নে দেখে, সাওয়াল-জওয়াবের ফেরেশতা তাকে 'তোমার প্রভু কে'? মর্মে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন, তোমার পক্ষে কি এটা জিজ্ঞেস করা উচিত, কে তোমার প্রভু? আল্লাহ কি আমার সম্পর্কে জানেন না?

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা হচ্ছে- একদা তিনি এক হাতে আগুন ও অন্য হাতে পানি নেন। অতঃপর আকাশের দিকে পানি ছুড়ে মারলে জাহান্নামের আগুন নিভে যায় এবং জান্নাতের দিকে আগুন ছুড়ে মারলে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, যেন মানুষ এ দুইয়ের ভয়ভীতি ছাড়াই ইবাদত করতে পারে *(ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২২ খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৫)*।

এসব ঘটনা রাবী'আ বছরীর শরী'আত পরিপন্থী আক্বীদার প্রমাণ বহন করে। অতএব এ সমস্ত আক্বীদা বিনষ্টকারী কাহিনী বর্জন করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রাচীর দেওয়া আছে। প্রাচীরের পরে মসজিদ দাতার নিজের জমিতে কবর দেওয়া হয়েছে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

- সাঈদুর রহমান
শৌলমারী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কবর থেকে কিছু ব্যবধানে প্রাচীরের ওপারে যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং মসজিদ দ্বারা কবরবাসী উপকৃত হবে এই উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে সেই মসজিদে ছালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই *(শায়েখ বিন বায, মাজমু'উ ফাতাওয়া, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩০২-৩০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ হারাম পথে উপার্জন করা অর্থ-সম্পদ দান করা এবং তা দ্বারা কুরআন-হাদীছ বা ইসলামী সাহিত্য ক্রয় করে পাঠ করা যাবে কি?

- আসাদুযযামান
চোরকোল, গোপালপুর
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ হারাম পথে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা উপরোক্ত কাজ সমূহ করলে নেকী পাওয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না' *(মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/২৭৬০ 'উপার্জন করা এবং হালাল রোজগার' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সুন্নাতকে অবজ্ঞা না করে কেউ যদি বিবাহ না করে, শরী'আতের দৃষ্টিতে সে অপরাধী হবে কি?

- শাহ মুহাম্মাদ আবু শাহীন
পারণাপুর, চরের হাট
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করার প্রশ্নই উঠে না। শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে সুন্নাত পালনার্থে তার প্রতি আমল করাই যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের উপর আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে' *(আহমাদ, তিরমিযী মিশকাত ১/১৬৫ পৃঃ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা উহা চক্ষুকে আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে। ছিয়াম হ'ল তার জন্য ঢাল স্বরূপ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ২/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে যেন দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩০৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ জনৈক খত্বীব ছাহেব বলেন যে, পিতা-মাতা মারা গেলে তাদের জন্য رب ارحمهما كما ربياني صغيرا দো'আটি পড়া যাবে না। কেননা এটি তাদের জীবিতকালীন পাঠ করার জন্য নির্ধারিত। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

www.ahlehadeethbd.org

- হাফেয মুহাম্মাদ ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ খত্বীব ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা উক্ত দো'আ পিতা-মাতার জন্যই অবতীর্ণ করেছেন, চাই তারা মৃত হন বা জীবিত হন। পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তারা অপারগতায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। সেকারণ সন্তানকে তাদের সেবা করতে হবে এবং তাদের জন্য উক্ত দো'আটি পড়তে হবে। তার মানে এই নয় যে, মৃত্যুর পরে তাদের জন্য আর এ দো'আটি পড়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি হ'ল, ঐ নেক সন্তান যে তার মৃত পিতা-মাতার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়)*। সুতরাং পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও এই দো'আটি পাঠ করা যাবে এটিই প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ পরিবারের তিন ছেলেই বাইরে থাকে। ঈদে বাড়িতে এসে ঈদ করে। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদে সকল ছেলেকে পৃথক পৃথক কুরবানী দিতে হবে, নাকি সবার পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলেই চলবে?

- আব্দুর রহমান
মহলদারপাড়া, বড় বনগ্রাম
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছেলেরা যদি একই পরিবারভুক্ত হয় তাহ'লে একটি কুরবানীই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফার ভাষণে বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৭৮)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, সত্য কথা এই যে, একটি বকরী একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয় এবং এভাবেই নিয়ম চলে আসছে *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৪৪ পৃঃ)*। তবে কেউ যদি একাধিক কুরবানী দিতে চায় তাহ'লে দিতে পারে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাধিক কুরবানী দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ অনেক বক্তা বলে থাকেন যে, শয়তান হওয়ার পূর্বে ইবলীস পৃথিবীর কোন স্থানে সিজদা করতে বাকী রাখেনি। কথাটি কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শাহীনুর রহমান
ইন্দ্রপুর দাখিল মাদরাসা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবলীস পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে সিজদা করেছিল এরূপ বক্তব্যের কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। তবে অধিক ইবাদত করার কারণে সে সম্মানিত ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল মর্মে আলোচনা পাওয়া যায় *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৯-১৩০, 'শয়তানের কিচ্ছা এবং জিন জাতীর সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ; তারিখে তাবারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ বিশেষ কারণবশতঃ আমার ছালাত ক্বাযা হ'লে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করে নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল ক্বাযা আদায়ের পরেও কি আমাকে ছিয়াম ও অর্থের বিনিময়ে কাফফারা প্রদান করতে হবে?

- মুহাম্মাদ মসিহুর রহমান
শিমুলতলী, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত ক্বাযা হওয়ার পর আদায় করে নিলে আর কোন কাফফারা প্রদান করতে হবে না। বরং সম্ভবপর যেন আর কাযা না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) নাকি যুবক বয়সে গান-বাজনা আর মদ নিয়ে থাকতেন। তিনি এক রাত্রে মদ্যপান সহ গান-বাজনা করতে করতে ঘুমিয়ে যান। ঘুমের মাঝে দেখেন তবলা ও হারমোনিয়াম কুরআন তেলাওয়াত করছে। তিনি এক ব্যক্তির নিকট গিয়ে তওবা করে যখন বাড়ী ফিরছেন তখন এক খণ্ড মেঘ দিয়ে আসমান তাকে ছায়া দিচ্ছে। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

- ইবরাহীম
কাচারী রোড, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বরং তাঁর সম্পর্কে জানা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান, আদর্শবান নম্র-ভদ্র, বিনয়ী এবং বিশাল ইলমের অধিকারী এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, ইবনুল মুবারকের সমসাময়িকযুগে তার চেয়ে মহান মর্যাদাবান, সম্মানিত ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর কোন ব্যক্তি ছিল মর্মে আমার জানা নেই *(তাহযীবুত তাহযীব ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৪১)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাকি জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম দরজা খুলবেন। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আসলাম
ইকবালপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা খুলব' *(মুসলিম, 'ফাযায়েল ও মাসায়েল' অধ্যায় মিশকাত হা/৫৭৪২)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহাদার বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তখন পাহাদার বলবে, আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার

www.ahlehadeethbd.org

পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১০/১৯৭ পৃঃ, হা/৫৪৯৭)।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী রেজিষ্ট্রি করে বিবাহ করলে এবং তালাক প্রদান করলে সঠিক হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইসলামুল হক মুখতার
প্রসাদপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যদি শারঈ বিধান মোতাবেক সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রি করে বিবাহ বা তালাক প্রদান করা হয়, তাহ'লে বিবাহ ও তালাক কার্যকরী হবে। কেননা রেজিষ্ট্রি করার মাধ্যমে তা আরও সুদৃঢ় হয়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে অলী বিহীন বিবাহ বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে এক সাথে তিন তালাক প্রদান করাও শরী'আত বহির্ভূত। বরং তা এক তালাক বলে গণ্য হবে। সুতরাং সরকারী ভাবে তালাক দিলে ও শারঈ বিধান অনুযায়ী তিন তহুরে তিন তালাকই দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সামনে এবং পিছনে উভয় দিকে সমানভাবে দেখতেন, উক্ত সত্য কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় সামনে এবং পিছনে উভয় দিকে সমানভাবে দেখতেন, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা ছিল তাঁর মু'জিযা। ছালাত ব্যতিরেকে অন্য অবস্থায় তিনি দেখতেন কি-না সে সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত অবস্থায় যা কর, তা আমার নিকট গোপনীয় নয়। আল্লাহ্র কসম নিশ্চয়ই আমি দেখি আমার পিছন দিকে, যেভাবে দেখি আমার সম্মুখ দিকে' (আহমাদ, মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/৭১১, পৃঃ ২৫৪, 'ছালাতের নিয়ম' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ লটারীর মাধ্যমে বাছুর সহ গাভী পেয়েছি। ঐ গাভীর দুধ দিয়ে পায়েশ তৈরী করে মুছল্লীদের খাওয়ায়েছি ও স্বপরিবারে এখনো খাচ্ছি। এটা কি বৈধ হচ্ছে?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আনন্দ নগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ অর্থের বিনিময়ে লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হারাম। কারণ লটারী হ'ল জুয়ার অন্তর্ভুক্ত (মায়েদাহ ৯১)। অতএব লটারীর মাধ্যমে হারাম মাল উপার্জন করে নিজে বা স্বপরিবারে খাওয়া, মসজিদের মুসল্লীদেরকে খাওয়ানো এবং ফকীর-মিসকীনদের নেকীর আশায় দান করা সবই হারাম।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নারী-পুরুষকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তারা এক সময় বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হয়। অতঃপর সন্তান-সন্ততি হওয়ার পরেও তাদের বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। প্রশ্ন হ'ল, তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে কেন?

-আশিকুর রহমান
মোল্লা পাড়া, রাজশাহী কোর্ট
রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ধারণা ভুল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন এর অর্থ এটা নয় যে, প্রত্যেককে স্বামী-স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেছেন; বরং প্রত্যেককে নর-নারী করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন (নিসা ১, তাফসীরে কুরতুবী, ১৯/১১২)। কোন পুরুষের সাথে কোন নারীর বিবাহ হবে তা তাক্বদীরের ব্যাপার যা আল্লাহই ভাল জানেন। জোড়ার অর্থ যদি স্বামী-স্ত্রী হয় তাহ'লে একজন পুরুষ তো চারজন নারীকেও বিবাহ করতে পারে। আর নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকলে আরেকটি জোড়া নির্ধারণ বাধ্যতামূলক হয়।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সাথে ছালাত আদায় করলে ছালাতের ইক্বামত কে দিবে?

- খাদীজা
চোরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় স্বামীই ছালাতের ইক্বামত দিবে। কারণ সামর্থ্যবান প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতিতে মহিলা ইক্বামত দিতে পারে না। তবে মহিলার মহিলাদের জামা'আতে ইক্বামত দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ কোন জান্নাতী মহিলা স্বামী হিসাবে একাধিক পুরুষ দাবী করলে তাকে তা দেয়া হবে কি?

- আযীযুল হক্ব
সিতাহকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ জান্নাত এমন এক স্থান, যেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। তাই তার নে'মত ভোগ করার পর অতিরিক্ত নে'মত ভোগ করার আকাংখা মনে জাগ্রত হবে না (.....)। কাজেই কোন নারী একাধিক স্বামীর জন্য আকাংখিত হবে না। তবে যদি কারো আকাংখা জাগেই তবে তাকে দেয়া হবে (হামীম সাজদা ৩১)।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ গরমের কারণে মসজিদের ভিতরে ছালাত আদায় না করে মসজিদের বারান্দায় আদায় করা হয়। এতে মুছল্লীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রথম কাতার ছেড়ে এসে কিংবা বারান্দায় ছালাত করলে জায়েয হবে কি?

- মুনীরুদ্দীন
ব্রহ্মপুর, নাটোর।

www.ahlehadeethbd.org

উত্তরঃ মসজিদের যেকোন স্থানে ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ছালাতের পদ্ধতি দেখানোর জন্য মিম্বরের উপর উঠলেন। তারপর রুকূ করে সিজদার সময় মিম্বর থেকে পিছনে হটে গেলেন। কিন্তু মেহরাবের স্থানে গেলেন না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৩)*। ইবনু ওমর (রাঃ) মসজিদে গিয়ে এক স্থানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন তারপর সামনে এগিয়ে আবার ৪ রাক'আত আদায় করতেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১৮৭)*। সুতরাং প্রথম কাতার থেকে পিছনে এসে বা বারান্দায় ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ জলদি ইফতার করার বিধান জানতে চাই?

- আব্দুল হাফীয
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে, এটাই শরী'আতের নির্দেশ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, ১৯৮৫)*। কারণ দেরী করে ইফতার করা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাঃ) বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন, তুমি সওয়ারী হ'তে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পূর্ণ সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত যদি আপনি অপেক্ষা করতেন! তিনি বললেন, তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন। ছাহাবী আবারো বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে আন? অতঃপর তিনি সওয়ারী হ'তে নামলেন এবং ছাতু গুলে আনলেন। এরপর নবী করীম (ছাঃ) আঙ্গুল দিয়ে পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এইদিক হ'তে আসছে তখনই ছিয়াম পালনকারীর জন্য ইফতারের সময় হয়ে গেল' *(বুখারী, ২৬২ পৃঃ)*।

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লোকেরা যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে' *(বুখারী, ২৬৩ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দেরী করে ইফতার করা ইহুদী-খৃষ্টানদের কাজ *(আবুদাউদ হা/২২৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৬৯৮)*। অতএব আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়কে সামনে রেখে প্রত্যেক এলাকার সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করবে। আর যে সমস্ত ইফতারের সময়সূচিতে আবহাওয়া অফিসের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচীর সাথে মিল নেই, বরং ২/৩ মিনিট যোগ করা আছে সেগুলি পরিহার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ সাহারী ও ফজরের সময়ের মধ্যে কতটুকু ব্যবধান?

- আহমাদ
বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে ব্যবধান খুব কম। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাহারী খেলাম, তারপর ছালাত আদায়ের জন্য গেলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ছালাত ও সাহারীর মধ্যে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, একজন ব্যক্তির ৫০ আয়াত পড়ার সময় *(নাসাঈ, হা/২১৫৫)*। ছিলাতা ইবনু যোফার (রাঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা (রাঃ)-এর সাথে সাহারী খেলাম। তারপর আমরা মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলাম। তারপর ফরয ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে আমরা ফজরের ছালাত আদায় করলাম *(নাসাঈ হা/২১৫৪)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধান রয়েছে।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ কতক্ষণ সময় পর্যন্ত ইফতার করা যেতে পারে? অনেক সময় ইফতারী খেতে খেতে মাগরিবের ছালাত আদায়ে দেরী হয়ে যায়। এরূপ দেরী করা কি ঠিক?

- হাফেয আমজাদ
নামবাজার, সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে বলেছেন। (১) তাড়াতাড়ি ইফতার করা *(বুখারী ২৬২)* এবং (২) তাড়াতাড়ি মাগরিবের ছালাত আদায় করা *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৬০৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না থাকলে কয়েকটি শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও না থাকলে কয়েক অঞ্জলী পানি পান করে নিতেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯১)*। অতএব মাগরিবের ছালাত বিলম্ব করে দীর্ঘ সময় ধরে ইফতারী খাওয়া উচিত নয়। বরং ইফতারী সংক্ষিপ্ত করে যথাসম্ভব দ্রুত ছালাত আদায় করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ যুলকিফল বণী ইসরাঈলের নবী ছিলেন, নাকি তাদের কোন গোত্রের ওয়ালী ছিলেন?

- মুসলিম
দুপচাচিয়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ যুলকিফল বণী ইসরাঈলের একজন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি কোন গুনাহ থেকে বিরত থাকতেন না। অবশ্য পরে তিনি তওবা করেন। আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেন। তিনি কোন নবী ছিলেন না। যদিও কেউ কেউ তাকে নবী বলে দাবী করেছিলেন *(যুবদাতুত তাফসীর, আম্বিয়া ৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যাবে কি? এবং মৃত ব্যক্তি তার ছওয়াব পাবে কি?

- নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে আলী (রাঃ) থেকে যে হাদীছ বর্ণিত আছে তা যঈফ। মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করার চেয়ে সাধারণ ছাদাক্বা করা ভাল। তবুও কেউ যদি মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করতে চায় তাহ'লে সম্পূর্ণ গোশত ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(বিস্তারিত দেখুন, তোহফা, মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ মহিলারা ই'তিকাফ করতে পারে কি? তাদের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আরীফা
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মহিলারা ই'তেকাফ করতে পারে। মসজিদের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে অথবা মসজিদের সাথে পৃথক কক্ষে স্বামীসহ অথবা নিরাপদ হ'লে একাকী মহিলাদের জন্য ই'তেকাফ করা বৈধ (নাছিরুদ্দীন আলবানী, 'ক্বিয়ামে রামাযান, পৃঃ ৩৯; বুখারী, হা/২০৩৭)। তবে বাড়ীতে ই'তেকাফ করার কোন বিধান নেই।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ পবিত্র কুরআনে রয়েছে, পৃথিবীর সবকিছুই তাসবীহ পাঠ করে। তাহ'লে জীব-জন্তু, গাছ-পালা ও জড়বস্তু, সব কিছুই কি তাসবীহ পাঠ করে?

- কারামাতুল্লাহ
বুধহাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ও জড়বস্তুসহ পৃথিবীর সবকিছুই তাসবীহ পাঠ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র জন্য তাসবীহ পাঠ করে। রাজত্ব তাঁর হাতে, প্রশংসা একমাত্র তাঁরই *(তাগাবুন ১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'পাহাড় আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে' *(আম্বিয়া ৭৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ বাড়ির পাহারাদার হিসাবে কুকুর পোষা যায় কি?

- নাদীম রহমান
কাশাপাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হ'লে এবং কারো জন্য ক্ষতির কারণ না হ'লে বাড়ির পাহারাদার হিসাবে কুকুর পোষা যাবে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ কুকুর রাখলে ঐ ব্যক্তির আমলনামা হ'তে দু'ক্বিরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে *(বুখারী, ৮২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ 'আল্লাহ' কে 'খোদা' বলে ডাকা যাবে কি?

- এনামুল হক শিকদার
মোগলাহাট, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ 'খোদা' শব্দটি ফারসী। কুরআন ও হাদীছে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই আল্লাহ্র নামে খোদা বলে ডাকা অনুচিত। তাছাড়া এ শব্দটি কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' তথা আল্লাহ্র সুন্দরতম নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ অনেক মসজিদে লোকেরা রাতদিন ঘুমায়। এতে অনেক সময় মসজিদ ময়লা হয়ে যায়। এ সম্পর্কে শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ
খুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ প্রয়োজনবোধে মসজিদে থাকা যায় *(বুখারী ১/১৪২ হা/৪৪০)*। তবে মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অবশ্যই যত্নবান হ'তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৯)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয, এ হাদীছ কি ছহীহ? মহিলারা বাসায় কাজের মেয়ে রেখে জ্ঞান অর্জনের জন্য অধিক সময় লাগাতে পারেকি?

- ওছমান
রোড নং ৬, বাসা নং ৪৭
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তরঃ নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয মর্মে কোন হাদীছ নেই। তবে সকল মুসলিম পুরুষের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, আলবানী হা/২১৮ টীকা নং ২)*।

প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পূর্বেই মহিলাদের শারঈ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। তবে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পরে পরিবেশ অনুকূলে থাকলে শারঈ বিধান রক্ষা করে সম্ভব হ'লে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করায় কোন দোষ নেই। কাজেই কাজের মেয়ে বাসায় রেখে ইলম অর্জন করা যায়। তবে কাজের মেয়েকেও শারঈ জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ ই'তেকাফ অবস্থায় মানুষের ফিৎরা আদায় করা যাবে কি?

- আবুল কাসেম
বাজে ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ই'তেকাফ অবস্থায় মানুষের ফিৎরা আদায় করা বা এ জাতীয় কোন সামাজিক কার্যক্রম করা যাবে না। কারণ ই'তেকাফ হচ্ছে- ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ, তাহলীল। বিশেষ কোন যরূরী প্রয়োজন ছাড়া ই'তেকাফ অবস্থায় নির্ধারিত স্থানের বাহিরে যাওয়া যাবে না। যেমন - পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল ইত্যাদি *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ *الصبح بدأ من طلعته – والليل دجى من وفراته –* ***এই বাক্যটি হাদীছে আছে কি এবং এই বাক্য পাঠ করলে নেকী হবে কি?***

- মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বাক্য একটি আরবী কবিতার অংশ। এটি হাদীছে নেই। পাঠ করলে নেকী হবে না।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ দো'আ কুনূত পড়ার সময় কুনূতের বিশেষ দো'আ ছাড়া অন্যান্য দো'আ পড়া যাবে কি?

- সোহেল রানা
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দো'আ কুনূত পড়ার সময় বিশেষ দো'আ পড়াই ভাল। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর বেশী বেশী দরূদ, সকল মুসলমানের জন্য দো'আ ও কাফেরদের উপর অভিশাপের জন্য অন্যান্য দো'আও পড়া যেতে পারে। যা বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(আলবানী, ক্বিয়ামে রামাযান, পৃঃ ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ ঈদায়নের খুৎবা ১টি না দু'টি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আলীমুদ্দীন, আহমাদ ও সাইফুল্লাহ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ঈদায়নের খুৎবা ১টি। দুই খুৎবার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯, 'দু'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম যে, তিনি আযান ও ইক্বামত ছাড়াই খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন এবং জনসাধারণকে উপদেশ দিলেন, পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন। এমতাবস্থায় তার সাথে বেলাল (রাঃ) ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করালেন *(ছহীহ নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬ 'দু'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের খুৎবার মাঝে বসতেন না।

ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯ পৃঃ মির'আত ৫/৩০-৩১ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, যারা ঈদায়নের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তারা মূলতঃ জাবির বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'তে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে আমভাবে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-এর দু'টি খুৎবা ছিল। যার মাঝে তিনি বসতেন *(মুসলিম, 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)*। এটি মূলতঃ জুম'আর খুৎবা। কারণ একই রাবী জাবির বিন সামুরা থেকে অন্য বর্ণনায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর বসতেন। তারপর দাঁড়াতেন। ... তাঁর খুৎবা ও ছালাত ছিল মধ্যম প্রকৃতির *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৬ হাদীছ ছহীহ, জুম'আর দিনে খুৎবা' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি কুতুবে সিত্তাসহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ 'জুম'আর খুৎবা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কেউই ঈদের ছালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেননি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত প্রথম হাদীছে শাব্দিক বর্ণনায় কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও এটা জুম'আর জন্য খাছ। তাছাড়া যদি এটাকে আম (সাধারণ) ধরা হয়, তাহ'লে জুম'আ ঈদায়েনসহ সকল প্রকার বক্তব্য বা ভাষণের মাঝে বসতে হয়। যার কোন ভিত্তি নেই। অতএব ঈদায়নের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত *(দ্রষ্টব্য ফেব্রুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২১/১৬১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ ছালাত অবস্থায় ঋতুস্রাব আসলে ছালাত সম্পন্ন করতে হবে, নাকি ছালাত ছেড়ে দিতে হবে?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
টেংরার চর, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তরঃ ঋতুস্রাব আসা মাত্রই ছালাত ছেড়ে দিতে হবে। ফাতেমা বিনতে আবী হুবায়েশ 'মুস্তাহাযা' মহিলা ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এটি ঋতু নয় শিরার অসুখ মাত্র। যখন ঋতু আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন ঋতু ভাল হবে তখন গোসল করে ছালাত আদায় করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত/৫৫৭, 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জান্নাতীরা নাকি দাড়ি বিহীন হবে? এ কথা কি সত্য?

- আব্দুর রঊফ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জান্নাতী ব্যক্তি দাড়িবিহীন হবে। একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাড়িবিহীন ও সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট এবং ত্রিশ

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্ন (৩৫/৩৫)ঃ ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া কি কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

- আকবার হুসাইন
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া হ'ল কুরআন-সুন্নাহ্‌র ফরয হুকুম প্রয়োগ করার জন্য দু'টি শাব্দিক মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁর বান্দার উপর বিধান সমূহ ফরয করেছেন তেমনি রাসূল (ছাঃ)ও বিভিন্ন বিধানকে ফরয করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৩)*। আর বিভিন্ন ফরয বিধানের মাত্রা হিসাবে মাসআলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া ব্যবহার করেছেন। কারণ সব বিধান সকলের জন্য সমানভাবে পালন করা যরূরী নয়। যেমন জানাযার ছালাত সকল মানুষের জন্য আদায় করা যরূরী নয়। কিছু মানুষ আদায় করলেই চলে। তাই এমন বিধানকে ফরযে কিফায়া বলা হয়। তবে ফরয ছালাত এমন বিধান যা সকলেই আদায় করতে বাধ্য। এমন বিধানকে ফরযে আইন বলা হয়।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬)ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত হাদীছে 'নফল' শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেকারণ ফজরের সুন্নাত নিয়মিত আদায় না করলে চলবে কি?

- ইদরীস আলী
স্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ফরয ব্যতীত বাকী সব ছালাতই নফল বা সুন্নাত। আর সুন্নাত ও নফল একই জিনিস। তবে ফজরের দুই রাক'আত সহ মোট ১২ রাক'আত সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেউ না পড়লে নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত সমূহের মধ্যে কোন ছালাতের প্রতি এত অধিক যত্নবান ছিলেন না যেমনটি ছিলেন ফজরের দু'রাক'আতের প্রতি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৩, 'সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিষ অপেক্ষা উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত, হা/১১৬৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭)ঃ গুল ব্যবহারের হুকুম কি? রোগের জন্য গুল ব্যবহার করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ মকবুল
দিগদানা, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ গুল তামাক জাতীয় বস্তু, যা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; মুসলিম মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'মদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'যে বস্তু হারাম তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। তবে উপায়ান্তর না থাকলে হারাম বস্তু দ্বারাও চিকিৎসা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অবশ্য যে লোক নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*। অতএব কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি কোন রোগের জন্য গুলই একমাত্র চিকিৎসা বলেন সেক্ষেত্রে নিরুপায় অবস্থায় তা ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮)ঃ ছালাত আদায়ের সময় ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই কি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবেন?

-মুহাম্মাদ তাসের শেখ
বাঁশইল বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৯, 'মুক্তাদী ও মাসবূক্ব-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে কেউ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ না বলে শুধু 'রব্বানা লাকাল হামদও..... বলতে পারেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৮, ১১৩৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯)ঃ মৃত সন্তানের জানাযা পড়া এবং আক্বীক্বা করতে হবে কি?

-ঈসা শেখ
কালিকাপুর, বীরভূম
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ক্রন্দন করলে বা হাঁচি দিলে অথবা এমন আচরণ করলে যাতে তার জীবন ছিল বলে বুঝা যায়, এরূপ অবস্থায় তার জানাযা পড়তে হবে। ঐ সন্তান আল্লাহ্‌র নিকটে পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহের দাবী করে *(আহমাদ, আবুদাউদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২২)*। আর সাত দিনের পূর্বে কোন শিশু মৃত্যুবরণ করলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না।

প্রশ্ন (৪০/৪০)ঃ ইদানিং দেখা যাচ্ছে দাবী আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন অনশন করে এক পর্যায়ে এসে আত্মাহুতি দেওয়ার কর্মসূচী নেয়। আত্মাহুতি দেওয়া ঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ফেরদৌস আহমাদ
আবদালী, কুয়েত।

উত্তরঃ ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৈধ পন্থায় আন্দোলন করা যাবে। তবে আত্মাহুতি দেওয়া শরী'আতে জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) তিন শ্রেণীর লোকের জানাযা নিজে পড়েননি। তারা হচ্ছে ঋণগ্রস্ত, বায়তুল মাল বা অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ও আত্মহত্যাকারী *(নাসাঈ হা/১৯৬১, ৬২, ৬৬; তিরমিযী, বুলূগুল মারাম, হা/৫০৬)*।